আলে দার ডুমা
কর্সিকান ব্রাদার্স

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
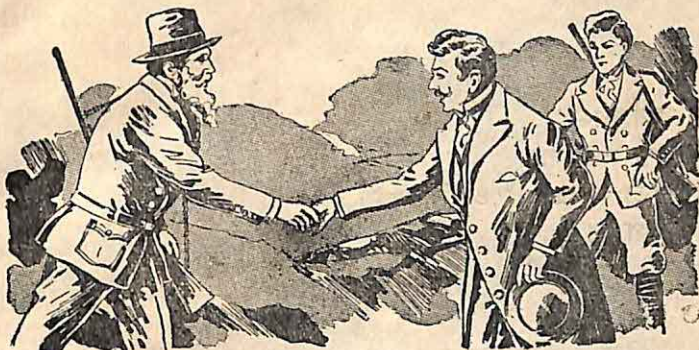
অনুবাদ সিরিজ

কর্সিকান ব্রাদার্স

আলেকজাঁন্ড্রে দ্যুমা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

উপহার

এক

১৮৪১ সাল। মার্চমাসের গোড়ার দিকে আমি কর্সিকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম।

ছবির মত সুন্দর দেশ এই কর্সিকা। পায়ে পায়ে পর্যটকের নব নব আনন্দের শিহরন।

ত্যুলোঁ থেকে জাহাজ ধরুন, কুড়ি ঘণ্টায় আজাইচো পোঁছে যাবেন, আর চব্বিশ ঘণ্টায় বাস্তিয়া।

বাস্তিয়াতে একটা ঘোড়া কিনুন বা ভাড়া করুন। ভাড়াই যদি করা হয়, দৈনিক পাঁচ ফ্রাংক*। আর কিনলে বাঁধা দরই হল একশো ফ্রাংক। দাম সামান্য হলেও ঘোড়াগুলি নগণ্য নয়। দুরারোহ পাহাড়ই হোক আর নড়বড়ে সেতুই হোক, তাদের পিঠে চড়ে আরোহীরা নিরাপদে, পরম নিশ্চিন্ত মনে অতিক্রম করতে পারেন।

বস্তুতঃ একবার এদের পিঠে চড়লে তারপর আরোহীর আর নিজের কিছুই করবার থাকে না। রাশ আলগা দিয়ে চক্ষু বুজে বসে থাকুন, ভয়ডর গ্রাহ্য না করে বাহন আপনাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে। যে কোন রকম পথে দৈনিক পঁয়তাল্লিশ মাইল সে অনায়াসে চলতে পারে, এক কুচো খড় বা এক বিন্দু জল না খেয়ে।

যেতে যেতে হয়ত অদূরে প্রাচীন কালের লড়াইবাজ কোন ভুঁইয়ার ভগ্নদুর্গ দেখতে পেয়েছেন, আপনি নেমে গেলেন তার ভিতরটা দেখে আসবার জন্য। কিংবা হয়ত তার বাইরের দৃশ্যটাই ছবিতে তুলে নেবার জন্য আঁকতে বসে গেলেন পথের ধারে। ঘোড়ার জন্য একটুও ভাববেন না, ছাড়া পেয়ে সে যে পালিয়ে যাবে, সে ধরনের জীবই সে নয়। আপনার আশেপাশেই ঘুরবে, ঘাস থাকে তো খুঁটে খাবে, না থাকে তো ঝোপঝাড়ের পাতা চিবোবে, আর তাও যদি অমিল হয়, পাথরের গায়ের শেওলা চাটবে, ব্যস, তাতেই সে খুশী।

পথ চলতে চলতে হয়ত সন্ধ্যা হয়ে এল, রাতটা কোথায় কাটানো যাবে—

---

* এক ফ্রাংক প্রায় এক টাকার সমান।

একটা চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দেশটা কর্সিকা, ও-রকম চিন্তা এখানে একেবারেই অকারণ।

যে কোন গ্রাম সমুখে পড়ুক, পর্যটকের একমাত্র কাজ হল সোজা তার বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া। দুই ধারেই বাড়ি, যে বাড়িটার চেহারা তাঁর পছন্দ হল, তারই সমুখে ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় কড়া নাড়া। পরের মুহূর্তেই গৃহস্বামী বা স্বামিনী এসে দরজা খুলে দেবেন, অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে যাবেন অতিথিকে, যা কিছু খাদ্য আছে ঘরে তার অর্ধেক তাঁকে ধরিয়ে দেবেন, একটামাত্র শয্যা যদি থাকে বাড়িতে, সেইটাতেই তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে দেবেন, এবং পরের দিন সকালে অতিথিকে ঘোড়ায় তুলে দেবার সময় এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবেন—"আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধন্য করেছেন আপনি, এ-অনুগ্রহ আমি মনে রাখব।"

খবরদার যেন আতিথ্যের বিনিময়ে অর্থ দেবার প্রস্তাব করে বসবেন না, গৃহস্থ তাতে রীতিমত অপমানিত মনে করবেন। তবে হ্যাঁ, বাড়ির দাসী যদি তরুণী হয়, তাকে একখানা রঙ্গিন রুমাল দিতে পারেন, সে মেলা দেখতে যাওয়ার সময় সেটাকে মাথায় বেঁধে যাবে। দাসীর বদলে ভৃত্য যদি থাকে, তাকে দিতে পারেন একটা ভোজালি—দুশমন ঘায়েল করবার সময় যা তার কাজে লাগবে।

তবে ভৃত্য বা দাসীকে উপহার দিতে যাওয়ার আগে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। ওরা কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয় নয় তো গৃহস্থের? তা যদি হয়, তবে উপহার দেওয়া চলবে না।

এ রীতি আছে কর্সিকায়। গরিব নিরাশ্রয়েরা কখনো কখনো এসে ধনী আত্মীয়ের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকে। থাকে বটে—কিন্তু গলগ্রহ হয়ে আলস্যে কাল কাটায় না। ঘর-সংসারের কাজ করে দেয়। এবং খোরপোশের উপরেও কিছু কিছু হাতখরচা পায় সেই কাজের বিনিময়ে।

হ্যাঁ, পারিশ্রমিক তারা নেয়, কিন্তু বকশিস নেবে না, বিশেষতঃ অতিথির কাছ থেকে।

আত্মীয়েরা ভৃত্যের কাজ করে শুনে যেন ভাববেন না যে কাজে ফাঁকি দেয়। কর্সিকা দেশটা ফরাসী দেশ নয়, যদিও রাজনৈতিক সূত্রে দুটো একসাথে বাঁধা পড়েছে আজকাল।

* * *

পথ চলার কথা হচ্ছিল। পথঘাট নিরাপদ। ডাকাতের হাতে পড়ার ভয়

নেই। ঘোড়ার জিনে ঝুলিয়ে মোহরের থলে নিয়ে যেতে পারেন আজাইচো থেকে বাস্তিয়া। দ্বীপটার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত নিরাপদে পর্যটন করতে পারেন মনের আনন্দে। অবশ্য যদি দ্বীপবাসী কারও সঙ্গে আপনার বংশানুক্রমিক বৈরীভাব* না থাকে। তা যদি থাকে তবে ওশিয়ানা থেকে লেভাকো এই মাত্র ছয় মাইল পথও আপনি নির্বিঘ্নে চলতে পারবেন বলে ভরসা করি না।

আমার সেই কর্সিকা-ভ্রমণের কথা বলি। মার্চের গোড়ার দিক। একা আমি। বন্ধু সাদিন রোমেই রয়ে গেছে।

এলবা থেকে আসছি। বাস্তিয়ায় নেমে একটা ঘোড়া কিনেছি ঐ বাঁধা দামেই। কোর্টে দেখেছি, আজাইচো দেখেছি, সার্টেন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। সেই বিশেষ দিনটাতে আমার লক্ষ্যস্থল হল সুল্লাকারো।

সার্টেন থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল পথ। এতও হত না, যদি রাস্তা এত আঁকাবাঁকা না হত, বা দ্বীপের ঠিক মাঝবরাবর যে পর্বতমালা মেরুদণ্ডের মত বিরাজ করছে, সেটা পেরুতে না হত। পাছে ঐ পাহাড় অঞ্চলে পথ হারিয়ে যাই, এই ভয়ে একজন পথপ্রদর্শক নিয়েছি। পাঁচটা নাগাদ পাহাড়ের মাথায় পৌঁছোনো গেল। সেখান থেকে অল্মেটো আর সুল্লাকারো চোখে পড়ছে।

এইখানে একটু বিশ্রাম নিই।

গাইড জানতে চাইল—রাত্রিটা আমার কোথায় কাটাবার বাসনা। উত্তর দেবার আগে একবার নীচের সমতলে গ্রামগুলির পানে তাকিয়ে দেখলাম।

গ্রামের পথ চোখে পড়ে, কিন্তু পথে লোক নেই বললেই হয়। দু'চারজন স্ত্রীলোক এধারে ওধারে ঘুরছে বটে, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গী যেন কেমন সন্ত্রস্ত। কেবলই তারা সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে চারদিকে।

গ্রামে একশো থেকে একশো কুড়িখানা বাড়ি রয়েছে বলে মনে হল। দেশপ্রথার কল্যাণে এর যে কোন বাড়িতে আমি আতিথ্য দাবি করতে পারি। সুতরাং আমার এখন কাজ হল এর মধ্য থেকে এমন একটি গৃহ বেছে নেওয়া যেখানে অভ্যস্ত আরামবিরামের খানিকটাও অন্ততঃ মিলবে বলে আশা করা যায়।

---

* কর্সিকার ভাষায় "ভেনডেটা"

একটি চৌকোনা বাড়ি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল, দেখতে অনেকটা ছোটখাট একটা কেল্লার মত। চারদিকে উঁচু দেওয়াল, তার গায়ে গায়ে বন্দুক চালাবার ফোকর।

গৃহস্থবাড়িকে কেল্লার মতন করে গড়বার চেষ্টা এই আমি প্রথম দেখলাম। অবাক্ হতাম, যদি না জানা থাকত যে এই সার্টেন প্রদেশই বংশগত হানাহানির সবচেয়ে নামকরা পীঠস্থান কর্সিকা দ্বীপে।

আঙ্গুল দিয়ে ঐ বাড়িটা দেখিয়ে দিতেই গাইড বলল—"বেশ পছন্দ করেছেন কিন্তু। চলুন—মাদাম স্যাভিলিয়া ছ ফ্রাঙ্কির বাড়িতেই তাহলে যাই আমরা। কোথায় সুবিধা হবে, কোথায় হবে না, তা এক নজরে দেখেই আপনি বুঝতে পারেন দেখছি।"

কিন্তু আমার মনে একটা ধোঁকা লাগল। বাড়ির মালিক যদি স্ত্রীলোক হন, তাঁর গৃহে গিয়ে ওঠা কেমন হবে? তাঁর অসুবিধা বা আপত্তি হতে পারে তো?

গাইডকে সে কথা আভাসে জানাতেই সে আশ্চর্য হয়ে বলল—"না না, অসুবিধাই বা কিসের, আপত্তিই বা কেন হবে?"

আমি তখন খুলেই বললাম আমার দ্বিধার কারণ—"মহিলাটি যদি তরুণী হন, তাঁর বাড়িতে আমি রাত্রিবাস করলে তাঁর নিন্দা রটতে পারে তো?"

"নিন্দা?"—কথাটা যেন গাইডের মাথায় ঢুকতেই চায় না।

"আরে, মহিলাটি যদি বিধবা হন—"

"বিধবাই তো!"—বলে গাইড।

"তাহলে আমার মত একজন যুবককে তিনি কি বলে বাড়িতে ঠাঁই দেবেন!"

১৮৪১ সালে এই অধম ডুমার বয়স ছিল সাড়ে ছত্রিশ। সুতরাং নিজেকে আমি যুবক বলে মনে না করব কেন?

"আপনার মত যুবককে কি বলে বাড়িতে ঠাঁই দেবেন?"—গাইড যন্ত্রের মত আবৃত্তি করে গেল আমারই কথাগুলি, তারপর হতবুদ্ধির মত পালটা প্রশ্ন করল—"আপনি-যুবকই হন, আর বৃদ্ধই হন তার সঙ্গে অতিথি হওয়ার সম্পর্ক কী?"

এভাবে প্রশ্ন করে সমস্যার সমাধান হবে না, তা আমি বুঝতে পারলাম। অতএব জেরা শুরু করতে হল অন্যভাবে—

"মাদাম স্যাভিলিয়ার বয়স কত?"

"তা চল্লিশ হবে।"

"তাই নাকি ?"—মনের স্বস্তি মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল—"বাঁচা গেল। তাহলে তাঁর ছেলেপুলেও আছে ?"

"দুই ছেলে। চমৎকার দুটি যুবক।"

"তাদেরও দেখতে পাব ?"

"যেটি তাঁর কাছে আছে, তাকে দেখবেন বই কি !"

"অন্যটি ?"

"অন্যটি প্যারিতে থাকে।"

"ওদের বয়স ?"

"একুশ।"

"দু'জনেরই ?"

"হ্যাঁ, যমজ ওরা।"

"কী করে ওরা ?"

"প্যারিতে যে থাকে, সে উকিল।"

"আর অন্যজন ?"

"অন্যজন—প্রকৃত কর্সিকাবাসীর যেরকম হওয়া দরকার, অন্যজন ঠিক সেইরকমই।"

জবাবটার বৈশিষ্ট্য আছে, অথচ জবাবদাতা মোটেই সচেতন নয় যে সে অসাধারণ রকমের কোন কথা বলেছে। বললাম—"তাহলে আর কি। চল যাই মাদাম স্যাভিলিয়ার বাড়ি।"

দশ মিনিটের ভিতরই পৌঁছে গেলাম গ্রামে। একটা জিনিস এইবার চোখে পড়ল যা পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখতে পাই নি। প্রত্যেকটা বাড়িতেই অল্পবিস্তর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে। মাদাম স্যাভিলিয়ার বাড়ির মত ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা না হোক, জানালার পিছনে মোটা মোটা কাঠ খাড়া করে রেখেছে সবাই। আততায়ী জানালা ভাঙ্গতে পারলেও কাঠের বেড়া পেরুতে পারবে না, অথচ কাঠের ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক চালাতে পারবে গৃহস্থ। অনেক জানালা আবার ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে একেবারে।

পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম—বন্দুক ছুড়বার এই ফোকরগুলিকে ওদের ভাষায় কী বলে। সে বলল—"তীর ফাঁক।" নাম শুনেই বোঝা যায় বংশগত হানাহানি এদেশে অতি সুপ্রাচীন প্রথা। যখন বন্দুকের

আবিষ্কার হয়নি, তীরধনু ছিল দূরপাল্লার লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার, তখন থেকেই কর্সিকাবাসীরা শত্রুতাসাধনে পরম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়ে আসছে।

গ্রামের পথে চলতে চলতে মনে হল চারিদিকে যেন একটা ছমছমে ভাব, একটা বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার আবহাওয়া। অনেক বাড়ির দেয়ালেই গুলির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যেন হানাদারের উৎপাত ঘটে গিয়েছে ওর উপরে।

মাঝেমাঝেই যেন দেখতে পাচ্ছি—তীর ফাঁকের আড়ালে কৌতূহলী চোখের চকিত চাহনি। একপলক এই নবাগতদের দেখে নিয়ে তক্ষুণি সরে যাচ্ছে। অবশ্য কৌতূহলীরা পুরুষ কি নারী, বুঝবার কোন উপায় নেই।

উপর থেকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে গাইডকে যে বাড়ি দেখিয়েছিলাম, সেই বাড়িতেই এসে থামা গেল শেষকালে।—হ্যাঁ, গ্রামের মধ্যে সেরা বাড়ি এইখানিই বটে।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম নিকটে এসে। উপর থেকে খুব সুরক্ষিত মনে হয়েছিল বাড়িটিকে। কিন্তু কই, তা তো মোটেই নয়! দেয়াল রয়েছে, গুম্বজ রয়েছে, তীর ফাঁক রয়েছে, সবই ঠিক। কিন্তু জানালা? জানালাগুলি শুধুমাত্র রুইতন আকৃতির কাচের টুকরো দিয়ে ঢাকা। তার পিছনে কাঠের বেড়া তো নেই-ই, কাঠের পাল্লা পর্যন্ত নেই। ইট দিয়েও বন্ধ করা হয় নি কোন বাতায়ন। অথচ আশেপাশে দেয়ালের গায়ে বহু গুলির চিহ্ন রয়েছে। অনেক পুরোনো দাগ, দশ বছরের পুরোনো অন্ততঃ।

গাইড কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দ্বিধার ভাবে নয়, একটুখানি ফাঁক করে উঁকি মারার ভাবে নয়, একেবারে দরাজ করে দরজা খুলে একজন খানসামা বেরিয়ে এল।

খানসামা বলে বোধ হয় ভুল করলাম। খানসামা না বলে বলা উচিত ছিল—মানুষ! উর্দি না থাকলে কে তাকে খানসামা বলতে পারে? এর অঙ্গে মামুলী একটি ভেলভেটের জ্যাকেট শুধু। পরনেও তার ভেলভেটেরই পাজামা। একখানি ডোরাদার রেশমী কোমরবন্ধ দিয়ে তা কটিতে আবদ্ধ। সেই কোমরবন্ধে আটকানো রয়েছে ইয়া-লম্বা স্পেনদেশীয় ছোরা।

আমি এই মূর্তিকে সম্বোধন করে বললাম—"বন্ধু, আমি এদেশে নবাগত,

স্কুল্লাকারোতে কাউকেই চিনি না। তোমার কর্ত্রীর বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করতে চাওয়া কি আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে ?"

"না, মালিক, না"—লোকটি সবিনয়ে জবাব দিল—"মোটেই তা নয়। কারও বাড়িতে আতিথ্য-গ্রহণ করতে চাওয়া মানেই হচ্ছে তাকে সম্মানিত করা।"

একটি দাসী এসে ততক্ষণে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে। লোকটি তাকেই সম্বোধন করে বলল—"যাও মেরায়া মাদাম স্ত্যাভিলিয়াকে বল—একজন ফরাসী পর্যটক তাঁর গৃহে আতিথ্য-গ্রহণ করতে চান।"

কথা বলতে বলতেই সে আটধাপের সেই সিঁড়ি, ধাপগুলি যার মইয়ের ধাপের মতই খাড়া, সেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এসে আমার ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল।

"আপনি ভিতরে চলে আসুন মালিক! আপনার জিনিসপত্র আমরাই নিয়ে যাচ্ছি।"

বাঁচা গেল! পথ-চলার পরিশ্রমের পরে এটুকু মেহনত থেকে রেহাই পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

* * *

মইয়ের মত সেই সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে গেলাম বাড়ির ভিতরে। সমুখেই একটি লম্বা বারান্দা, তার শেষ মাথায় মুখোমুখি দেখা হল এক মহিলার সঙ্গে। খুব লম্বা চেহারা তাঁর, পরিধানে কালো বসন।

মনে হল—এই আটত্রিশ বা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা মহিলাটি, এই বয়সেও বেশ সুন্দরী—ইনিই বোধ হয় গৃহস্বামিনী। থেমে পড়ে অভিবাদন করলাম। সবিনয়ে নিবেদন করলাম—"ভদ্রে, আমায় হয়ত আপনি অবিবেচক বলে ভাববেন। তবে দেশপ্রথা এবং আপনার ভৃত্যের আমন্ত্রণ—এই দুটির কথা চিন্তা করে আমার আচরণকে হয়ত মার্জনাও করতে পারেন আপনি।"

"আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি আনন্দিত"—উত্তর করলেন মাদাম ফ্রাঞ্চি—"এবং আমার পুত্রও খুশী হবে আপনাকে পেয়ে। এ বাড়িতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন, মনে করবেন এ আপনারই গৃহ।"

"আমি মাত্র এক রাত্রির জন্যই আশ্রয় চাই ভদ্রে! কাল ভোরেই আমাকে চলে যেতে হবে।"—এই বলে আবার অভিবাদন করলাম।

"আপনার যাতে সুবিধা, তা আপনি করবেন বই কি! তবে আমার

আশা আছে আপনার মত বদলাবে এবং আরো দুই-চার দিন এখানে থেকে যাবেন আপনি।"

আমি নীরবে তৃতীয়বার অভিবাদন করলাম।

মাদাম ফ্রাঞ্চি তখন মেরায়াকে বলছেন—"ভদ্রলোককে লুইয়ের কক্ষে নিয়ে যাও। ঘরে এক্ষুণি আগুন জ্বালিয়ে দাও, গরম জল পৌঁছে দাও সেখানে।" দাসী তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করতে চলে গেল। গৃহস্বামিনী আমার দিকে ফিরে বললেন—"পরিশ্রান্ত পর্যটকের প্রথম দরকার হল জল আর আগুন। আপনি দয়া করে ঐ দাসীর সঙ্গে যান। যা কিছু দরকার হবে, ওকে বলবেন। এক ঘণ্টার ভিতরেই আমাদের নৈশভোজন। ততক্ষণে আমার ছেলেও এসে যাবে। সে খুশী হবে আপনাকে দেখে।"

"আমার ভ্রমণের পোশাক পরেই যদি খেতে যাই, বেয়াদবি হবে না তো?"—জিজ্ঞাসা করি সসংকোচে।

মাদাম মৃদু হাস্যে বললেন—"না। কিন্তু বিনিময়ে আপনাকেও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের গেঁয়ো আচার-ব্যবহারকে আপনি বেয়াদবি বলে ভাববেন না।"

দাসী উপরতলায় যাচ্ছে। আমি স্বামিনীকে চতুর্থবার অভিবাদন করে তার পিছু নিলাম।

যে ঘরে আমাকে নিয়ে গেল, সেটা দোতলায়। বাড়ির পিছন দিকটা চোখে পড়ে জানালা দিয়ে। সুন্দর বাগান একখানি, নানাজাতীয় ফুল ফুটে আছে তাতে, আর ছোট্ট একটি জলস্রোত সেই বাগানের কোণা-কুণি বয়ে চলেছে কুলুকুলু স্বরে। অদূরবর্তী নদী ট্যাভারোতে গিয়ে অঙ্গ ঢেলেছে এই কলনাদিনী।

বাগানের শেষ প্রান্তে ফার গাছের শ্রেণী এমন গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে যে তাদের সে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে চক্ষুর দৃষ্টিকে প্রসারিত করাই সম্ভব নয়। কাজেই এবার ঘরের ভিতরেই পর্যবেক্ষণকে নিবদ্ধ করতে হল। ইতালি দেশীয় সব গৃহেরই ভিতরের দেয়ালে যেমন চুনকামের উপর প্রাকৃতিক দৃশ্যের নানাবিধ ফ্রেস্কো ফুটিয়ে তোলা হয়, এখানেও দেখলাম তাই।

মাদাম ফ্রাঞ্চির যে-ছেলে প্যারিতে প্রবাসী, তারই নিজস্ব ঘর এখানি। বাড়ির ভিতর সবচেয়ে আরামের ঘর এইখানিই বোধ হয়। আর সেই কারণেই বুঝি গৃহস্বামিনী এটি অতিথির ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। মনে মনে তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে আমি ঘরখানির

আসবাবপত্র পরীক্ষায় মনঃসংযোগ করলাম। আশা এই যে—ঐ থেকেই ঘরের অনুপস্থিত মালিকের রুচি ও অভ্যাস সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারব।

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে একটার পর আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম। আসবাব সবই আধুনিক। কর্সিকার এই অভ্যন্তর প্রদেশে সভ্যতার আলোক এখনও প্রবেশ করে নি বললেই চলে। সে অবস্থায় এই আধুনিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে যে অস্বাভাবিক রকম অর্থব্যয় করতে হয়েছে, তা বুঝতে আমার মোটেই কষ্ট হল না। লোহার একখানি পালঙ্ক, তাতে একটার উপরে আর একটা গদি। তারও উপরে আরও একটা। একখানা লম্বা সোফা, চারখানা আরাম-কেদারা, ছয়খানা সাধারণ কেদারা। লেখার টেবিলের উপরের অংশে বইয়ের আলমারি গাঁথা। প্রত্যেকটি বস্তু দামী মেহগনি কাঠের, আজাইচোর প্রথম শ্রেণীর আসবাব-বিক্রেতা ছাড়া অপর কারও কাছে নিশ্চয়ই এসব কিনতে পাওয়া যায় নি।

সবগুলি কেদারা আর সোফার উপর ফুল-কাটা দামী কাপড়ের ঢাকনা। জানালার এবং বিছানার পর্দাও সেই একই কাপড়ের।

মেরায়া যতক্ষণ ঘরের ভিতর ছিল, ততক্ষণ চক্ষু বুলিয়ে যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে বেশী কিছু পরীক্ষা করে দেখবার সাহস হয় নি। এইবার সে চলে গেল, আমিও আমার অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলাম। বইয়ের আলমারিটা খুলে ফেললাম। কী আশ্চর্য! আমার দেশের সবগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক—কর্নিল, র‍্যাসিন, মলেয়ার, লা-ফন্তেন, রসনার্ড, ভিকতর হ্যুগো, লা মার্তিন; সবগুলি ঐতিহাসিক—মেজারে, স্যাটুব্রায়াণ্ড, থিয়েরি; সবগুলি দার্শনিক—মন্তেল, প্যাস্কাল, লা ব্রুইয়ের; সবগুলি বিজ্ঞানী—কুভিয়ের, বেন্‌দাণ্ট, এলিক দ্য বোমাণ্ট—সবাই রয়েছেন সে-আলমারিতে। উপন্যাসও আছে কয়েকখানি, দেখে গর্ব বোধ করলাম যে তাদের ভিতরে আমার "সমুদ্রের স্মৃতি"ও* স্থান পেয়েছে। দেরাজের টানাতে টানাতে চাবি আছে। আমি একটা একটা করে সবগুলি টানা খুলে দেখলাম। কর্সিকার ইতিহাস একখণ্ড রয়েছে ওতে। ভ্যাণ্ডেটা (বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসা) বন্ধ করার উপায় কী—সে-সম্বন্ধে প্রবন্ধ একটা, ফরাসী-ভাষায় লেখা কবিতা কতকগুলি, ইতালীয় ভাষার সনেট—সব কিছুই পাণ্ডুলিপির আকারে।

* Impress.ous de voyage নামক গ্রন্থ।

আর আমার দরকার নেই। এই যা উপকরণ পেয়েছি—এর উপরে ভিত্তি করেই অনুপস্থিত লুই দ্য ফ্রাঞ্চির রুচি ও চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা আমি করে ফেললাম।

যুবকটি নিশ্চয়ই সদালাপী এবং অধ্যয়নশীল। কর্সিকায় ফরাসী সভ্যতা প্রবর্তনের পক্ষপাতী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উকিল হওয়ার জন্য ফরাসীদেশে সে গিয়েছে কেন, তা এখন বুঝতে পারছি। নিঃসন্দেহে নিজের দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটানোই উদ্দেশ্য তার।

পোশাক পরতে পরতে এই সবই আমি ভাবছি। মাদাম ফ্রাঞ্চিকে যা বলছিলাম—পোশাক আমার সৌষ্ঠবশূন্য না হলেও, ও পরে মজলিসে বসতে যাওয়ার আগে অন্য পাঁচজনের প্রশ্রয় ভিক্ষা করার প্রয়োজন আছে। কালো ভেলভেটের একটা আঁটো কুর্তা হাতার দিকে সেলাই-খোলা। যাতে গরমের দিনে সেই ফাঁক দিয়ে গায়ে হাওয়া লাগতে পারে। জ্যাকেটের গায়ে মাঝে-মাঝে চেরাও বটে, তারই জন্য ভিতরের ডোরাদার রেশমী শার্ট এখানে ওখানে নজরে পড়ে। পাজামার রং জ্যাকেটেরই মত। হাঁটুর নীচে থেকে স্পেনিশ ফ্যাসানের পট্টি জড়ানো, তাতে আবার রঙ্গিন রেশমের কাজকরা। মাথায় পশমী কাপড়ের নরম টুপি, ইচ্ছা করলেই তাকে তুমড়ে চওড়া কিনারা বার করা যায় রোদ আটকাবার জন্য। ভ্রমণকারীদের পক্ষে এই রকম সাজপোশাক যে খুব আরামের, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি।

এই পোশাকে সেজেগুজে আমি সবে তৈরী হয়েছি, এমন সময় দরজা খুলে সেই লোকটিই প্রবেশ করল, এ-বাড়িতে সর্বপ্রথম যে আমাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

সে এসে বলল—তার তরুণ প্রভু মাননীয় লুসিয়েন দ্য ফ্রাঞ্চি সেই মাত্র ফিরে এসেছেন, এবং আমার অসুবিধা না হলে তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ-সম্ভাষণ করতে পারেন।

আমি উত্তর করলাম যে মাননীয় লুসিয়েন দ্য ফ্রাঞ্চির যাতে সুবিধা হবে, আমারও আনন্দ তাতেই। সাক্ষাৎ হলে আমি সম্মানিত বোধ করব।

এক মুহূর্ত পরেই শুনতে পেলাম—তাড়াতাড়ি পা ফেলে কেউ একজন আমার ঘরের দিকে আসছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমি আমার আশ্রয়দাতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি।

দুই

দেখলাম গাইডের কথাই ঠিক। বয়স এঁর কুড়ি একুশই হবে। কালো চুল, কালো চোখ, গায়ের রং রোদে পোড়া তামাটে। লম্বা তো নয়ই, বরং একটু বেঁটেই বলা চলে। কিন্তু অতি সুঠাম পরিপুষ্ট দেহ।

অতিথিকে সম্ভাষণ জানাবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ততাবশতঃ বেশ পরিবর্তন না করেই ভদ্রলোক চলে এসেছেন আমার কাছে। অশ্বারোহীর বেশ তাঁর পরিধানে, সবুজ সুতী খাটো কুর্তা, কোমরে একটা কার্তুজ-ভরা কটিবন্ধ থাকার দরুন চেহারাতে সামরিক ধাঁচ এসে গিয়েছে খানিকটা। ছাই রংয়ের সুতী পাজামা, পায়ে কাঁটাওয়ালা বুট। মাথায় টুপি আঁটো, অনেকটা ফরাসী বাহিনীর আফ্রিকা সৈন্যদের মত।

কটিবন্ধের ভিতর কার্তুজ, বাইরে একদিকে পিস্তল ঝুলছে, অন্যদিকে ঝুলছে জলের বোতল। একটা বন্দুকও আছে, দেখে ইংলণ্ডে তৈরী মনে হল।

বয়স খুবই কম, উপর ওষ্ঠে গোঁফের রেখা দেখা যায় কি যায় না। কিন্তু চমৎকৃত হলাম তার চাল-চলনের বেপরোয়া ভঙ্গী দেখে। দৃঢ় সংকল্পের ছাপ তার চোখে মুখে। করিৎকর্মা লোক সন্দেহ নেই, যে লোক বিপদের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে অভ্যস্ত। সংযত-গম্ভীর, কারণ সে নিঃসঙ্গ। সুস্থির, কারণ সে নিজের শক্তিতে আস্থাশীল।

একপলকেই সে সব কিছু দেখে নিয়েছে—আমার ভ্রমণসঙ্গী প্যাঁটরা, আমার হাতিয়ার, আমার কাপড়জামা—যেগুলি ছেড়ে রেখেছি এবং যেগুলি পরেছি। চোখের চাউনি চকিত এবং নিশ্চিত, যেমনটা হওয়া উচিত এই সব লোকের, যাদের জীবনটাই সর্বদা নির্ভর করে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার উপরে।

"আপনাকে বিরক্ত করলাম না কি মহাশয়?"—এই বলেই সে শুরু করল—"ক্ষমা করবেন—আপনার কোন কিছু দরকার আছে কি না, এইটে জানবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম বলেই—"

একটু থেমে, একটু হেসে বলল—"আসল কথা কি জানেন, মহাদেশ থেকে কেউ কখনও আমাদের দরিদ্র কুটিরে এসে পদার্পণ করলে আমি ভয়ানক ঘাবড়ে যাই। হাজার হলেও আমরা কর্সিকার লোকেরা এখনও অসভ্য।

তাই, সুসভ্য ফরাসীদের কথা ছেড়েই দিই, যে কোন লোককে আমাদের সেই মান্ধাতার আমলের ধরনে আতিথ্য দিতে হলে ভয়ে কাঁপি আমরা। অবশ্য সে প্রাচীন ধরনটি পালটাতে আমরা রাজী নই, কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সবই তো যেতে বসেছে, থাকবার মধ্যে আছে এটুকু এখনও।"

আমি উত্তর করলাম—"মহাশয় অকারণে ভয় পাচ্ছেন। মাদাম ফ্রাঞ্চি যেভাবে চাইবার আগেই আমার সমস্ত চাহিদা পূরণ করেছেন, তার চেয়েও ভালভাবে অন্য কেউ করতে পারত বলে আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া নিজেদের অসভ্য বলে আপনি যে নিন্দাটুকু করলেন, ওকে রহস্য ছাড়া আর তো কিছু মনে করতে পারছি না আমি। এই ঘরখানির ভিতরে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায় যে আপনার ঐ আত্মগ্লানি একান্ত অকারণ। জানালার বাইরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে তবেই আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে আমি বিদেশে এসেছি, ফরাসী রাজধানীতে বসে নেই।"

"ঠিক বলেছেন"—যুবক মৃদু হেসে জবাব দিল—"বলেছেন ঠিকই। এই ঘরখানি ফরাসী রাজধানীর ঘরগুলির আদর্শেই সাজানো বটে। ভাই লুইয়ের ও একটা খেয়াল। ফরাসী ফ্যাশানে বাস করতে সে ভালবাসে। কিন্তু এই ঘর আমার তো সন্দেহ হয় যে এবার যখন সে প্যারি থেকে ফিরবে, তখন ফরাসী সভ্যতার এই দীন অনুকরণ আর তাকে আগের মত তৃপ্তি দিতে পারবে না!"

ও-বিতর্কে যোগ না দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম—"আপনার ভাই কি অনেকদিন থেকেই প্যারিতে আছেন?"

"না, অনেকদিন নয়, দশ মাস মাত্র।"

"শীঘ্র ফিরবেন নাকি?"

"নাঃ, তিন চার বছরের ভিতর তো নয়!"

"মনে হয় আপনাদের দুই ভাইয়ের কখনও ছাড়াছাড়ি হয় নি, এবারে এতদিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে কষ্ট হবে না?"

"নিশ্চয়ই হবে। আমরা শুধু একত্র ছিলাম এতদিন, তাই নয়, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও অতি প্রগাঢ়।"

"তাহলে পড়াশুনা সাঙ্গ হওয়ার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে এসে দেখা করে যাবেন একবার।"

"হয়ত যাবে। সে আমাকে অন্ততঃ বলে গিয়েছে সেই কথা।"

"ধরুন, তিনি যদি নাই আসেন, আপনিও তো একবার সেখানে তাঁকে দেখা দিয়ে আসতে পারেন?"

"আমি ? না, না, আমি কখনও কর্সিকার বাইরে যাই না।"

দেশপ্রেমিক অনেক আছে। তাদের ভিতর আবার অতি-উগ্র দেশপ্রেমিক এক শ্রেণীর রয়েছে, যাদের মনোভাব হল এই যে তাদেরই দেশটি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ধন্য দেশ, পৃথিবীর বাকী অঞ্চলগুলি সব তুচ্ছ। এই অত্যুগ্র মনোভাবটিই লুসিয়েনের উক্তির ভিতর থেকে ফুটে উঠল।

আমি হাসি চাপতে পারলাম না।

তা দেখে লুসিয়েনও হেসে ফেলল। "কর্সিকার মত হতভাগা দেশ ছেড়ে বেড়াতেও যেতে চায় না, এমন আশ্চর্য লোক আপনি দেখেন নি আগে। হাসছেন সেইজন্যই। কিন্তু কী আশা করেন আপনি ? এই মাটিতেই জন্ম আমার, এই সমুদ্রের হাওয়া না হলে আমি বাঁচি না, এই পাহাড়ের কুয়াশায় আমার দৃষ্টি যেমন সজাগ হয়ে ওঠে, এমনটি আর কোন পরিবেশে হয় না। ঝোরা পেরিয়ে, খাড়া চড়াইয়ে চড়ে দুর্গম অরণ্যের গোপন রহস্য আবিষ্কার করে যে আনন্দ আমি পাই, এমন আর কোথাও পাই না। আমরা চাই অনন্ত বিস্তার, আমরা চাই অবাধ স্বাধীনতা। আমায় যদি শহরে যেতে হয়, আমি বোধ হয় মরেই যাব।"

"আমি ভাবছি আপনার আর আপনার ভাইয়ের মনোবৃত্তির ভিতর এতখানি পার্থক্য কোথা থেকে এল।"

"তাকে চাক্ষুষ দেখা থাকলে আরও একটা কথা যোগ করতেন আপনি। আকৃতির এমন হুবহু মিল সত্ত্বেও প্রকৃতি কেমন করে এমন আলাদা হল।"

"দুজনে বুঝি একই রকম দেখতে ?"

"হুবহু একরকম। ছেলেবেলায় বাবা-মা আমাদের জামাকাপড়ে আলাদা আলাদা চিহ্ন দিয়ে রাখতেন, যাতে চিনতে কষ্ট না হয়।"

"তারপর, বড় হলে ?"

"বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রংয়ে একটু সামান্য তফাত দেখা দিল, আর কিছু নয়। অনবরত ঘরে বসে বই পড়া আর ছবি আঁকার দরুন ভাইয়ের রং একটু ফ্যাকাশে হয়ে এল, ওদিকে আমি সারাক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর দরুন আমার রং হয়ে উঠল তামাটে।"

"নিজের চোখে দেখে তফাতের পরিমাণটা পরীক্ষা করবার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আমার। যাওয়ার সময় মাননীয় লুই দ্য ফ্রাঞ্চির কাছে কোন চিঠি দেন যদি আমার হাতে, তাই, পৌঁছাবার উপলক্ষে তাঁকে দেখবার সুযোগ পাব বলে আশা করছি।"

"আপনি যদি দয়া করে সে কষ্ট স্বীকার করেন, কেন দেব না? আনন্দের সঙ্গেই দেব। কিন্তু আপনার পোশাক পরা প্রায় হয়ে এল, আর আমি আরম্ভই করি নি। অথচ আর পনেরো মিনিটের ভিতর আমরা খেতে বসব।"

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—"পোশাক বদলাতে চাইছেন কি আমার খাতিরে?"

উত্তর এল—"তাই যদি হয়, দোষ তো আপনারই। নিজে পোশাক বদল করে আমায় তো আপনিই পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু সে যাই হোক, আমার পরনে রয়েছে ঘোড়ায় চড়ার পোশাক। এটা বদলে পাহাড়ে চড়ার পোশাক তো আমায় পরতেই হবে। নৈশভোজনের পর আমায় যেতে হবে এক জায়গায়। এই কাঁটাওয়ালা বুট জুতো বদলে না গেলে অসুবিধা হবে খুবই।"

"তাই নাকি? ভোজনের পরে বেরুবেন?"

"একজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে।"

আমি হাসলাম।

"না, না, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। বৈষয়িক ব্যাপার এটা।"

"আপনার মনের কথা খুলে বলবেন আমাকে, এমনটা আমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারি না।"

"কেনই বা পারবেন না? আমার লুকোবার কিছু নেই। এমন ভাবে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করি না, যাতে কোনও কিছু লুকোবার প্রয়োজন আমার হতে পারে। প্রণয়িনী আমার কোনদিন ছিল না, থাকবেও না কোনদিন। আমার ভাই যদি বিবাহ করে, তার যদি ছেলেপুলে হয়, তাহলে সম্ভবতঃ আমি বিবাহও করব না। তবে সে যদি না করে বিবাহ, তখন অবশ্য আমায় বিবাহ করতেই হবে, যাতে বংশটা লোপ হয়ে না যায়।"

এইখানে কথা থামিয়ে সে এক চোট হেসে নিল। তারপর আবার বলতে লাগল—"আমি মশাই দস্তুরমত বর্বর একটা। পৃথিবীতে আসতে আমার একটা শতাব্দী দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু এভাবে ক্রমাগত যদি বকরবকর করতে থাকি, তাহলে খাওয়ার আগে পোশাক বদলানো আর হবে না আমার।"

"কিন্তু পোশাক বদলাতে বদলাতেও তো কথা চালিয়ে যেতে পারেন!" —ওকে আমার কয়েক মিনিটের জন্যও ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না—"ঐ

সামনের ঘরটাই তো আপনার! দরজাটা খুলে রাখুন গিয়ে, আপনার ঘর থেকে আপনি কথা বলুন, আমার ঘর থেকে আমি বলি।"

"তার চেয়েও ভাল হয়, আপনি যদি আমার ঘরে আসেন। আমার পোশাকের ঘর ওরই সংলগ্ন। আপনি অস্ত্রশস্ত্র ভালবাসেন তো? আমার অস্ত্রগুলো দেখুন ততক্ষণ, ওদের ভিতর কোন-কোনটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"

আমি তো তাই চাইছিলাম। দুই ভাইয়ের দু'খানি ঘর দেখলে ওদের রুচির পার্থক্য সহজেই আমার চোখে ধরা পড়বে। আমি কি সে-সুযোগ ছাড়তে পারি? সুতরাং লুসিয়েনের মুখ দিয়ে কথা বেরুতে-না-বেরুতে আমি তার সঙ্গ নিলাম।

নিজের ঘরের দরজা খুলে লুসিয়েন আমাকে ঈশারা করল তার অনুগামী হওয়ার জন্য। এক পা ভিতরে ঢুকতেই মনে হল আমি একটা অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়েছি।

সব কিছু আসবাবই পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর। পালঙ্কের চার কোণে চারটি মোটা গোল কারুকার্যখচিত দামী কাঠের খুঁটি, তাদের মাথার উপরে সবুজ ভেলভেটের চাঁদোয়া, সোনালী ফুলের বুটি সেই চাঁদোয়ার গায়ে। ঐ একই কাপড়ের পর্দা জানালাতেও ঝুলছে।

দেয়ালে দেয়ালে স্পেনদেশীয় চামড়ার আবরণ, যেখানে একটু ফাঁক রয়েছে, উঁচু টুলে বা ব্র্যাকেটের উপরে আধুনিক বা মধ্যযুগীয় কোন বিশিষ্ট অস্ত্র রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে। যে লোক এ কক্ষে বাস করে, তার রুচি যে কী ধরনের, তাও কি বুঝতে বাকী থাকে? এর ভাই যেমন শান্তিপ্রিয়, এ তেমনি যুদ্ধবাজ।

পোশাকের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লুসিয়েন বলল—"ভাল করে দেখুন এ-সব। তিন তিনটি শতাব্দীর অস্ত্রশস্ত্রের নমুনা এখানে পাবেন। আমি ততক্ষণ পাহাড়ে-চড়ার পোশাকটা পরে নিই। খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"আপনি যে বলছিলেন কোন কোন অস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সে কোন্‌গুলি? তরোয়াল, না বন্দুক, না ভোজালি?"

"তিনখানা আছে সে-রকম। আগেরটা আগে, পরেরটা পরে ধরুন। প্রথম নম্বর, মনে করুন, ঐ ভোজালি, যেটা আমার বিছানার শিয়রের কাছে রয়েছে। ঐ যে লম্বা হাতল, বাঁটের উপর সীলমোহর আঁকা।"

"হ্যাঁ, দেখেছি। বলুন এইবার।"

"ঐটিই হল স্যাম্পিত্রোর ভোজালি।"

"বলেন কি? সেই কুখ্যাত স্যাম্পিত্রো? ভ্যানিনাকে যে হত্যা করেছিল?"

"হত্যা করেছিল বলবেন না, বলুন ভ্যানিনার উপর প্রতিহিংসা নিয়েছিল।"

"আমার কাছে তো দুটো একরকমই লাগে।"

"কর্সিকার বাইরের লোক যারা—তাদের সকলেরই ঐরকম লাগবে। কর্সিকাবাসীরা অন্য চোখে দেখে স্যাম্পিত্রোকে।"

"সে কথা যাক্। ভোজালিখানা সত্যি তারই তো?"

"দেখুন না স্যাম্পিত্রোর বংশপরিচায়ক অস্ত্রচিহ্ন খোদাই করা আছে ওতে, শুধু বাদ পড়েছে ফ্রান্সের রাজকীয় লিলিফুল। পার্পিপাঁর অবরোধের পরে স্যাম্পিত্রোকে লিলি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় কিনা।"

"তাই না কি! আমি জানতাম না তা। কিন্তু এ ভোজালি আপনার হাতে কি করে এল?"

"আজ তিন শো বছর ঐ ভোজালি আমাদের বংশে রয়েছে। স্যাম্পিত্রো নিজে ওটি দিয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ নেপোলি'য় দ্য ফ্রাঞ্চিকে।"

"উপলক্ষ?"

"উপলক্ষ হল এই। স্যাম্পিত্রো আর আমার ঐ বুড়ো-ঠাকুরদাদা একদা একসাথে জেনোয়াবাসীদের খপ্পরে পড়েন। জেনোয়ার সৈন্যেরা ওত পেতে ছিল, অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁদের উপরে! অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে থাকেন দু'জনে। স্যাম্পিত্রোর শিরস্ত্রাণ খুলে পড়ে যায়—এক অশ্বারোহী শত্রু লোহার মুগুর তোলে তাঁর মাথার উপরে। ঠিক সেই সময়ে বুড়ো-ঠাকুরদা তাঁর ভোজালি ঢুকিয়ে দেন দুশমনের লৌহবর্মের জোড়ের মুখ দিয়ে। আহত হয়ে লোকটা তো ঘোড়া ছুটিয়ে দে দৌড়, কিন্তু ঠাকুরদা আর তাঁর ভোজালি খুলে নিতে পারলেন না তার দেহ থেকে। এত গভীর-ভাবে অস্ত্রটা বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, অত তাড়াতাড়ি তা ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হল না। তখন তাঁর আপসোস দেখে কে! তাঁর বড় শখের হাতিয়ার ছিল ওটা, ক্ষতিটা অপূরণীয় মনে হতে লাগল ভদ্রলোকের। তাঁর শোক দেখে স্যাম্পিত্রো তাঁকে নিজের ভোজালি উপহার দিলেন। খাস স্পেনের তৈরী মশাই! দুটো পাঁচ ফ্রাংক মুদ্রা ওপর ওপর সাজিয়ে এই ভোজালি দিয়ে আঘাত করুন, একসঙ্গে দুটোই কেটে বেরিয়ে যাবে।"

অজ্ঞাত মহিলাকে শ্যাটো রেনোর...আড়াল করে দাঁড়াল...

"বলেন কি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি মেঝেতে দুটো মুদ্রা ওপর ওপর রেখে ভোজালি দিয়ে জোরে আঘাত করলাম। লুসিয়েন বাজে কথা বলে নি। ভোজালি যখন টেনে তুললাম, দুটো মুদ্রাই দুই খণ্ড হয়ে ভোজালির গায়ে আটকে রয়েছে।"

হেসে বললাম—"স্যাম্‌পিত্রোরই ভোজালি এটা সন্দেহ নেই। অবাক্ হচ্ছি শুধু এই ভেবে যে এমন শাণিত অস্ত্র হাতে থাকতে তিনি দড়ির ফাঁস ব্যবহার করেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করবার জন্য।"

"বাঃ, এ অস্ত্র তখন তাঁর হাতে কোথায় ? আমার ঠাকুরদাকে তার আগেই দিয়ে দিয়েছেন না ?"

"ঠিক ! ঠিক"—

"ষাট বছর বয়স তখন। কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে আই-তে ছুটে আসতে হল স্যাম্‌পিত্রোকে—পৃথিবীকে একটা মূল্যবান শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শিক্ষাটা এই যে কোন নারীকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাক গলাতে দেওয়া উচিত নয়।"

আর আমার জবাব দেওয়ার কিছু ছিল না। নীরবে সায় দিয়ে ভোজালিকে যথাস্থানে রেখে দিলাম।

লুসিয়েন তখনও পোশাক পরতে ব্যস্ত। আমি বললাম "অন্য কিছুর কথা বলুন এইবারে। তিনটি জিনিস আছে তো ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান ?"

"পাশাপাশি ঐ দুটি প্রতিকৃতি দেখছেন ?"

"হ্যাঁ, পাওলি আর নেপোলিয়ঁ।"

"ঠিক। পাওলির পাশে একখানি তরোয়াল।"

"ঠিক।"

"তাঁরই তরোয়াল।"

"তাঁরই তরোয়াল ? বলেন কি ? পাওলির তরোয়াল ? এটিও স্যাম্‌পিত্রোর ভোজালির মতই মূল্যবান নিশ্চয়ই।"

"নিশ্চয়। এটিও মালিকের নিজের হাত থেকে পাওয়া। তবে প্রাপক ছিলেন—আমার কোন বুড়ো ঠাকুরদা নয় এক বুড়ী ঠাকুরমা।"

"বলেন কি ? এক মহিলাকে তরোয়াল উপহার ?"

"হ্যাঁ। আপনি শুনেও থাকতে পারেন তাঁর কথা। স্বাধীনতার যুদ্ধের

সময় সুল্লাকারোর কেল্লায় একদা এক মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল হঠাৎ। শুনেছেন ? সঙ্গে তাঁর একটি যুবকও ছিল।”

“না তো। গল্পটা শুনি তাহলে—”

“গল্প অবশ্য ছোট।”

“দুর্ভাগ্য আমার।”

“দুর্ভাগ্য কেন ? লম্বা গল্প বলার সময়ও তো নেই।”

“বলুন তাহলে তাড়াতাড়ি।”

“শুনুন! এই মহিলা আর এই যুবক সুল্লাকারোতে এসে পাওলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। পাওলি তখন কী যেন লিখছিলেন, বলা হল দেখা হবে না। মহিলাটি জেদ করতে লাগলেন, সান্ত্রীরা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাঁকে। গোলমালটা কানে গেল পাওলির, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

মহিলা বললেন—‘আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতে এসেছি।’

‘কী বলতে চান আমাকে ?’ জিজ্ঞাসা করলেন পাওলি।

‘বলতে চাই এই কথা যে আমার দুটি ছেলে! কাল খবর পেলাম যে বড়টি স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। শুনেই আমি ষাট মাইল হেঁটে আপনার কাছে এলাম ছোট ছেলেটিকে আপনার সৈন্যদলে ভরতি করবার জন্য। ঐ সে দাঁড়িয়ে আছে আপনার সমুখে।”

“এ-রকম গল্প এককালে শুধু স্পার্টার মহিলাদের সম্পর্কেই শোনা যেত। এ মহিলাটি কে ?”

“আমার সাক্ষাৎ পিতামহী। পাওলি নিজের তরোয়াল কটি থেকে খুলে আমার ঠাকুরমার হাতে দিলেন।”

“চমৎকার।”

“আমার পিতামহী এ-তরবারি পাওয়ার যোগ্য কি না! কী বলেন আপনি ?”

“নিঃসন্দেহে যোগ্য। কিন্তু ঐ যে তরোয়ালখানা ওদিকে—”

“ঐটি ? ও তো নেপোলিয়ঁর তরোয়াল! পিরামিডের যুদ্ধে ঐটিই ব্যবহার করেছিলেন তিনি।”

“এটিও নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারে ঐ একইভাবে এসেছিল ?”

“নিশ্চয়ই। পিরামিডের যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। এক আহত মামেলুক সর্দারকে ঘিরে একদল মামেলুক সৈন্য তখনও যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত। আমার পিতামহ ছিলেন "গাইড" সেনাদলের একজন সেনানায়ক। নেপোলিয়ঁ তাঁকে আদেশ করলেন ঐ দলটাকে আক্রমণ করতে। আদেশ পালন করে শত্রুদের বিতাড়িত করলেন আমার পিতামহ, তারপর আহত সর্দারকে বন্দী করে নিয়ে এলেন নেপোলিয়ঁর সমুখে। তারপর তরোয়াল যখন কোষে আবদ্ধ করতে যাচ্ছেন, দেখলেন যে মামেলুকদের শাণিত তরবারির বহু আঘাতে তরোয়ালের ফলা এভাবে এঁকেবেঁকে গিয়েছে যে তাকে আর খাপে ঢোকানো সম্ভব হচ্ছে না। পিতামহ তখন তরোয়াল আর খাপ ছুটোকেই ছুড়ে ফেলে দিলেন। বোনাপার্টি তখন নিজের তরোয়ালখানিই দিলেন তাঁকে।"

আমি এক মুহূর্ত নীরব থেকে তারপর বললাম—"আপনারা যত্ন করে নেপোলিয়ঁর অক্ষত তরবারিখানি ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমি হলে আমার ঠাকুরদার ক্ষতবিক্ষত এবড়োখেবড়ো অস্ত্রখানিকেই সগৌরবে দেয়ালে টাঙ্গাতাম।"

"ঐ উলটো দিকে তাকিয়ে দেখুন। নেপোলিয়ঁ ঠাকুরদার ভাঙ্গা তরোয়াল যত্ন করে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর তার হাতলে একখানা হীরা বসিয়ে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওতে খোদাইও করিয়েছিলেন একটা লাইন—পড়ে দেখুন।"

এগিয়ে গেলাম। ছুই জানালার মাঝখানে ভাঙ্গা তরোয়ালখানি রয়েছে। যতটা খাপের মধ্যে ঢোকে, ততখানি আছে ঢোকানো, বাকিটা বেরিয়েই রয়েছে।

কাছে গিয়ে পড়ে দেখি, সেই এবড়োখেবড়ো ফলকের উপরে সহজ অনাড়ম্বর একটি লাইন খোদাই করা আছে।

"পিরামিডের যুদ্ধ, ২১শে জুলাই, ১৭৭৮।"

এইবার সেই ভৃত্যটি দেখা দিল—যে আমাকে সদর দরজায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল, যে এসে তার প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ আমাকে দিয়েছিল।

লুসিয়েনকে সম্বোধন করে সে বলল—"মালিক, মাদাম ফ্রাঞ্চি আপনাকে জানাতে বললেন যে খাবার তৈরী।"

লুসিয়েন বলল—"আচ্ছা, গ্রিফো, তুমি মাকে বল গিয়ে আমরা এক্ষুণি নামছি।"

সঙ্গে সঙ্গে সে পোশাকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এই তার পাহাড়ে চড়ার পোশাক তাহলে? ভেলভেটের ছোট কুর্তা, পাজামা আর পটি।

আগের পোশাকের একটিমাত্র অংশ এখনও তার দেহে দেখলাম—কোমরে সেই কার্তুজ ভরা কোমরবন্ধ।

আমি তখন দুটি বন্দুক পরীক্ষা করছি। সামনা সামনি দেয়ালে ঝোলানো আছে ও-দুটি। দুটিরই কুঁদোর উপরে একই তারিখ খোদাই করা আছে—"২১শে সেপ্টেম্বর—১৮১৯—সকাল ১১টা।"

"এই বন্দুক দুটিরও কি ঐতিহাসিক মূল্য আছে নাকি?"

"আছে। আমাদের কাছে অন্ততঃ। একটি ছিল বাবার।"

সে থামল।

"অন্যটি?"

সে হেসে বলল, "অন্যটি ছিল মায়ের। কিন্তু খাবার দিয়েছে, চলুন, নীচে যাই।"

তিন

"মায়ের বন্দুক।"

নীচে নামতে নামতে লুসিয়েনের ঐ কথাটাই আমি বার বার কানে শুনছিলাম যেন—"মায়ের বন্দুক।"

খাওয়ার ঘরে ঢুকে মাদাম ফ্রাঞ্চিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে হল এবার। প্রথম দর্শনে এ-রকম পর্যবেক্ষণের কোন দরকার দেখি নি বা কৌতূহল বোধ করি নি। তাঁর ছেলে ঘরে ঢুকেই অতিসম্ভ্রমের সঙ্গে মায়ের হস্তচুম্বন করল। মাও সে শ্রদ্ধানিবেদনকে গ্রহণ করলেন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা নিয়ে।

"বড় দেরি করিয়ে দিয়েছি মা, মাফ কর।"

আমি একটি নমস্কার নিবেদন করে বিনীতভাবে বললাম—"দোষটা আমারই। মাননীয় লুসিয়েন এত সব মূল্যবান ঐতিহ্যমণ্ডিত জিনিস আমায় দেখাচ্ছিলেন—কৌতূহলের বশে অনেক প্রশ্নই আমায় করতে হচ্ছিল—ভদ্রতার খাতিরে সেই সবের উত্তর দিতে দিতেই দেরি হয়ে গেল ওঁর।"

মা হাসিমুখে বললেন—"কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? আমিও তো এই মাত্রই নীচে নেমেছি।" তারপর লুসিয়েনকে সম্বোধন করলেন এই বলে—"তোমার কাছে আমি লুইয়ের খবর পাব ভাবছিলাম।"

মাদাম ফ্রাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—"ছেলে কি আপনার অসুস্থ ?"

"লুসিয়েনের তো সেই রকমের আশঙ্কা।"

"চিঠি এসেছে বুঝি ?"

"না, না, চিঠি পাইনি বলেই তো ভাবছি"—এ উত্তর লুসিয়েনের।

"কিন্তু অসুখই হয়েছে, এমনটা ভাবছেন কেন ?"

"ভাবছি এইজন্য যে কয়েক দিন থেকে আমি নিজেই ভাল নেই।"

"ক্রমাগত প্রশ্ন করে করে বিরক্ত করছি আপনাকে, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি ভাল নেই, তাতে তো বোঝা যায় না যে আপনার ভাইও—।"

"কিন্তু আপনি তো শুনেছেন—আমরা যমজ ভাই।"

"হ্যাঁ, তা শুনেছি। গাইড বলছিল আমাকে।"

"কিন্তু এটা শোনেননি বোধ হয় যে জন্মের সময় আমাদের অঙ্গে অঙ্গে জোড়া ছিল ?"

"না, এটা শুনি নি।"

"হ্যাঁ, তাই ছিল। ডাক্তার এসে অস্ত্রোপচার করে আমাদের তুই অঙ্গ পৃথক্ করে। তার ফল হয়েছে ওই। যতদূরেই আমরা থাকি না কেন, নাড়ীতে নাড়ীতে এখনও যোগ রয়েছে আমাদের। শারীরিক হোক বা মানসিক হোক, একজনের ভিতরে কোন ভাবান্তর এলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য জনও তেমনি ভাবান্তর উপলব্ধি করবে। তা হলেই দেখুন, এই যে কয়েকদিন থেকে একান্ত অকারণেই আমার মনটা খারাপ লাগছে, কোন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, এর হেতু একমাত্র এই হতে পারে যে ভাই আমার ভাল নেই। মনটা দমে যাচ্ছে সেই কথা চিন্তা করে। কোন সন্দেহ নেই যে লুই কোন বিশেষ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।"

আমি গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি এই সুস্থ সবল তরুণের দিকে। এই অস্বাভাবিক অবিশ্বাস্য কার্যকারণপরম্পরা তার কাছে যে সম্পূর্ণই স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। আরও অবাক কাণ্ড, ওর মা-ও যেন ঐ একই আজগুবি ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন মাদাম ফ্রাঞ্চিই। বিষণ্ণভাবে ম্লান হাস্য করে তিনি বললেন—"যে আমাদের সমুখে নেই, সেও ভগবানের সমুখে রয়েছে—এইটিই পরম সান্ত্বনা। সে বেঁচে আছে, এতে তোমার সন্দেহ নেই তো ?"

অতি শান্তভাবে লুসিয়েন বলল—"তার মৃত্যু হলে আমি তাকে দেখতে পেতাম।"

"এবং দেখতে পেলে আমায় নিশ্চয়ই বলতে, কেমন বৎস?"

"নিশ্চয়ই! তক্ষুণি! আমি শপথ করে বলছি মা!"

"আচ্ছা, আচ্ছা!"—তারপর তাঁর বোধ হয় খেয়াল হল একান্ত বাইরের লোক আমার পক্ষে এ-ধরনের আলাপ খুবই রহস্যাবৃত মনে হওয়ার কথা। তাই তাড়াতাড়ি এদিকে ফিরে তিনি বললেন—"মহাশয়, আমায় ক্ষমা করবেন। মায়ের মন, বোঝেন তো? দুশ্চিন্তাটা দমন করতে পারছি না। লুই আর লুসিয়েন আমার এই দুটি মাত্র সন্তান, এবং এরাই এ-বংশের শেষ বংশধর। আসুন, আপনি আমার ডান দিকে বসুন।" বাঁ দিকের শূন্য আসন দেখিয়ে তিনি লুসিয়েনকে বললেন—"তুমি এখানে বসো বাবা।"

প্রকাণ্ড লম্বা একখানা টেবিলের এক প্রান্তে আমরা বসেছি তিনজনে। অন্য প্রান্তে ছয়খানা প্লেট সাজানো আছে তাদের জন্য, কর্সিকার ভাষায় যাদের সমষ্টিগত নাম হল 'সংসার'। বড় বড় বাড়িতে প্রভুশ্রেণী এবং ভৃত্যশ্রেণীর মাঝামাঝি যে-লোকগুলি থাকে 'সংসার' বলতে তাদেরই বোঝায়।

রাজসিক আয়োজন টেবিলে। কিন্তু খাব কি, আমার মন খাওয়ার দিকে নেই। কতকগুলি অবাস্তব অনভ্যস্ত চিন্তা আমার মস্তিষ্কে এভাবে আনাগোনা করছে যে—ভূরিভোজের রসগ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হল। ক্ষুধাটা খুব তীব্র রয়েছে, এইজন্য উদরে কিছু কিছু খাদ্য প্রেরণ করতেই হল বটে, কিন্তু ভোজনের আনন্দ তাতে একটুও পেলাম না।

মনে হচ্ছে, আতিথ্যের সন্ধানে এই বিশেষ বাড়িটিতে প্রবেশ করে আমি দৈবাৎ একটা স্বতন্ত্র পৃথিবীতে এসে ঢুকে পড়েছি। এখানে এক স্বপ্নজগতে যেন বিচরণ করছি আমি। এ নারী কী রকম নারী, যে সৈনিকেরই মত বন্দুক ব্যবহার করে? এ ভাই কী রকম ভাই, যে তিনশো লীগ* দূরবর্তী ভাইয়ের ব্যথা-বেদনা সমান অংশে বহন করে এইখানে বসে? এ মা কী রকম মা, যে পুত্রকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেয় যে তার মৃত ভ্রাতাকে দেখতে পেলে সে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কাছে এসে সে-কথা বলবে?

এইসব প্রশ্নই আমার মনে জাগছে অনবরত, মন তন্ময় হয়ে রয়েছে ওদেরই নিয়ে। কিন্তু একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়িনি এখনও। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—টেবিলে বসে এরকম নীরব হয়ে থাকা খুবই অসৌজন্য। শেষ

---

* এক লীগ তিন মাইল।

পর্যন্ত মনকে অবান্তর চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে মাথা তুলে ওঁদের দিকে তাকালাম।

তাকাতেই লুসিয়েন কথা শুরু করল—ঠিক যেন একটা পুরোনো আলাপের খেই ধরে জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে সেই জন্যই কর্সিকায় আসা স্থির করলেন ?"

"দেখতেই পাচ্ছেন। মতলবটা অনেকদিন থেকে মাথায় ঘুরছিল, এবার আর বাস্তবে পরিণত না করে পারলাম না।"

"আর দেরি না করে ভাল করেছেন। যে হারে ফরাসী রুচি আর ফরাসী আচার-আচরণ এদেশে আমদানি হচ্ছে—তাতে আর কয়েক বৎসর পরে যাঁরা 'কর্সিকা' দেখবার জন্য এখানে আসবেন, তাঁরা এখানে 'কর্সিকা' দেখতে পাবেন না।"

আমি জবাব দিলাম—"সত্যিই যদি কোনদিনই সে-রকমটাই হয়, আধুনিক সভ্যতার তাড়া খেয়ে কর্সিকার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যদি দেশের কোন দূরবর্তী কোণে আশ্রয় নিতে বাধ্যই হয়, তবে সে কোণটি কোথায় হবে, তা আমি জানি। সে হবে ট্যাভারো উপত্যকার সার্টেন প্রদেশে।"

লুসিয়েন হেসে ফেলল—"আপনার তাই ধারণা ?"

"কেন হবে না সে ধারণা ? কর্সিকার প্রাচীন আচার-আচরণের জীবন্ত এবং উজ্জ্বল একটি চিত্র যে ঠিক আমার সমুখেই দেখতে পাচ্ছি।"

"তা ঠিক। কিন্তু দেখুন, আমার মা রয়েছেন, আমি রয়েছি, চারশো বছরের পুরাতন আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে, তবু এই বাড়ির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে, ফরাসী সভ্যতার হাতছানি এসে ঢুকেছে এখানে, ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমার ভাইকে সুদূর প্যারিতে, সেখান থেকে সে ফিরে আসবে ঝানু আইনজ্ঞ হয়ে। দেশে এসে সে বাস করবে আজাইচোতে, পৈতৃক বাড়িতে নয় ; সে ওকালতি করবে, হয়ত সরকারি উকিল হবে একদিন, হয়ত সেইসব লোকের বিরুদ্ধেই মামলা চালাবে একদিন, যারা বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসার পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে শত্রুকে স্বহস্তে নিপাত করেছে। অর্থাৎ ব্রতধারী শত্রুঘাতীকে সে সাধারণ নরহন্তার পর্যায়ে নামিয়ে আনবে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাজকে অবশ্যকরণীয় বলে প্রচার করে গিয়েছেন, সেই কাজকেই সে মহাপাপ বলে ঘোষণা করবে, শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে সেই কাজের কাজীকে, ভগবানের বিচার বাতিল করে দিয়ে দেশের বুকে চাপিয়ে দেবে মানুষের বিচার এবং ব্রতধারীকে যে দিন সে বধমঞ্চে তুলতে

পারবে, সেইদিনই দিনান্তে সে এই বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করবে যে—সভ্যতার সৌধ গড়ে তুলবার সাধনায় একখানি পাথর সে যোজনা করতে পেরেছে। হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!"

ভাবাবেগের আতিশয্যে লুসিয়েন আর কথা কইতে পারল না—ভগবানকে ডাকতে ডাকতে সেইভাবে উপর পানে চোখ তুলে চাইল, ঠিক যেভাবে পরাজিত হানিবল* চেয়েছিলেন জামা-যুদ্ধের পরে।

আমি তার ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে চাইলাম—"ভগবান কিন্তু দুই দিকই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন আপনার ভাইকে করেছেন নতুনত্বের পক্ষপাতী, তেমনি আপনাকে করেছেন প্রাচীন যুগের গোঁড়া ভক্ত।"

"প্রাচীন যুগের গোঁড়া ভক্ত? কই আর! আমিও কি এমন সব কাজ করি না—যা ফ্রাঙ্কি বংশধরের যোগ্য কাজ নয়?"

সবিস্ময়ে বললাম—"আপনি? বলেন কী?"

'ভগবান জানেন আমিও। বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি আগে শুনুন আমার দুই একটি কথা। এদেশে আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, আমি জানি। হাসছেন যে? বলব কী আপনার উদ্দেশ্য?"

"বলুন!"

"আপনি দুনিয়া দেখতে বেরিয়েছেন। কলাবিদ্ হোন, কবি হোন, কৌতূহলই টেনে এনেছে আপনাকে। কী আপনি—তা জানি না, জানতে চাইও না। ইচ্ছা হয় যদি, যাওয়ার আগে বলে যাবেন, না হয় বলবেন না। সে কথা যাক—আপনার এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য—গ্রামজীবনের ঐ প্রাচীন প্রথা ভেনডেটা—প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষাকে বংশপরম্পরায় জীইয়ে রেখে, তারই প্ররোচনায় শতাব্দী ধরে হানাহানি করতে থাকা - এই প্রথার প্রত্যক্ষ বিকাশ আপনি দেখতে চান কোন কর্সিকাবাসীর ভিতরে। কর্সিকার নরঘাতক কাউকে আপনি চোখে দেখে যেতে চান—যে ধরনের চরিত্র মেরিমি তাঁর 'কলম্বা' বইয়ে এঁকেছেন।"

কতকটা সায় দেওয়ার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে আমি বললাম—"আমার সে উদ্দেশ্য খুব যে ব্যর্থ হয়েছে, তাও বলতে পারি না। এ গ্রামে তো দেখছি—আপনার বাড়ি ছাড়া অন্য সব বাড়িই কেল্লার মত সুরক্ষিত—।"

"ঠিক! আমার বাড়ি ছাড়া আর সব বাড়িই সুরক্ষিত—। তাইতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমি এ-বংশের মর্যাদা বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছি?

---

* কার্থেজীয় বীর রোমের পরম শত্রু।

এই গ্রামে গত দশ বৎসর ধরে দারুণ একটা হানাহানি চলছে। গ্রামের প্রত্যেকটা লোক হয় এদলে, নয় তো ওদলে। একমাত্র আমিই নির্দলীয়। কোনও দলে নই। আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, কিংবা ঠাকুরদা, কবে তাঁরা যে কোন একটা দলে ভিড়ে যেতেন। আমি এখন কী করছি, জানেন? আমি সালিসি করছি। একজন মারছে ছোরা, আর একজন চালাচ্ছে গুলি, আমি মাঝখানে দু'হাত তুলে দু'জনকেই বলছি, 'থামো! থামো!'—কী বলছিলেন? সার্টেন প্রদেশে এসেছেন দস্যু দেখতে? ঠিক আছে। আসুন আমার সঙ্গে এক্ষুণি। আমি দেখাব দস্যু?"

"বলেন কী? আমাকে সঙ্গে নেবেন?"

"কেন নেব না? আপনার যদি কৌতূহল থাকে, নেব না কেন? যাবেন কি না, সেটা আপনার মর্জির উপরই নির্ভর করে।"

"তা যদি হয়, তাহলে আমি যাবই। আনন্দের সঙ্গেই যাব।"

মাদাম ফ্রাঞ্চি বললেন—"উনি খুব শ্রান্ত আছেন কিন্তু।"

তাঁর অপ্রতিভ ভাব দেখে মনে হল কর্সিকার মধ্যযুগীয় প্রথা ঐ ভেনডেটা* অধুনা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়াতে তাঁর পুত্রের মত তিনিও লজ্জিত।

"তাতে কী হয়েছে মা? আসুন না উনি! এসে দেখুন। পরে যখন প্যারিতে ফিরে যাবেন, সান্ধ্য-মজলিসে যখন কর্সিকার ভেনডেটা আর কর্সিকার নির্মম দস্যুদের নিয়ে পিলে চমকানো গল্পের ফোয়ারা ছুটবে, তখন উনি অন্ততঃ সত্য কথা বলে লোকের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে পারবেন।"

"কিন্তু ঐ যে দশ বৎসরব্যাপী কলহের কথা এই মাত্র বলছিলেন, যার আপোস-মীমাংসার জন্য সালিসি করেছেন আপনি, তার সূত্রপাত হয়েছিল কিসে?"

"সে যাতেই হোক, তাতে কী আসে যায়?" বলে লুসিয়েন—"কলহের ব্যাপারে কারণটার কোন গুরুত্ব নেই, কী পরিণাম হল, সেইটিই মানুষে দেখে। মনে করুন একটা মাছি উড়ে যাচ্ছে কোন একজন মানুষের সমুখ দিয়ে। সেই সূত্রেই মানুষটা হয়ত মরল। এখানে মৃত্যুটারই গুরুত্ব, মাছির নয়। সামান্য মাছির দরুন মরলেও মৃত্যুটা মিথ্যে নয়।"

আমি দেখলাম যে লুসিয়েন দ্বিধাবোধ করছে ইতিহাসটা বলতে। যে ভেনডেটার দরুন সুল্লাকারোর পুরুষেরা গত দশ বৎসর ধরে একের পরে আর একজন ক্রমাগত বলি পড়ছে, তার কারণ সে আমাকে নিজ মুখে বলতে চায়

---

* বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসাব্রত।

না। কিন্তু স্বভাবতঃ যা হয়, তার দ্বিধাই আমার কৌতূহলকে আরও প্রবল করে তুলল।

"সে যাই হোক, ঝগড়াটার একটা কারণ তো অবশ্যই ছিল! তবে সে কারণ যদি গোপনীয় হয়—"

"আরে বলেন কি! গোপনীয় হতে যাবে কেন? ঐ অর্লাণ্ডি কলোনার মধ্যেই বাধে ঝগড়াটা।"

"কী ভাবে?"

"একটা মুরগী মশাই। অর্লাণ্ডির উঠান থেকে একটা মুরগী উড়ে গিয়ে পড়েছিল কলোনার উঠানে। অর্লাণ্ডিরা মুরগী আনতে গেল, কলোনারা বলল মুরগী তাদের। অর্লাণ্ডিরা ভয় দেখাল—বিচারকের কাছে কলোনাদের নামে নালিশ করবে মুরগীর জন্য। তাতে একটা বুড়ী মানে কলোনাদের বুড়ী এমনি রেগে গেল যে মুরগীটাকে ধরে এনে সকলের সমুখেই গলাটা মুচড়ে দিল তার, তারপর প্রতিবেশিনী এক নারীর মুখের উপর সেটা ছুড়ে দিয়ে বলল—"তোদেরই যদি হয় মুরগীটা, যা, খা গিয়ে।" তখন ঐ প্রতিবেশিনীর ভাই মরা মুরগীটার ঠ্যাং ধরে তুলে বুড়ীর মুখের উপর তাই দিয়ে বসাতে যাচ্ছিল এক ঘা। কিন্তু বরাতের ফের—ঠিক সেই সময়ে একটা কলোনা দেখল যে তার বন্দুকে গুলি পোরা রয়েছে, সে গুড়ুম করে গুলি ছুড়ল। মরা মুরগী হাতে নিয়েই অর্লাণ্ডি ছোকরা চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।"

"খুনোখুনির শুরু হল এই ভাবে, অ্যাঁ? এ-যাবৎ কতগুলি খুন হয়েছে এ-বাবদ?"

"নয়জন খুন। জখম আরও—"

"একটা তুচ্ছ মুরগীর জন্য। যার দাম—"

"তাইতো বলছিলাম যে কারণটার গুরুত্ব কিছু নেই। পরিণামই হল বিবেচনার জিনিস।"

"সে কথা যাক, নয়জন মরেছে বলেই কি দশম একজনকেও মরতে হবে?"

"না, তা হবে না। আমি সালিসি নিয়েছি বলেই দশম লোকটা বেঁচে যাবে। চলুন, দেখবেন—"

"ঐ দুটি পরিবারের কোনটি বুঝি আপনাকে অনুরোধ করেছিল?"

"আরে, বলেন কী! মোটেই না। গরজটা হল আমার ভাইয়ের। প্যারিতে বিচারমন্ত্রীর কাছে সে এই বিষয়টা উত্থাপন করেছে। এমন বিরক্তির ব্যাপার মশাই! কর্সিকার এক অজ পাড়াগাঁয়ে কে কী করছে, তা নিয়ে

প্যারির লোকের মাথা ঘামানোর দরকার কী বলুন তো! আর ঐ অঞ্চল-শাসকটি! যত চালাকি তারই! সে কিনা প্যারিতে চিঠি লিখল যে আমি মুখ থেকে একটি কথা বার করলে সঙ্গে সঙ্গেই এই সমূহ বিয়োগান্ত ব্যাপারটা ঝড়ের মুখে ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হবে, এবং সব কিছুই শেষ হবে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' বলে। শাসকের চিঠি পৌঁছোবার পর আমার ভাই তক্ষুণি আমাকে লিখল, সে বিচারমন্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছে যে—এ গোলমালের মীমাংসা আমিই করে দেব। এই হল গিয়ে অবস্থা।"

মাথায় এক প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে অতঃপর লুসিয়েন বলল—"আমার ভাই যখন আমার হয়ে কথা দিয়ে এসেছে, তখন আমাকে সে-কথা রক্ষা করতেই হবে। না করলে তা ফ্রাঞ্চি-বংশের যোগ্য কাজ হবে না।"

"তাহলে সব কিছুই স্থির হয়ে গিয়েছে?"—জিজ্ঞাসা করলাম হতাশ হয়ে। "ভেনডেটা দেখবার ভরসা তা হলে নেই আমার।"

"তাই তো মনে হয়"—বিরক্ত ভাবেই জবাব দেয় লুসিয়েন।

নৈরাশ্য দমন করে উৎসাহ দেখাবার চেষ্টা করতে করতে প্রশ্ন করলাম —"আজ তাহলে ঐ দুই দলেরই ভিতর কোন একটির সর্দারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কথা আছে বুঝি?"

"তাই বটে। অন্য দলপতির সঙ্গে কথা কাল হয়ে গিয়েছে।"

"আজ যার সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে, সে কি অর্লাণ্ডি? না, কলোনা?"

"অর্লাণ্ডি—"

"দেখা হবে কোথায়? অনেক দূরে?"

"ইস্ত্রিয়া কেল্লায়।"

"ইস্ত্রিয়া! গাইড বলছিল—ইস্ত্রিয়ার ধ্বংসাবশেষ নিকটেই।"

"তিন মাইলের মত।"

"তাহলে তিন কোয়ার্টারের ভিতরই পৌঁছানো যেতে পারে?"

"খুব বেশী হয় তো, তিন কোয়ার্টার।"

এতক্ষণে মাদাম ফ্রাঞ্চি কথা কইলেন—"তোমার নিজের পক্ষে তিন কোয়ার্টারই যথেষ্ট বটে লুসিয়েন। তোমার লীলাখেলা সবই পাহাড়ে। কিন্তু তুমি যে রাস্তায় চলবে, সে রাস্তায় ইনি কি চলতে পারবেন?"

লুসিয়েন মাথা নাড়ল—"তা বটে, তাহলে অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা ধরে রাখতে হয়।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাদাম বললেন—"তাহলে আর সময় নেই।"

"তাহলে আমরা যাই, মা ?"

মাদাম হাত বাড়িয়ে দিলেন, আগের মতই সম্ভ্রমের সঙ্গে লুসিয়েন সে হস্ত চুম্বন করল।

লুসিয়েন আমার দিকে ফিরে বলল—"এখনও ভেবে দেখুন! আমার সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে না বেড়িয়ে এখানে বসে ধীরে সুস্থে ভোজটা শেষ করেন যদি তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আগুনে পা গরম করতে করতে চুরুট ধরিয়ে—"

"মোটেই না মোটেই না"—বাধা দিয়ে বলে উঠলাম ব্যস্তভাবে,—"আমাকে দস্যু দেখাতে চেয়েছেন। দস্যু আমি দেখবই।"

* * * *

তৈরি হয়ে নিতে সময় লাগল না বেশী।

প্যারি হতে বেরুবার আগে বিশেষ ধরনের একটি কোমরবন্ধ আমি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম, সেইটি পরলাম এখন। তার একধারে ঝোলানো একটি শিকারের ছোরা, আর একধারে গুলি ও বারুদ। লুসিয়েনের কটিতে কার্তুজ-ভরা ব্যাগ এবং কাঁধে দোনলা ম্যাণ্টন বন্দুক। তার মাথায় চূড়া তোলা টুপি, তাতে সুন্দর ফুলতোলা, সুল্লাকারো-বাসিনী কোন সুন্দরীর হাতের কাজ, সন্দেহ নেই।

গ্রিফো জিজ্ঞাসা করল—"মালিক, আমি কি আসব ?"

"না, দরকার নেই", বলল লুসিয়েন—"তবে ডায়ামান্টিকে ছেড়ে দাও। একটা পাখি-টাখি ধরতে পারবে হয়ত। চাঁদের যা আলো বেরিয়েছে, তাতে দিনের বেলার মতই গুলি চালানো যাবে।"

এক মিনিট পরেই প্রকাণ্ড একটা কুকুর লাফাতে লাফাতে এসে পড়ল আমাদের কাছে। কী তার আনন্দ-কলরব আমাদের সঙ্গে আসতে পেয়ে।

বাড়ি থেকে দশ গজও যাইনি, লুসিয়েন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—"গাঁয়ের ভিতর বলে এসো—পাহাড়ের উপর বন্দুকের আওয়াজ যদি শুনতে পায়, বুঝতে হবে যে গুলি চালাচ্ছি আমি, অন্য কেউ নয়।"

"আমি এক্ষুণি যাচ্ছি মালিক"—বলল গ্রিফো।

আবার এগুতে শুরু করে লুসিয়েন আমাকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা—"এ ব্যবস্থা না করলে বিপদের আশঙ্কা ছিল। আমরা ওদিকে পাখি মারছি, এদিকে সুল্লাকারোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা তারই প্রতিধ্বনি শুনে

হয়ত ভেবে বসবে—আবার লড়াই বেধে গিয়েছে অর্লাণ্ডি আর কলোনাদের ভিতর। দেখতে দেখতে সারা গ্রামে বেধে যাবে হানাহানি।”

আর একটু এগিয়ে আমরা ডাইনে একটা সরু পথ ধরলাম। সে-পথ সোজা পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে।

চার

সবে মার্চ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আবহাওয়া কিন্তু একেবারে নির্মল। সমুদ্রের দিক থেকে একটা স্নিগ্ধ হাওয়া এসে দেহমনকে চাঙ্গা করে না তুলত যদি, রীতিমত গরম লাগবারই সম্ভাবনা ছিল।

কাগ্‌না গিরিশৃঙ্গের পিছনে চাঁদ উঠেছে নির্মেঘ নীল আকাশে। পাহাড়ের পশ্চিম সানু আলোর বন্যায় ঝলকাচ্ছে। কর্সিকা দ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে এই পাহাড়। একই দ্বীপে যেন দুটো স্বতন্ত্র দেশের সৃষ্টি করেছে। সে-দুটো দেশ চিরদিনই পরস্পরকে ঘৃণা করে আসছে। মাঝে মাঝে আক্রমণও করে বসছে তুচ্ছ কারণে।

চড়াই উঠতে উঠতে আমরা কেবলই দৃষ্টি সঞ্চালন করছি। দূরের ছায়াচ্ছন্ন উপত্যকায় কোথায় বইছে স্রোতস্বতী ট্যাভারো, চেষ্টা করছি তাই আবিষ্কার করতে। কিন্তু না, ট্যাভারোর অস্তিত্বের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না কোথাও। যদিও দিগন্তপানে বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছি শান্ত স্থির ভূমধ্যসাগরের জলরাশিকে একটা অন্তহীন মসৃণ ইস্পাতের আয়নার মত।

রাত্রির নিজস্ব কতকগুলি আওয়াজ আছে। হয়ত দিনের বেলায় অন্য হাজার আওয়াজের তলায় এগুলি চাপা পড়ে থাকে, হয়ত বা এগুলি আরম্ভই হয় নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে। সে যাই হোক, লুসিয়েন এ সবে চিরদিন অভ্যস্ত, তার উপরে এরা কোন প্রভাব বিস্তার করছে বলে তো মনে হল না। কিন্তু আমি ? নবাগত এই নগরবাসীর কানে এসব অভিনব শব্দ পরম বিস্ময়ের বস্তু বলেই লাগছে যেন, বিস্ময় থেকে শিহরণ, অন্তরকে করে তুলছে আগ্রহে উন্মুখ।

একটি তেমাথায় এসে পড়েছি, লুসিয়েন থামল। একটা পথ যেন পাহাড়কে বেড় দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ঘুরে ঘুরে ; অন্যটা খাড়া উঠে গিয়েছে

উপরে। এত ক্ষীণ এই দ্বিতীয় পথরেখাটি, চোখে পড়ে কি পড়ে না। লুসিয়েন জিজ্ঞাসা করল—"পাহাড়ে চড়তে পা ঠিক থাকবে তো ?"

আমি উত্তর কবলাম—"পা ঠিক থাকবে। কিন্তু ঠিক থাকবে না মাথা।"

"মানে মাথা ঘুরে উঠবে ?"

"বোধ হয়। গভীর খদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।"

"তাহলে এই পথটাই নেওয়া যাক। বন্ধুর বটে, কিন্তু খদ নেই।"

"বন্ধুর ? তা হোক।"

"আর, এপথে গেলে অন্ততঃ তিন কোয়ার্টার সময় বাঁচবে।"

"তবে আর কি, এই পথেই যাব আমরা।"

হোলি গাছের একটা কুঞ্জ, লুসিয়েন তার ভিতর ঢুকল। আমিও অনুসরণ করলাম তার। ডায়ামান্টি পঞ্চাশ ষাট গজ আগে চলছে ঝোপঝাড় পরীক্ষা করতে করতে। মাঝে মাঝে পথের পরে ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে—ভাবে ভঙ্গীতে বলতে চায়—"নির্ভয়ে চলে এস। বিপদের কিছু ভয় নেই, থাকলে আমি টের পেতাম।"

প্যারিতে দেখেছি—উঁচু পদের কর্মচারীরা ঘোড়াকে দুইভাবে খাটায়। সকালে গাড়িতে জুড়ে অফিসে যায়, বিকালে পিঠে চড়ে সামাজিকতা করে বেড়ায়। এই ডায়ামান্টিও দেখছি সেই রকম। এ দোপেয়ে দস্যু এবং চারপেয়ে বরাহকে সমানভাবেই শিকার করতে অভ্যস্ত।

লুসিয়েনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার ধারণা ঠিক কিনা।"

"উঁহুঁ, আপনার ভুল হয়েছে"—বলে লুসিয়েন—"ডায়ামান্টি মানুষকে আর জানোয়ারকে সমানভাবেই শিকার করতে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু যে সব মানুষের উপর তার তাক, তারা দস্যু নয় মোটেই। তারা হল সেই তিনমুখো সম্প্রদায়—এক মুখ হল সৈনিকের, অন্য মুখ হল অশ্বারূঢ় পুলিসের, তৃতীয় মুখ আবার স্বেচ্ছাসৈনিকের।"

"তাহলে ডায়ামান্টি কি ডাকাতের কুকুর ?"

"ঠিক ধরেছেন। ওর প্রভু ছিল এক অর্লাণ্ডি। অনেকদিন তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল বনে জঙ্গলে। পলাতক অবস্থায় রুটি আর গুলিবারুদের অভাব স্বভাবতঃই হয়, আমি মাঝে মাঝে তাকে ঐসব পাঠাতাম। লোকটি মারা পড়ল এক কলোনার হাতে। পরদিন ডায়ামান্টি চলে এল আমার কাছে। মাঝে মাঝে আগেও এসেছে আমার বাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য। কাজেই বাড়িটা চেনা ছিল।"

আমি বললাম—"কিন্তু ডায়ামান্টি ছাড়াও আরও একটা কুকুর যেন চোখে পড়ল, আমার ঘর থেকে ?"

"আছে, আরও একটা কুকুর আছে—ব্রুস্কো। তার মালিক আবার ছিল এক কলোনা। সে মারা পড়ে এক অর্লাণ্ডির হাতে। আমি করি কী, শুনবেন ? কোনও কলোনার কাছে যখন যাই, তখন সঙ্গে নিই ব্রুস্কোকে, আর, যখন দেখতে যাই কোন অর্লাণ্ডিকে, তখন আমার সাথী হয় ডায়ামান্টি। ভুল করে যদি কেউ এক সাথে ঐ দুটো কুকুরের শিকল খুলে দিয়ে বসে, তবে কামড়াকামড়ি করে ওরা দুটোই মরবে।"

একটু থেমে, একটু তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন—"হ্যাঁ, মানুষ বিবাদ করে, আবার বিবাদ মেটায়ও। বিবাদ মিটিয়ে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করে, গির্জায় গিয়ে একসাথে উপাসনাও করে। কিন্তু কুকুরেরা একবার বিবাদ করলে কখনও আর এক গামলা থেকে খাবার খাবে না।"

"সত্যিকার কর্সিকার জলহাওয়ায় মানুষ আপনার কুকুর দুটি"—হেসে বললাম আমি—"কিন্তু ডায়ামান্টির কথা উঠবার পর থেকেই আর ডায়ামান্টিকে দেখতে পাচ্ছি না। বড্ডো বিনয়ী, এ্যাঁ ? নিজের প্রশংসা শুনলে লজ্জা পায় ? গেল কোথায় ও ?"

"ব্যস্ত হবেন না। ও কোথায়, তা আমি জানি।"

"কোথায় ?"

"লী-মাচিওতে।"

কোথায় লী-মাচিও—জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছি, এমন সময় একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। ডাক না বলে তাকে কান্না বলাই উচিত—এত দুঃখের, এত একটানা, এমন বুকফাটা সেই কান্না যে আমি হঠাৎ কেঁপে উঠলাম আশঙ্কায়, লুসিয়েনের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কী ?"

"কী আর ? ডায়ামান্টি কাঁদছে।"

"কাঁদছে ? কার জন্য কাঁদছে ?"

"ওর প্রভুর জন্য। ও তো মানুষ নয় যে প্রভু বেঁচে নেই বলেই তাকে ভুলে যাবে !"

বললাম—"বুঝেছি।"

আর একবার কেঁদে উঠল ডায়ামান্টি এই সময়—আরও একটানা, আরও মর্মান্তিক। আরও বুকভাঙ্গা কান্না।

"বুঝেছি ওর প্রভু শত্রুর হাতে মারা পড়েছিল, সেই জায়গারই কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।"

"ঠিক। আমাদের পিছনে ফেলে ডায়ামান্টি লী-মাচিওতে গিয়েছে।"

"লী-মাচিওতে বুঝি তার কবর?"

"হ্যাঁ, কবরই বলুন, বা স্মৃতিস্তম্ভই বলুন। এদেশের রীতি এই যে কোন লোক নিহত হলে, কবরের পাশ দিয়ে যে কেউ হেঁটে যাবে, সেই কবরের উপরে রেখে যাবে একটুকরো পাথর বা একখানা গাছের ডাল। এর ফল এই দাঁড়ায় যে অন্য লোকের কবর কালক্রমে ধুলোয় মিশে গেলেও, ভেনডেটার বলি যারা, তাদের কবরের কলেবর দিনে দিনে বেড়েই চলে। যেমন বেড়ে চলে তাদের জীবিত আত্মীয়দের প্রতিহিংসার স্পৃহা।"

তৃতীয় বার শোনা গেল ডায়ামান্টির কান্না! এবার এত নিকটে যে সব কিছু শুনে জেনেও আমি আর একবার শিউরে উঠতে বাধ্য হলাম। আর তার পরেই, পথের বাঁক ঘুরতেই আমাদের বিশ গজ সমুখে দেখতে পেলাম চার পাঁচ ফুট উঁচু সাদা একটা পাথরের ঢিবি, সমাধিস্তম্ভ। এরই নাম লী-মাচিও।

এই অদ্ভুত স্মৃতিস্তম্ভের সমুখে ডায়ামান্টি বসে আছে, হাঁ করে গলা বাড়িয়ে। লুসিয়েন একটি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে মাথার টুপি খুলে লী-মাচিওর নিকটবর্তী হল।

হলাম আমিও। প্রতি পদে লুসিয়েন যা করছে, আমিও তাই করছি।

স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে সে ওক-গাছের ডাল ভেঙে নিল একখানা। তারপর প্রথমে স্তম্ভের উপরে ফেলে দিল পাথর, তারপরে দিল ডাল। তারপর তাড়াতাড়ি বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ক্রসের চিহ্ন আঁকল একটা। খাঁটী কর্সিকার রীতি। স্বয়ং নেপোলিয়ঁকেও সংকটের সময়ে এই রকম চিহ্ন আঁকতে দেখা গিয়েছে।

লুসিয়েন যা করছে, আমিও তাই করছি।

তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলাম—নীরবে, চিন্তাকুল চিত্তে। ডায়ামান্টি পিছনেই বসে রইল। প্রায় দশ মিনিট পরে তার শেষ হাহাকার শুনতে পেলাম আমরা। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে মাথা এবং লেজ নীচু করে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল। প্রায় একশো গজ এগিয়ে

আবার খুজতে লাগল ঝোপঝাড় আঁধার বনছায়া, দুপেয়ে বা চারপেয়ে গুপ্ত শত্রুর সন্ধানে !

* * *

পথ চলতেই থাকলাম। লুসিয়েন যা বলেছিল, তা ঠিক। পথ ক্রমেই দুরারোহ হচ্ছে, দুরূহ চড়াই।

বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম ; বুঝতে পারছি, দুটো হাতই এখন দরকার হবে বেয়ে উঠবার জন্য। আমার পথপ্রদর্শকের কথা কিন্তু আলাদা। সে এমন নির্লিপ্তভাবে পথ চলছে যেন গিরিগাত্রের দুর্গমতা তার নজরেই আসেনি। পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে কয়েক মিনিট পরে আমরা একটা সমতল চত্বরে এসে পৌঁছুলাম, তার মাথার উপর চারদিকে ভাঙ্গা দেওয়াল। ইস্ত্রিয়া কেল্লার প্রাচীর এইগুলি, যে ইস্ত্রিয়া আমাদের গন্তব্যস্থান আজকার এই নৈশ অভিযানে।

আরও পাঁচ মিনিট চড়াই উঠতে হল, আরও খাড়া, আরও দুর্গম। সবচেয়ে উঁচু ধাপে উঠে লুসিয়েন হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে তুলল।

"প্যারিতে বাড়ি হলে কি হবে, পাহাড়-চড়াতে আপনি আনাড়ি নন।"

"না। তা নই। এ-রকম অভিযান আমি আগেও করেছি।"

"না কি ?"—লুসিয়েন হেসে ফেলল, "প্যারির মণ্টমার্টার পাহাড়ে বুঝি ?"

"তা তো বটেই! কিন্তু মণ্টমার্টার ছাড়াও আরও কোন কোন পাহাড়ে চড়েছি আমি, যথা—রিগি, ফ্রাউল হর্ন, জেমি, ভিসুভিয়াস, ষ্ট্রম্বোলি, এটনা।"

"কী মুশকিল ! তাহলে তো আপনিই এখন আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শুরু করবেন দেখছি। আমি তো এক মণ্ট রোলোণ্ডো ছাড়া আর অন্য কোন পাহাড়েই চড়িনি ! যাই হোক, এসে পৌঁছেছি আমরা। চার শতাব্দী আগে আপনি এখানে পৌঁছুলে আমার পূর্বপুরুষেরা সিংহদ্বার খুলে দিয়ে আপনাকে বলতেন—"স্বাগত ইস্ত্রিয়া দুর্গে।" আজ তাঁদের বংশধর শুধু এই ভগ্ন প্রাচীর দেখিয়ে আপনাকে বলতে পারে—"স্বাগত এই ধ্বংসস্তূপে।"

"তাহলে কি এই দুর্গ ভিসেণ্টেলো ডা ইস্ত্রিয়ার মৃত্যুর পর থেকে আপনাদের অধিকারেই রয়েছে ?"

"না, তা নেই"—লুসিয়েন তাড়াতাড়ি জবাব দিল—"আমাদের অধিকারে এ-দুর্গ আসেনি কখনও। কিন্তু এর শেষ অধিকারিণী ছিলেন সেই

বিখ্যাত স্যাভিলিয়া, লুসিয়েন দ্য ফ্রাঞ্চির বিধবা পত্নী। আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে—ঐ লুসিয়েন আমাদের পূর্বপুরুষ।"

"এই মহিলার সম্বন্ধে একটা ভয়াবহ গল্প প্রচলিত আছে না?"—একটু ইতস্ততঃ করেই জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"তা আছে। দিনের বেলা হলে এখান থেকেই আপনি দূরে আর একটা ধ্বংসস্তূপ দেখতে পেতেন, ঐটি ছিল সেনর দ্য গাইদিস-এর বাড়ি। স্যাভিলিয়া যেমন লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন, ঐ গাইদিস তেমনি ছিল সর্বসাধারণের ঘৃণার পাত্র। স্যাভিলিয়া যেমন ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী, গাইদিস ছিল আবার তেমনই কুশ্রী। এখন নিয়তি খণ্ডাবে কে! স্যাভিলিয়া বিধবা হওয়ার পরে গাইদিস তাঁকে বিবাহ করতে চাইল। স্যাভিলিয়া ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেই গাইদিস শাসিয়ে খবর পাঠাল—স্বেচ্ছায় বিবাহ না করলে, স্যাভিলিয়াকে সে বাহুবলে ধরে নিয়ে যাবে। এখন সত্যিই গাইদিসের লোকবল ছিল স্যাভিলিয়ার চাইতে বেশী, যুদ্ধ হলে স্যাভিলিয়ার জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। তাই তিনি নিলেন কৌশলের আশ্রয়। যেন নিমরাজী হয়েছেন এইরকম ভাব দেখিয়ে গাইদিসকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন এই দুর্গে এসে খানাপিনা করবার জন্য। মূর্খ গাইদিস ফাঁদে পা দিল। সে যে ভয় দেখিয়ে ভালবাসা আদায় করতে গিয়েছে, একথা ভুলে গিয়ে একটি মাত্র সহচর সঙ্গে নিয়ে হাজির হল ইস্ত্রিয়ায় এসে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন স্যাভিলিয়া।"

"গাইদিসের সহচরেরা ইস্ত্রিয়া আক্রমণ করতে সাহস পায় না, কারণ স্যাভিলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে সে রকম কোন চেষ্টা হলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ যাবে গাইদিসের।

দীর্ঘদিন গাইদিসকে কাটাতে হল স্যাভিলিয়ার কারাগারে। তাকে প্রাণে না মেরে বাঁচিয়ে রাখাটা যে কত বড় ভুল হয়েছে, তা টের পেলেন স্যাভিলিয়া বড় বিলম্বে। এক দাসীর গোপন সাহায্যে গাইদিস মুক্তিলাভ করল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রভূত সৈন্য নিয়ে এসে আক্রমণ করল ইস্ত্রিয়া। যুদ্ধে পরাজিত এবং বন্দী হলেন স্যাভিলিয়া। গাইদিস এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করে তাঁকে রেখে দিলেন রাস্তার উপরে। সেইখানেই কয়েকদিন লাঞ্ছনা যন্ত্রণা সহ্য করবার পরে মৃত্যু হল স্যাভিলিয়ার।"

ততক্ষণে কথা বলতে বলতে আমরা ভগ্ন দুর্গের চত্বরে এসে পৌঁছে গেছি। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা বন্যাস্রোতের মত এসে প্লাবিত করে

ফেলেছে সেখানটা। দেয়ালের ঠিক তলায় বিরাজ করছে গাঢ় অন্ধকার, তারই দিকে তাকিয়ে লুসিয়েন বলে চলেছে সুদূর অতীতের ব্যথা-বেদনার কাহিনী।

"স্যাভিলিয়ার মৃত্যুতে শুরু হল যে ভেনডেটা, তার সমাপ্তি ঘটেছে চার শো বছর পরে, আমার বাবার আমলে। আমাদের বাড়িতে দুটো বন্দুক পাশাপাশি দেখেছেন, দুটোতেই একটা তারিখ খোদাই করা আছে—১৮১৯-এর ২১শে সেপ্টেম্বর, বেলা ১১টা। ঐ তারিখেই গাইদিস বংশের শেষ দুই বংশধর মারা পড়ে, একজন আমার বাবার গুলিতে, অন্যজন আমার মায়ের গুলিতে।"

"পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করছিলেন ওঁরা ?"—জিজ্ঞাসা না করে আমি পারলাম না।

"মোটেই না। শুনুন তবে ঘটনাটা। গাইদিস বংশে ১৮১৯ সালে জীবিত রয়েছে দুটি ভাই। আমাদের বংশে একমাত্র বংশধর আমার পিতা। ঐ ২১শে সেপ্টেম্বর বাবাকে সার্টেন যেতে হয়েছিল। তিনি ফিরে আসবেন অলমেডো রোড ধরে। গাইদিসদের একজন সেই রাস্তার ধারে জঙ্গলে লুকিয়ে রইল, আড়াল থেকে গুলি করবার জন্য। অন্য গাইদিস লোকজন নিয়ে এসে সেই ২১শে সেপ্টেম্বরের সকাল বেলাতেই আক্রমণ করল সুল্লাকারোতে আমাদের বাড়ি। বাবা গৃহে নেই, অরক্ষিত পুরী দখল করে ধ্বংস করার চমৎকার সুযোগ।

সুযোগ কিন্তু দুর্যোগে পরিণত হল ওদের। বাবা ছিলেন সতর্ক। অলমেডো রাস্তায় গাইদিসটা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন। ফলে গাইদিস বন্দুক ছুড়বার আগেই বাবার বন্দুক থেকে গুলি ছুটল, গাইদিস মারা পড়ল। বাবা পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন বেলা ঠিক এগারোটা।

ঠিক সেই সময়ে সুল্লাকারোর বাড়িতে দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে মাও তাঁর বন্দুক ছুড়েছেন। নীচে দ্বিতীয় গাইদিস বাড়ির দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে লোকজন নিয়ে। কয়েক শো মানুষের ভিতর থেকে মায়ের গুলি ঠিক গাইদিসটাকে বেছে বার করল। মাটিতে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মা মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের গায়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন—দেখলেন বেলা ঠিক এগারোটা।

স্যাভিলিয়ার মৃত্যুর প্রতিহিংসাব্রত উদ্‌যাপন হল চার শো বছর পরে,

একই দিনে, একই মুহূর্তে গাইদিসের দুই ভাইই যমালয়ের অতিথি হল। ঘটনাটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য বাবার আর মায়ের বন্দুক দুটিতে ঐ তারিখটা খোদাই করে পাশাপাশি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একই জায়গাতে।

ঐ স্মরণীয় তারিখের ঠিক সাত মাস পরে আমাদের জন্ম হল—আমার ভাই লুইয়ের এবং আমার। এমন মাতাপিতার পুত্র হয়ে ভাই লুই কেমন করে দার্শনিক হল, তা জানেন শুধু ভগবান।"

ঠিক সেই সময়।

মাঝে মাঝে ছায়া, মাঝে মাঝে চাঁদের আলো।

চাঁদের আলোয় ঝলমল একটা বিশেষ জায়গায় পড়ল একটা মানুষের ছায়া। একটা মানুষের আর একটা কুকুরের! দস্যু অর্লাণ্ডির আসবার কথা রাত্রি নয়টায়। এ সেই অর্লাণ্ডি, আর তার সঙ্গে ডায়ামান্টি।

ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই বলতেন—"সময়ানুবর্তিতাই রাজাদের সৌজন্য।" এই অর্লাণ্ডি মশাইয়েরও মত বোধ হয় তাই। কারণ তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন কি না দাঁড়িয়েছেন, সুল্লাকারোর গির্জার ঘড়ি ঢং ঢং করে নয়টা বাজিয়ে দিল। সৌজন্যের দিক্ দিয়ে পর্বতের এই রাজা চতুর্দশ লুইয়ের চেয়ে খাটো নন।

অর্লাণ্ডিকে দেখে আমরা দুইজনে উঠে দাঁড়ালাম।

দস্যু বলল—"আপনি তো দেখছি একা নন, মাননীয় লুসিয়েন।"

"তাঁর জন্য কোন চিন্তার কারণ নেই অর্লাণ্ডি। ইনি আমার এক বন্ধু। স্বভাবতঃই আমার মুখ থেকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই ইনি শুনেছেন, আর শুনেই আগ্রহ বোধ করেছেন তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য। তাঁকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না বলেই মনে হয়েছিল আমার।"

আমাকে নমস্কার করে দস্যু বলল—"এদেশে মহাশয়কে স্বাগত জানাই!"

আমিও যথাসম্ভব বিনীতভাবে প্রতি-নমস্কার জানালাম!

অর্লাণ্ডি বলল—"আপনারা অনেকক্ষণ এসেছেন?"

"তা কুড়ি মিনিট হল।"

"ঠিক। মাচিওতে ডায়ামান্টি যখন কাঁদছিল, আমি শুনেছি। তার পরই সে আমার কাছে এল, ঠিক পনেরো মিনিট আগে। কী চমৎকার বিশ্বাসী কুকুরটি, মসিয়ঁ লুসিয়েন?"

ডায়ামান্টির মাথায় আদরের চাপড় মারতে মারতে লুসিয়েন বলল—"তুমি ঠিক বলেছ অর্লাণ্ডি, চমৎকার বিশ্বাসী জীব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কুড়ি মিনিট আগেই লুসিয়েন এখানে পৌঁছে গেছেন—এ যদি আপনার জানা ছিল, তাহ'লে আপনি আগেই এখানে এলেন না কেন?"

"কেন আসব?" দস্যু বলল—"আমাদের সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল রাত্রি নয়টায়। নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট পরে এলেও সময়ানুবর্তিতা ভঙ্গ হয়, ভঙ্গ হয় পনেরো মিনিট আগে এলেও।"

"তুমি কি আমাকে ঠেস দিয়ে কথা কইচ?"—হেসে জিজ্ঞাসা করল লুসিয়েন।

"না না, তা কেন কইব? আপনার একজন সঙ্গী রয়েছেন, তাঁর দরুনই আপনাকে আগে আসতে হয়েছে, তাতে সন্দেহ কী? আপনাকে তো আমি জানি। সময়ানুবর্তিতায় আপনি কারও চেয়ে কম নন। আমি জানব না তো জানবে কে? আমার জন্য আপনি কম অসুবিধা ভোগ করেছেন না কি?"

"তার জন্য আর ধন্যবাদ দিতে হবে না, অর্লাণ্ডি! সে-পালা তো শেষ হতে চলল বোধ হয়।"

"ও সম্বন্ধে তো আলোচনা করবার দরকার আছে, মসিয়ঁ লুসিয়েন।"

"তা আছে বই কি! আমরা যদি আড়ালে যাই একটু—"

"তাই চলুন।"

লুসিয়েন আমার দিকে ফিরে বলল—"আপনি কিছু মনে করবেন না তো?"

"আরে, না, না—"

ভাঙ্গা দেয়ালের যে ফাঁক দিয়ে অর্লাণ্ডি এসেছিল, সেই ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে গেল ওরা দু'জন। জ্যোৎস্নার ধারা যেন তরল রজতের মত ঝলমল করতে লাগল ওদের দেহের উপর। এতক্ষণে অর্লাণ্ডির দেহসৌষ্ঠব ভাল করে চোখে পড়ল আমার।

দীর্ঘকায় লোকটি, লম্বা দাড়ি মুখে। পোশাক-আশাক ঠিক ফ্রাঞ্চির মত। তফাত শুধু এই যে অর্লাণ্ডির পোশাক পুরানো এবং জীর্ণ। ঝোপ-ঝাড়ের ঘষা লেগে বিবর্ণ হয়েছে, কাঁটাবনের ভিতর দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ছিঁড়েও গেছে। তার উপর মাটিতে পড়ে ঘুমানোর দরুন ধুলোবালি তো যেখানে সেখানে লেগেছেই।

কী কথা ওরা কইছে, তা বোঝা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কারণ তারা অন্ততঃ বিশ গজ দূরে রয়েছে। তা ছাড়া যে-ভাষায় ওরা কথা কইছে, তা কর্সিকার একটা গ্রাম্য ভাষা, যা আমার বোধগম্য নয়।

কিন্তু কথা না বুঝি, ভাবভঙ্গী তো বোঝা যায়! অর্লাণ্ডি যেন উত্তেজিত। হাত-পা নাড়ছে জোরে আর মুহুর্মুহুঃ। লুসিয়েনের যুক্তি যেন খণ্ডন করতে চাইছে সে। লুসিয়েন কিন্তু ধীর, সংযত। তার কোন কথায় এতটুকু উত্তাপ নেই, স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ভাবেই সে চেষ্টা করছে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য।

অবশেষে অর্লাণ্ডির হাত-পা নাড়া বন্ধ হল, তার গলার স্বরও নীচু পর্দায় নেমে এল ক্রমশঃ। শেষ পর্যন্ত কী একটা কথা বলে সে মাথা নোয়াল এবং তার পরই হাত বাড়িয়ে দিল লুসিয়েনের হাতের দিকে।

আলোচনা বোধ হয় শেষ হল। কারণ তারা আমার দিকেই আসছে।

লুসিয়েন বলল—"প্রিয় অতিথিমশাই, আমাদের অর্লাণ্ডি এসেছেন আপনার করমর্দন করে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য।"

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম—"কিন্তু ধন্যবাদটা কিসের?"

"আপনি ওঁর পক্ষে জামিন থাকতে রাজী হয়েছেন বলে। আমি কথা দিয়েছি যে আপনি জামিন হবেন।"

"আপনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন আমারই কথা দেওয়া হয়েছে, যদিও ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না।"

আমি হাত বাড়িয়েই ছিলাম, অর্লাণ্ডি আঙ্গুল দিয়ে তা স্পর্শ করল মাত্র।

লুসিয়েন বলল—"এইবার প্যারিতে ফিরে গিয়ে আপনি আমার ভাইকে বলতে পারবেন যে সবকিছু গোলমালই তার ইচ্ছা অনুযায়ী মীমাংসা হয়ে গিয়েছে এবং চুক্তিনামায় আপনি নিজেই সই করেছেন।"

"চুক্তি? কী চুক্তি? বিয়ের না কি?"

"না, আপাততঃ নয়। তবে হতে কতক্ষণ?"

একটা তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল অর্লাণ্ডির ওষ্ঠের উপর দিয়ে। সে গম্ভীর হয়ে বলল—"আপনি শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব। শান্তি স্থাপিত হোক। কিন্তু সম্পর্ক স্থাপনের কোন কথা ওঠেনি। দলিলে ও কথা লেখা হবে না।"

"না, না, দলিলে ও-কথা লেখা হবে কেন? ওসব জিনিস লেখা হয় শুধু ভবিতব্যের কেতাবে। যেতে দাও, যেতে দাও, অন্য কথা বল এখন।"

আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—"আমরা যখন ওদিকে কথা কইছিলাম, তখন একটা তিতির পাখির ডাক শুনেছিলেন ?"

"একবার যেন মনে হয়েছিল—করর-করর ডাক শুনছি একটা। তারপরই ডাকটা থেমে গেল, আমি ভাবলাম ভুল শুনেছি আমি।"

"না, ভুল আপনার হয় নি। শো-খানিক গজ পিছনের ঐ বড় বাদাম গাছটাতে একটা তিতির লুকিয়ে আছে! ঐটে দিয়েই কাল পিত্তরক্ষা করব আমরা।"

অর্লাণ্ডি বলল—"কখন ওটাকে গুলি করে নামাতাম! কেবল ভয় পাচ্ছি এই ভেবে যে গ্রামের লোক বন্দুকের আওয়াজ পেলেই মনে করবে যে গুলি যার উপর ছোড়া হচ্ছে, সে তিতিরের মত সামান্য জীব নয়।"

"আমি সেদিকের আটঘাট বেঁধে এয়েছি।"—বলল লুসিয়েন। এতক্ষণ সে বন্দুকে গুলি ভরছিল। বন্দুক কাঁধে ফেলে বলল—"প্রথম গুলি আপনি করুন।"

"না, না"—আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—"তার দরকার নেই। আপনার মত ওস্তাদ বোধ হয় আমি নই বন্দুক পিস্তলের ব্যাপারে। আমার সহযোগিতা যাওয়ার সময় পাবেন।"

এর পর হল এক মজার ব্যাপার। অর্লাণ্ডি করর-করর করে এমন সুন্দর অনুকরণ করতে লাগল তিতিরের ডাক যে গাছের তিতিরটা সত্যিই ভাবল—তার কোন সাথী তাকে ডাকছে। সঙ্গলোভে সে-বেচারী গাছের আশ্রয় ত্যাগ করে যেই খোলা আকাশে দেখা দিয়েছে—

গুড়ুম! পাখিটা পড়ে গেল ঝোপের ভিতর। ডায়ামান্টি তাকে মুখে করে নিয়ে এলে, দেখা গেল তিতিরের বক্ষ ভেদ করে চলে গিয়েছে লুসিয়েনের গুলি।

"তাহলে অর্লাণ্ডি! কাল!"

"হ্যাঁ, মসিয় লুসিয়েন, কাল!"

"তোমার দেরি হবে না, জানি। ঠিক সকাল দশটায়, তুমি, তোমার বন্ধুরা, তোমার আত্মীয়েরা সবাই গ্রামের রাস্তার শেষপ্রান্ত দিয়ে ঢুকে গির্জায় আসবে, কেমন? আমাদের গির্জাতেই দেখতে পাবে!"

পাঁচ

অর্লাণ্ডি আবার জঙ্গলে ঢুকল, আমরা ফিরে চললাম গ্রামের দিকে। ডায়ামান্টি একটু দ্বিধায় পড়ল কার সঙ্গে যাবে। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্য। একবার ডাইনে তাকাল, একবার বাঁয়ে। তারপরই সে ছুটে এল আমাদের দিকে।

এতক্ষণে মনে পড়ল—কী দুরারোহ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হয়েছিল আসবার সময়। এখন আবার সেই পথে নামতে হবে—এ কথা মনে হতেই আমার বুকটা দমে গেল। কে না জানে যে পাহাড়ের চড়াই ওঠার চাইতে উতরাই নামা অনেক শক্ত কাজ?

কিন্তু লুসিয়েন, সে কি মুখ দেখেই মনের কথা জানতে পারে? সে এবার অন্য পথ ধরল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

ঢালু রাস্তা, কাজেই নামতে নামতে কথা কওয়ার অসুবিধা নেই। পঞ্চাশ গজ না পেরুতেই আমি আবার প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করলাম—

"তাহলে শান্তি স্থাপন হলই সত্যি সত্যি?"

"অনেক ঝামেলার পর। শেষ পর্যন্ত ওকে বোঝাতে পেরেছি যে হীনতা স্বীকার যা করবার, তা কলোনারাই করেছে। প্রথমেই ধরুন—কলোনাদের মারা পড়েছে পাঁচ জন, অর্লাণ্ডিদের মোটে চার। কলোনারা কালই রাজী হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠায়, অর্লাণ্ডিরা রাজী হল সবে আজ। তা ছাড়া, কলোনারা সর্বসমক্ষে একটা জ্যান্ত মুরগী দিতে রাজী হয়েছে অর্লাণ্ডিকে, দশ বছর আগেকার সেই মুরগীর বিনিময়ে। এতে করে তারা তো স্বীকার করেই নিল যে দোষটা তাদেরই। হ্যাঁ, এই শেষ শর্তটাতেই অর্লাণ্ডি নরম হয়ে গিয়েছে।"

"এই মর্মস্পর্শী পুনর্মিলন—এটা তাহলে কাল হতে যাচ্ছে?"

"কাল দশটার সময়। আপনার বরাত মন্দ বলতে পারি না একেবারে। আপনি ভেনডেটা দেখতে চেয়েছিলেন। একটা ভেনডেটার উপসংহার অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ভেনডেটা চমৎকার জিনিস। চারশো বছর ধরে কর্সিকার লোকের মুখে ঐ ভেনডেটা ছাড়া অন্য কোন কথা শোনা

যায় নি। তা ভেনডেটা দেখতে না পান, ভেনডেটার অবসান আপনি দেখতে পাবেন, এটা দুর্লভ এদেশে।"

আমি হেসে ফেললাম।

লুসিয়েন বলল—"ঐ তো আপনার হাসি পাচ্ছে। তা হাসি পেতে পারে বই কি! আমাদের রীতি চরিত্র সত্যিই হাস্যকর।"

"না, রীতি চরিত্রকে লক্ষ্য করে আমি হাসি নি। হেসেছি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে। সেটি এই যে, আপনারই সাফল্য আপনাকে মর্মাহত করেছে। সাধারণতঃ লোকে উৎফুল্ল হয় কোন চেষ্টা ফলবতী হলে।"

"তাই নাকি? তাহলে বলি, আমার সে চেষ্টা যে কী আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, তা আপনি শোনেনও নি, শুনলেও বুঝতেন না, কর্সিকার ভাষা না বোঝার দরুন। কিন্তু সেজন্য আর আক্ষেপ করবেন না, দশ বছর পরে আবার যদি এদেশে আসেন, দেখবেন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ফরাসীতে কথা কইছে।"

"আপনি উকিল হলে চমৎকার উকিল হতে পারতেন।"

"মোটেই না। হ্যাঁ, সালিসি, সেটা হয়ত কতকটা পারি। কী আশা করেন আর? সালিসের কাজ হল ঝগড়া মেটানো। আমায় যদি সবাই মিলে ভগবান আর শয়তানের ভিতর সালিস নিযুক্ত করে, আমি নিশ্চয়ই তাঁদের বিবাদ মিটিয়ে দিতে পারি। অবশ্য এটাও আমি মনে মনে জানি যে আমার যুক্তিতর্ক মেনে নিলে সেটা চরম বোকামি হবে ভগবানের পক্ষে।"

আলোচনা যেখানে এসে পৌঁছোলো, এর পর এটাকে আর টানতে গেলেই লুসিয়েনের ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই আমি কথা বন্ধ করলাম। লুসিয়েনও বলবার কিছু পেল না বোধ হয়। ফলে দু'জনে নীরবে পথ চলতে চলতে অবশেষে এক সময় বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

* * *

আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল গ্রিফো।

লুসিয়েন কিছু বলবার আগেই গ্রিফো মনিবের জামার লম্বা পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিতির পাখিটাকে টেনে বার করেছে। বন্দুকের আওয়াজ সে শুনেছিল কি না!

মাদাম ফ্রাঞ্চি এখনও শয্যাগ্রহণ করেন নি। তবে নিজের কক্ষে উঠে গিয়েছেন এবং গ্রিফোকে বলে গিয়েছেন—লুসিয়েন ফিরলে তাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে।

লুসিয়েন আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করল শয়নের পূর্বে আমার কোন কিছুর আবশ্যক হবে কি না। আমি যখন বললাম যে দরকার হবে না, সে বলল—"তাহলে অনুমতি করুন আমি মায়ের আদেশ পালন করি গিয়ে।"

অনুমতি দিয়ে আমি নিজকক্ষে প্রবেশ করলাম।

ঘরখানাকে আর একবার সযত্নে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। এই ঘরই আমাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল লুই ফ্রাঞ্চির চরিত্র সম্বন্ধে। আমার সে অনুমান যে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, এতে আমি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। হ্যাঁ, শুধু লুই কেন, লুসিয়েন সম্বন্ধেও আমার ধারণা সত্য। কিন্তু লুসিয়েনকে চাক্ষুষ দেখেছি, লুইকে তো দেখি নি!

ধীরে সুস্থে জামা কাপড় ছেড়ে বসলাম। মনটা বেশ প্রসন্ন এদের সংস্পর্শে এসে, এবং কর্সিকার অজ্ঞাত জনগণের রীতিচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে। ঘুমোতে ইচ্ছে হল না। হবু উকিলের আলমারি থেকে একখানা বই টেনে নিলাম—ভিক্‌টর হ্যুগোর "ওরিয়েন্টাল্‌স্"। শতবার-পড়া বই। তবু ভাল লাগে। একটা পৃষ্ঠা সবে পড়েছি, এমন সময় দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেলাম। দরজার কাছেই থেমে গেল পায়ের শব্দ। বুঝলাম, গৃহস্বামীই আমাকে শুভরাত্রি জানাতে এসেছে, কিন্তু আমি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছি এই ভেবে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না।

বইখানা টেবিলে রেখে দিয়ে ডাকলাম—"ভিতরে আসুন।"

তখন দরজা খুলে লুসিয়েন ভিতরে এল।

এসেই বলল—"ফেরার পথে কথাবার্তা তেমন বলি নি, হয়ত আমাকে রূঢ় বলে মনে হয়েছে আপনার। ক্ষমাপ্রার্থনা না করে শুতে যেতে পারছি না। ক্ষমা করুন, এবং আরও যদি আমার কাছে জানবার কিছু থাকে, আমার মনে হচ্ছে যে আছে—তাহলে প্রশ্ন করুন।"

আমি বললাম—"ধন্যবাদ। জিজ্ঞাসা করবার আর বিশেষ কিছু নেই, মোটামুটি যা জানবার ছিল, তা জেনে নিয়েছি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা—তা সেটা আমি জিজ্ঞাসা করবই না বলে স্থির করেছি, করাটা অবিবেচনার কাজ হবে।"

"অবিবেচনা? কেন?"

"ও নিয়ে আর কথার দরকার নেই। যদি জেদ করতে থাকেন, শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রশ্নটা করেই বসব, আপনি বিব্রত হবেন।"

"জেদ করলেই বলে ফেলবেন এমন যদি হয়, তা হলে জেদই আমি

করব। বলে ফেলুন, বলে ফেলুন। কৌতূহল চরিতার্থ না হলে সন্দেহের সৃষ্টি করে, এবং সে-সব সন্দেহের দুই একটাও অন্ততঃ অপ্রীতিকর হয়। অপ্রিয় সন্দেহের চেয়ে অপ্রিয় সত্য ভাল।”

“ওদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনার সম্বন্ধে একটামাত্র সন্দেহই আমি এ-যাবৎ করেছি। অপ্রীতিকর হবে কিনা জানি নে, কিন্তু সে-সন্দেহ হল এই যে আপনি একটি জাদুকর।”

লুসিয়েন হেসে খুন।

“মাটি করেছেন। আপনার কৌতূহলের চেয়ে আমারই কৌতূহল যে অদম্য হয়ে উঠল। বলুন তো, আমাকে জাদুকর ঠাওরালেন কেন?”

“দেখুন না, আগে যা একান্ত ধোঁয়াটে ছিল আমার কাছে, তা সবই আপনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন আমার কাছে, অবশ্য ঐ একটা বিষয় ছাড়া। তার উপর ঐ আশ্চর্য ঐতিহ্যপূর্ণ অস্ত্রগুলি আমাকে দেখিয়েছেন, যা বিদায় নেওয়ার আগে আর একবার অন্ততঃ দেখতে চাইব আমি।”

“জাদুকর ছাড়া কে আর এসব করতে পারত! সত্যিই তো!”

“দুটো বন্দুকের কুঁদোর উপর একই রকম লিখনের খোদাই—এও আপনি দেখিয়েছেন এবং তার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন!”

“জাদুকর ছাড়া অন্য কেউ এ কাজও পারত না। দুই নম্বর কারণ এটা।”

“এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জন্মের সময়কার একটা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দরুন আপনি এখন পর্যন্ত নয় শো মাইল দূরবর্তী আপনার ভাইয়ের সমস্ত অনুভূতি এখানে বসেই সমানভাবে অনুভব করে থাকেন। নিশ্চয়ই আপনার ভাইও এই ভাবেই আপনার সুখদুঃখের ভাগ পেয়ে যাচ্ছেন এখনও?”

“কারণ নম্বর তিন!”

“তারপর ধরুন, মাদাম ফ্রাঞ্চি আপনার বিষণ্ণতা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করামাত্রেই আপনি বললেন আপনার ভাই কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন নিশ্চয়। আপনার মা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ভাই জীবিত আছেন কি না। আপনি উত্তর দিলেন—“হ্যাঁ, মরে গেলে আমি তাকে দেখতে পেতাম।”

লুসিয়েন গম্ভীর হয়ে গেল এইবার, বলল—“তা সত্যই বলেছিলাম।”

“বেশ, তাহলে—অনধিকারীর পক্ষে শোনা যদি নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে ঐ কথাগুলির তাৎপর্য আপনি আমাকে খুলে বলুন, এইটিই আমার শেষ জিজ্ঞাসা।”

যুবকের মুখ গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হতে দেখে শেষ কথাগুলি আমি খানিকটা দ্বিধার সঙ্গেই উচ্চারণ করলাম।

কথা শেষ হওয়ার পরে আমি তো নীরব বটেই, নীরব লুসিয়েনও।

কাজেই আমায় বলতে হল—"সত্যিই যে আমার প্রশ্নটা অবিবেচনা-প্রসূত, তাতে আমার এখন আর সন্দেহ নেই। ও কথা ভুলে যান আপনি। মনে করুন আমি বলি নি।"

"না, অবিবেচনাপ্রসূত বলতে পারি না। বলতে পারি শুধু এইটুকু যে সংসারী লোকেরা যেরকম সন্দিগ্ধ হয় সাধারণতঃ, আপনিও তাই। চার শতাব্দী ধরে আমাদের বংশে একটা প্রবাদ, একটা অন্ধবিশ্বাস চলে আসছে। সেটার সত্যতায় আপনি সন্দেহ করলে আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের কারণ হবে সেটা।"

আমি বললাম—"শুনুন। একটা কথা আমি শপথ করেই বলতে পারি আপনাকে। প্রবাদ বলুন, উপকথা বলুন—এ সবেতে আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাসী আপনি বড় কাউকে দেখতে পাবেন না। এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যা অন্য লোকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস করলেও আমি পুরোপুরি সম্ভব বলে মনে করি।"

"তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে আপনি প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী ?"

"আমার নিজের এক সময়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা কি বলব ?"

"বললে আমার পক্ষে সুবিধা হয় আমার কথা বলতে।"

"তাহলে শুনুন। আমার পিতার মৃত্যু হয় ১৮০৭ সালে। তখন আমার বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। ডাক্তার যখন বাড়িতে বলে গেল যে রোগীর শেষ মুহূর্ত আসন্ন, তখন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এক বৃদ্ধা আত্মীয়ার কাছে। তিনি একটা ছোট বাড়িতে বাস করতেন আলাদা হয়ে।

তিনি আমার জন্য একটা আলাদা বিছানা করে দিলেন নিজের শয্যার ঠিক সমুখেই। নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে সেখানে শুইয়ে দিলেন, আমি ঘুমিয়েও পড়লাম। বাড়িতে ঠিক সেই মুহূর্তে কী বিপদ চলছে। আমি জানতামও না, জানলেও বুঝতাম না।

ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ শুনলাম—দরজায় পর পর তিনটে সজোর আঘাত। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দরজার দিকে ছুটলাম।

আত্মীয়া বললেন—'কোথায় যাচ্ছ ?'

তিনটে করাঘাত তিনিও শুনেছেন, তাই শুনেই ঘুম ভেঙেছে তাঁরও।

ভয়ে তিনি কাঁপছেন। কারণ তিনি তো জানেন যে সদর দরজায় তালা বন্ধ রয়েছে, কোন দেহধারীর পক্ষে উপরে উঠে এসে শোবার ঘরের দরজায় করাঘাত করা সম্ভবই নয়।

আত্মীয়ার প্রশ্নে আমি উত্তর করলাম—'শুনছ না, বাবা এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন? তিনি বিদায় নিতে এসেছেন আমার কাছে, আমি তাঁকে দরজা খুলে দিতে যাচ্ছি।'

কথা শুনে আত্মীয়া লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। আর আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে চেপে ধরে রাখলেন। আমি আর কি করব। চেঁচিয়ে কেঁদে কেবলই বলতে থাকলাম—

'বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন, আমি একবার শেষ দেখা দেখব না তাঁকে?'

সেই প্রায় ভুলে যাওয়া শৈশবের এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা স্বল্পপরিচিত এক কর্সিকাবাসীর কাছে বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠ আজ এই এতদিন পরেও বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। আমি চুপ করে রইলাম।"

লুসিয়েন জিজ্ঞাসা করল—"আত্মা কি আর কখনও এসেছিলেন?"

"কখনও না, যদিও আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে স্মরণ করেছি অনেক সময়। একটা কারণও আমি মনে মনে ঠাহর করে নিয়েছি। নিষ্পাপ শিশুই দেহাতীত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ লাভ করতে পারে, বয়স্ক পাপীর ভাগ্যে সে রকম সুযোগ জোটে না।"

লুসিয়েন মৃদু হেসে বলল—"আমাদের পরিবারের লোকেরা কিন্তু ওদিক দিয়ে আপনার চাইতে বেশী ভাগ্যবান।"

"অর্থাৎ, আপনারা মৃত আত্মীয়দের দেখা পান?"

"পাই। যখনই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটেছে।"

"কী কারণে আপনাদের বংশ এই আশ্চর্য সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন, সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা আছে কিছু?"

"আমার ধারণা কিছু নেই। চিরদিন যা ঘটে আসছে, সেই কথাই বলছি। স্যাভিলিয়ার কথা বলছিলাম তখন, সেই স্যাভিলিয়ার ছিল দুটি পুত্র।"

"বলুন"—

"মায়ের মৃত্যুর সময় এরা আজাইচোতে লেখাপড়া করছিল, এক খুল্লতাতের কাছে থেকে। বড় হয়ে উঠল যখন, মা-বাবা কেউ নেই। তরুণ

হৃদয় ছুটি পরস্পরের উপরেই উজাড় করে দিল সমস্ত ভালবাসা। তরুণেরা সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি করে ফেলে ; ওরা শপথ গ্রহণ করল যে কোন কিছুই তাদের ছু'জনকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। এমন কি, মৃত্যুও না। মুখে মুখে শপথ নিয়েও তৃপ্ত হতে পারল না, পার্চমেণ্টের উপরে রক্তের অক্ষরে লিখে তাতে স্বাক্ষর করল ছু'জনে। লিখল যে—ছু'জনের ভিতরে একজনের যদি আগে মৃত্যু হয়, তাহলে সে জীবিত জনকে মৃত্যুর পরেই দেখা দেবে, পরেও তার জীবনের প্রতি সংকটের মুহূর্তে একবার করে আবির্ভূত হবে সম্মুখে।

বেশী দিন নয়, মাত্র তিনটি মাস কেটেছে।

এক ভাই প্রবাসে গিয়েছে, অন্যজন বাড়িতে। প্রবাসী ভাই গুপ্তশত্রুর আক্রমণে নিহত হল। ঠিক সেই মুহূর্তে দেশের বাড়িতে তার সহোদর তাকেই চিঠি লিখছে একখানা। চিঠি শেষ করে, শিরোনামা লিখে, মোম দিয়ে মোহর করতে যাচ্ছে, এমন সময় কে যেন তার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। চমকে উঠে সে ফিরে তাকাল—দাঁড়িয়ে আছে তার ভাই, যার কাছে সে চিঠি লিখেছে এই মাত্র।

ভাই ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখেছে। অবশ্য হাতের স্পর্শ সে অনুভব করতে পারছে না মোটেই। কী করুণ তার ভাইয়ের দৃষ্টি !

বুঝতে ও তখন-তখনই পেরেছিল কিনা, কে জানে ; কিন্তু সদ্য লেখা চিঠিখানি ও ভাইয়ের হাতে তুলে দিল। হাত বাড়িয়ে চিঠিখানি নিয়ে প্রেতাত্মাও অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঐ ভাইকে সে আর একবার দেখতে পেয়েছিল। নিজের মৃত্যুর পূর্বক্ষণে। তাদের সে-শপথ এবং চুক্তি শুধু তাদের ছু'জনকেই বাঁধেনি, দেখা যাচ্ছে যে যুগ-যুগান্ত ধরে তাদের ভাবী বংশধরদেরও বেঁধে রেখে গিয়েছে। প্রতি পুরুষে এ-বংশের লোক মৃত্যুর পূর্বে আপনজনের আত্মাকে দেখতে পায়। দেখতে পায় সমস্ত গুরুতর ঘটনার পূর্বেও।"

"আপনি নিজে কোন প্রেতাত্মা দেখেছেন কখনও ?"

"না, তবে দেখব নিশ্চয়ই। আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মৃত পিতার দর্শনলাভ করেছিলেন। সেইভাবে আমিও আমার পিতার প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ পাব বলে আশা করি। আমি এবং আমার ভ্রাতা লুই। এতদিন যে-দৈবানুগ্রহ আমাদের বংশের লোকেরা পেয়ে আসছে, তা আমাদের বেলায়ই বাতিল হয়ে যাবে, এমন কোন অপরাধ আমরা করি নি।"

"কিন্তু এই দৈবানুগ্রহ কি পুরুষেরাই শুধু ভোগ করেন ?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

"হ্যাঁ"—

"আশ্চর্য তো !"

"আশ্চর্য হতে পারে, কিন্তু সত্য।"

আমি এই যুবকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। অন্য যে কোন প্রকৃতিস্থ লোক এসব কথাকে পাগলের পাগলামি বলে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু এ যুবক শান্ত অবিচলিত ভাবে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে সেই সব অবাস্তব ব্যাপারকে সত্য বলে ঘোষণা করছে। ওর মনে বিরাজ করছে হ্যামলেটের সেই মনোভাব—"বন্ধু হোরেশিও ! দর্শন বিজ্ঞান যা স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি কোনদিন, স্বর্গে মর্ত্যে এমন অনেক জিনিসই ঘটে।"

প্যারিতে যদি এই যুবকদের সঙ্গে আমার দেখা হত, আমি একে ধাপ্পাবাজ বলে ধরে নিতাম। কিন্তু এই কর্সিকার নিভৃত পল্লীতে ওর মুখোমুখি বসে আমি ওকে কী ভাবব ? আত্মপ্রতারণাকারী নির্বোধ বলে ? না, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী অতিমানুষ বা অপমানুষ বলে ? অতিমানুষ যদি হয়, ও সাধারণ মানবের চাইতে বেশী সুখী। আর অপমানুষ হলে ? কম, অনেক কম।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে যা কিছু জানতে চেয়েছিলেন, জেনে তৃপ্ত হয়েছেন তো ?"

"নিশ্চয়। ধন্যবাদ আপনাকে। বিশ্বাস করে আমায় যে এসব কথা বলেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ গোপন কথা আমি প্রকাশ করব না।"

সে আশ্চর্য হয়ে বলল—"কিন্তু গোপন কথা কোন্‌টাকে বলছেন ? এর মধ্যে তো কিছুই গোপনীয়তা নেই। এ গ্রামের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি আমাদের সম্বন্ধে এসব কথা শুনতে পেতেন। কর্সিকাতে আমি একথা গোপন করবার কোন কারণ দেখি না। তবে হ্যাঁ, আমার ভাই যদি প্যারিতে বসে এই সব কথা বলতে থাকে, তাহলে মুশকিল হবে। পুরুষেরা মুখ ঘুরিয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসবে, আর মেয়েরা ভয় পেয়ে চেঁচাবে।"

এর পরে সে বিদায় নিয়ে নিজের কক্ষে চলে গেল।

খুবই পরিশ্রান্ত আমি, কিন্তু তবু ঘুম আসতে চায় না। শেষ পর্যন্ত যখন ঘুম এল, তখনও তা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, আজগুবি সব স্বপ্নে ভরতি। সারাদিনে

যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সবাই এসে ভিড় করেছে সেই স্বপ্নে। বিটকেল আচরণ তাদের, তার কোন ন্যাজামুড়ো খুঁজে পাওয়া যায় না। একটু গভীর নিদ্রা এল সেই শেষ রাত্রে। সে নিদ্রা ভাঙ্গল অনেক দেরিতে।

লুই ফ্রাঙ্কি যে আরামপ্রিয় লোক, তার প্রমাণ পেলাম হাতের কাছে। ভৃত্যদের ডাকবার জন্য ঘণ্টা রয়েছে ঘরে। বোধ হয় এ গ্রামে ঐ একটিই ঘণ্টা।

ঘণ্টা বাজাতেই গ্রিফো এল গরম জল নিয়ে। লুই ফ্রাঙ্কি সুশিক্ষাই দিয়েছে তার ভৃত্যকে।

লুসিয়েন ইতিমধ্যেই নাকি দুইবার খবর নিয়েছে আমার। এবং বলে পাঠিয়েছে সাড়ে নয়টার সময় সে আমার ঘরে আসবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি—নয়টা বেজে পঁচিশ মিনিট। বস্তুতঃ পাঁচ মিনিটের ভিতরই লুসিয়েন দেখা দিল।

ফরাসী-ধরনের পোশাক পরে ঠিক যেন একটি শৌখিন ফরাসী এসে ঢুকল আমার ঘরে। সাদা প্যাণ্টের উপর চটকদার কুর্তা, তার উপরে কালো কোট। মার্চ শুরু হয়েছে, কাজেই সাদা প্যাণ্টই তখন রেওয়াজ।

আমাকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে লুসিয়েন বলল, "আমার সজ্জা দেখে অবাক্ হয়েছেন দেখছি। আমি যে সভ্য, তার প্রমাণ পেলেন তো?"

"পেলাম। আজাইচোতে এত চমৎকার দরজী আছে, তা আমি ধারণা করি নি। আরে বলেন কী! এই ভেলভেটের কোট পরে আপনার পাশে দাঁড়ালে আমায় যে প্যারির রাজপথের মুটে মজুরের মত দেখাবে!"

"আজাইচোর কথা কী বলছেন, আমার এ পোশাক তৈরী হয়ে এসেছে খাস প্যারি শহরের হুমানের বাড়ি থেকে। অর্থাৎ, পোশাকটা আমার জন্য গোড়ায় তৈরী হয় নি, হয়েছিল ভাই লুইয়ের জন্য। আমরা দু'জন লম্বায় চওড়ায় একেবারে একই মাপের বলে নিজের গায়ের পোশাক আমায় পাঠিয়ে দিয়ে একটা তামাশা করেছে লুই। একটা নয়, অনেকগুলোই পাঠিয়েছে। বড় বড় উপলক্ষ্যে আমি পরি সেগুলি। জেলাশাসক যখন আসেন, আঞ্চলিক সৈন্যের সেনাপতি যখন পরিদর্শনে বেরোন, কিংবা আপনার মত মাননীয় কোন অতিথি যখন পায়ের ধুলো দেন, বিশেষ করে তার সঙ্গে যখন জড়িত থাকে আজকের এই আসন্ন অনুষ্ঠানের মত একটি মর্মস্পর্শী ব্যাপার, তখন সাদামাঠা পোশাক পরে বেরুলে কি ফ্রাঙ্কিবংশের মর্যাদা বজায় থাকে?"
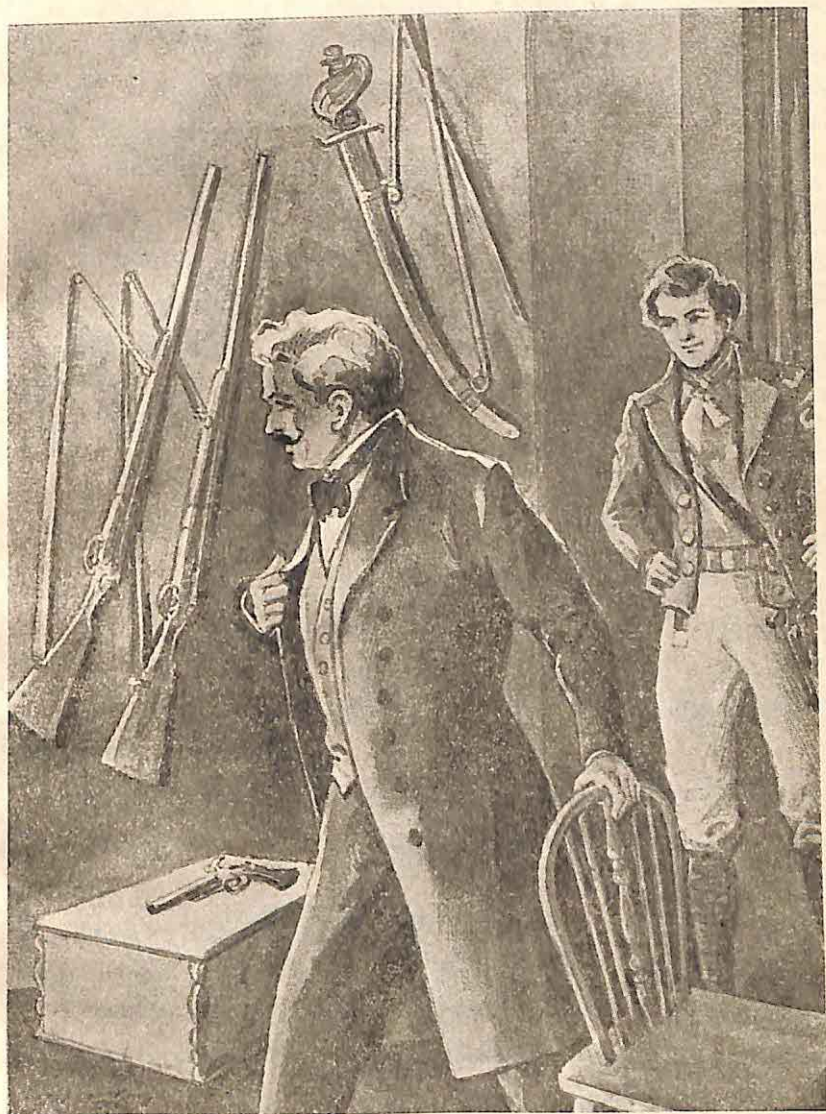
আমি তখন দুটি বন্দুক পরীক্ষা করছি

যুবকটি শিষ্টভাষায় তিক্ত ব্যঙ্গ করার কৌশলে সুদক্ষ। কিন্তু সে-ব্যঙ্গ সুরুচিকে অতিক্রম করে না। আর অন্যকে আঘাত করার চাইতে নিজেকেই চাবুক মারার দিকে যেন তার ঝোঁক বেশী। সুতরাং ও-কথার উত্তর না দিয়ে আমি শুধু মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সে তখন হাতে দস্তানা পরছে। বয়সিন বা রুসোর বাড়ির হলদে দস্তানা, যা ঠিকমত পরতে হলে বিশেষ একটু নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়।

এদিকে আমিও বেশভূষা করে নিয়েছি। বাজলও পৌনে দশটা।

লুসিয়েন বলল—"এইবার যাওয়া দরকার। অনুষ্ঠানটা যদি দেখতে হয়, তা হলে আর প্রাতর্ভোজনে বসা চলে না। আপনি কি করবেন? না খেয়ে ওখানে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি?"

"হবে না কেন? ফিরে এসে তো খেতে পারব! আমি প্রাতর্ভোজন এগারোটার আগে করি না।" এই বলে টুপিটা হাতে নিয়ে আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

ছয়

ফ্রাঞ্চিদের সদর দরজার আট ধাপ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালে গ্রামের গির্জার চত্বরটা চোখে পড়ে।

কালও এ চত্বরের পাশ দিয়ে এসেছি। তখন এ ছিল নির্জন, এখন এখানে জনারণ্য। কিন্তু সবই নারী ও শিশু। পুরুষ একজনও চোখে পড়ে না।

তিন-রঙা চাদর বুকে বেঁধে গির্জার সর্বনিম্ন ধাপে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ইনিই মেয়র।

গাড়িবারান্দার নীচে কালো পোশাকপরা আর একটি লোক বসে আছে টেবিল সামনে নিয়ে। হাতে একখানা কাগজ, তাতে কী সব লেখা যেন। এই ভদ্রলোক উকিল। হাতের কাগজখানাই মীমাংসার দলিল।

টেবিলের এক পাশে আমি দাঁড়ালাম—অর্লাণ্ডির অন্য একজন জামিনদারও সেখানে আছেন। টেবিলের অন্য পাশে কলোনার প্রতিভূরা।

লুসিয়েন দাঁড়িয়েছে উকিলের পিছনে। ও তো উভয়পক্ষেরই লোক!

ঘড়িতে দশ বাজল।

সঙ্গে সঙ্গে জনতার ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। গ্রামপথের শেষ প্রান্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সবাই। অবশ্য পথ একে বলা যায় কি না, সেটা গবেষণার বিষয়। পঞ্চাশটা বাড়ি মালিকদের খেয়ালখুশীমত যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে। তাদের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে একটা ফাঁকা লম্বাটে জমি। ঐখান দিয়েই লোকজন চলাচল করে, কাজেই রাস্তা ছাড়া ওকে বলবই বা কী!

আমাদের উৎসুক দৃষ্টির সমুখে দুই দিকে দেখা দিল দুইটা মিছিল। পাহাড়ের দিক থেকে অর্লাণ্ডি, নদীর দিক থেকে কলোনা। প্রত্যেকের হাতে জলপাইয়ের ডাল, * প্রত্যেকের পিছনে তার গোষ্ঠী গোত্র আত্মীয় বন্ধু! ওদের মুখগুলো অত ভ্রূকুটিকুটিল না হলে মিছিল দুটোকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা বলে ভুল করা সম্ভব হত।

দুই দলের দুই সর্দার, চেহারাতে একেবারে দুই রকম। অর্লাণ্ডি যে লম্বা ছিপছিপে, কালচে এবং চটপটে তা আগেই বলা হয়েছে। কলোনা এর ঠিক উলটো, বেঁটে, মোটা এবং পাকাপোক্ত। ওর চুল দাড়ি লালচে, খাটো করে কাটা এবং কোঁকড়ানো।

ওদের দু'জনের হাতের ঐ যে শান্তির প্রতীক জলপাইশাখা, ওটা মেয়র মশায়ের নির্দেশ। লোকটির ভিতর কবিত্ব আছে।

কলোনার হাতে জলপাইডাল ছাড়াও একটি জিনিস আছে। একটা সাদা মুরগীর ঠ্যাং ধরে সে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। দশ বছর আগে যে মুরগীটাকে নিয়ে বিবাদ বেধেছিল, এটা হবে তারই ক্ষতিপূরণ।

মুরগীটা জ্যান্ত।

এই ক্ষতিপূরণের সমস্যা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে প্রচুর। শেষ পর্যন্ত মীমাংসার প্রস্তাব ফেঁসেই যেতে বসেছিল এই মুরগীকে উপলক্ষ করে। কলোনা ভাবছিল—মরা মুরগীর ক্ষতিপূরণ বাবদ জ্যান্ত মুরগী দিতে বাধ্য হলে তার অপমানের চূড়ান্ত হবে। অনেক কষ্টে, বহু বক্তৃতা করে, তবে তাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল লুসিয়েন।

যে-মুহূর্তে দুই দুশমন দেখা দিল গির্জার দুই দিকে, গির্জার ঘণ্টা সজোরে বাজতে আরম্ভ করল আনন্দের অট্টরোল তুলে।

---

* জলপাই ডালই ইওরোপবাসীদের চিরদিনের শান্তির প্রতীক।

কিন্তু অর্লাণ্ডি আর কলোনা ? তাদের মুখে আনন্দের আভাসমাত্র নেই। পরস্পরের দিকে চোখ পড়লেই তারা হিংসায় ক্রোধে ফেটে পড়ছে যেন! যা হোক, নীরবে তারা অগ্রসর হতে থাকল ঝগড়া না বাধিয়ে।

গির্জার দরজায় এসে তারা মুখোমুখি দাঁড়াল পরস্পর থেকে মাত্র চার গজ দূরে।

মাত্র তিন দিন আগে এরা দু'জন কেউ কারো এক শো গজের ভিতরে যদি এসে পড়ত কোন রকমে, একজন বা দু'জনই ধরাশয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হত।

পুরো পাঁচ মিনিট পরিপূর্ণ স্তব্ধতা! মিছিল দুটোর ভিতরেই শুধু নয়, সমস্ত জনতার ভিতরেই। অনুষ্ঠানটি যদিও শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই হচ্ছে, এই স্তব্ধতাকে কোনমতেই শান্তির সহায়ক বলা যায় না।

অবশেষে মেয়রই কথা কইলেন।

"ওহে কলোনা, প্রথম তো তোমারই বলার পালা। ভুলে গেলে না কি?"

কলোনা অতি কষ্টে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করল যেন, তারপর বিড়বিড় করে কর্সিকার গ্রাম্য ভাষায় কী যেন বলল।

আমি অতিকষ্টে এইটুকু শুধু বুঝলাম তার সেই বক্তৃতা থেকে যে গত দশ বৎসর ধরে তার মহৎ প্রতিবেশী অর্লাণ্ডির সঙ্গে তার যে শোচনীয় ভেনডেটা চলেছে, তার জন্য সে দুঃখিত এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ সে অর্লাণ্ডিকে এই সাদা মুরগীটা দিচ্ছে।

কলোনার কথা যতক্ষণ শেষ না হল, ততক্ষণ অর্লাণ্ডি চুপ করেই ছিল। তার পর সেও কর্সিকার ভাষায় বলল দু-চার কথা। তার তাৎপর্য এই যে— অতীতের কথা সে ভুলে যাবে। মনে রাখবে শুধু আজকার এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান এবং পুনর্মিলনের কথা স্বয়ং মেয়রের উপস্থিতিতে এবং মাননীয় লুসিয়েন ফ্রাঞ্চির মধ্যস্থতায় যে পুনর্মিলন ঘটল আজ, যার দলিল উকিল মহাশয় নিজের হাতে লিখে এনেছেন।

তারপর আবার দু'জনই চুপ।

মেয়র আবার নির্দেশ দিতে বাধ্য হলেন—"ওহে ভদ্রমহোদয়েরা, তোমরা করমর্দন করবে এই রকম একটা কথা হয়েছিল না?"

নিজেদের অজান্তেই যেন প্রতিদ্বন্দ্বীরা দু'জনেই নিজের নিজের হাত পিছনে লুকিয়ে ফেলল।

অগত্যা মেয়র সিঁড়ির মাথা থেকে নেমে এলেন। প্রথমে কলোনার হাতখানা তার পিঠের দিক থেকে টেনে সমুখের দিকে আনলেন, তারপর অর্লাণ্ডির হাতও তার পিঠের দিক থেকে টেনে আনলেন সমুখ পানে, বেশ বেগ পেতে হল এই টানাটানিতে এবং মুখে দরাজ হাসি ফুটিয়ে নিজের বিব্রত অবস্থা তিনি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন ক্রমাগত।

তারপর কোন রকমে বেচারী মেয়র তুই তুশমনের হাত একত্র করে শক্ত করে চেপে ধরে রইলেন।

উকিল উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন এই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। তিনি দলিল হাতে করে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়র তুই তুশমনের তুই হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা কিছুক্ষণ খুব চেষ্টা করেছিল হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু না পেরে ক্রমশঃ একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

উকিল পড়তে শুরু করেছেন—

"সার্টেন প্রদেশের সুল্লাকোরোতে সরকারী উকিল আমি গাইসেপ আন্তোনিও সারোলা—আমার উপস্থিতিতে—

গ্রামের চত্বরে, গির্জার সমুখে, মাননীয় মেয়রের, প্রতিভূগণের এবং যাবতীয় গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে—

এক পক্ষে গাইতানো অর্সো অর্লাণ্ডি—সংক্ষেপে অর্লাণ্ডি—

এদের মধ্যে ধীরভাবে বিচার করে এই ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে—

আজ তারিখে—১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে,—দশ বৎসর আগে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে যে ভেনডেটা ঘোষিত হয়েছিল, তার অবসান হল।

আজকার তারিখ থেকে তারা সহৃদয় প্রতিবেশী এবং বন্ধুর মত পাশাপাশি বাস করতে থাকবে—যেমন তারা করত এই নিন্দিত বিসংবাদ শুরু হওয়ার আগে।

তারই প্রমাণস্বরূপ তারা আজ এই দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছে। এই গ্রামের গির্জার গাড়িবারান্দায়, মেয়র পোলো আরবোরি, সালিস লুসিয়েন ছ্য ফ্রাঞ্চি, উভয় পক্ষের প্রতিভূ এবং সরকারী উকিলের সম্মুখে।

সুল্লাকোরো, ৪ঠা মার্চ। ১৮৪১।"

সবটা শুনে মনে মনে উকিল ভদ্রলোকের প্রশংসা না করে পারলাম না। খুব ভাল কাজ করেছেন উনি দলিলে মুরগীর কথা উল্লেখ না করে। ঐ মুরগীর সম্বন্ধেই কলোনার যত আপত্তি, ঐটিই তার পরাজয়গ্লানির প্রতীক।

দলিল শুনতে শুনতে কলোনার মুখ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হচ্ছে, সেই অনুপাতে

অর্লাণ্ডির মুখ হচ্ছে মেঘাবৃত, ক্রুদ্ধ। অর্লাণ্ডি স্থিরদৃষ্টিতে হাতের মুরগীর দিকে তাকিয়ে আছে যেন এক্ষুণি তা কলোনার মুখের উপর ছুড়ে মারবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মনের ইচ্ছে কাজে পরিণত করার আগে মুখ তুলে চাইতেই লুসিয়েনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল, অমনি সে ইচ্ছে অঙ্কুরেই হল বিনাশপ্রাপ্ত।

মেয়র দেখলেন—আর দেরি করলে সবই মাটি হবে। তিনি পিছনে হেঁটে সিঁড়ির মাথায় উঠতে লাগলেন, কলোনা অর্লাণ্ডির দুখানি হাত তাঁর হাতের ভিতর ধরাই রয়েছে। তাঁর চোখও একবার এর, একবার ওর মুখের ভাব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করছে।

এইবার দলিলে সই করার পালা। এখানেও একটা সংকট রয়েছে। যাকে আগে সই করতে বলা হবে, সে অপমানিত বোধ করবে। হয়ত কলম ছুড়ে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাবে চত্বর থেকে। বুদ্ধিমান মেয়র সুকৌশলে এ-সংকট কাটিয়ে উঠলেন। নিজের স্বাক্ষর দিলেন সকলের আগে। কাজেই আগে সই করাটা আর অপমানের বিষয় রইল না, বরং সম্মানের কথা হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর অর্লাণ্ডির হাতে কলম দিলেন মেয়র। অর্লাণ্ডি সই করে কলম দিল লুসিয়েনকে। লুসিয়েনের পর কলোনা; কলোনা আবার লিখতে জানে না, সে স্বাক্ষরের বদলে একটা ক্রশচিহ্ন এঁকে দিল।

যেন কত বড় একটা যুদ্ধজয় হয়েছে, এমনি ভাবে ভগবানের মহিমা গান শুরু হয়ে গেল গির্জার ভিতরে।

তারপর স্বাক্ষরের পরে স্বাক্ষর। যে কোন স্তরের লোক, গ্রামের বা বাইরের, সম্পর্কীয় বা নিঃসম্পর্কীয় যার খুশী, নির্বিচারে এসে সই করে যাচ্ছে দলিলে।

তারপর এই নাটকের যুগল নায়ক একসাথে গির্জায় প্রবেশ করে বেদীর এক এক পাশে এক একজন বসল উপাসনার জন্য। লক্ষ্য করে দেখলাম এতক্ষণে লুসিয়েন যেন সহজভাবে নিশ্বাস ফেলছে, একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গিয়েছে তার মস্তিষ্ক থেকে। আর চিন্তা নেই, প্রতিদ্বন্দ্বীরা মিলিত হয়েছে। শুধু মানুষের সমুখে নয়, ভগবানের সমুখেও। উপাসনা নির্বিঘ্নে সমাধা হল। অর্লাণ্ডি আর কলোনা বেরুবার সময় আর একবার করমর্দন করতে বাধ্য হল মেয়রের অনুরোধে।

তারপর ওরা নিজের নিজের দলের সঙ্গে নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। গত তিন বৎসরের ভিতর ওরা কেউই প্রবেশ করেনি সে গৃহে।

লুসিয়েন আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। তারপরই ডিনার। প্রাতরাশটা আমাদের ফসকেই গিয়েছে।

ডিনারে দেখলাম বিশেষ আয়োজন, যেন মস্ত একটা লোকের আপ্যায়ন করা হচ্ছে। বুঝলাম ব্যাপারটা। আমায় যখন নামসই করতে হয়েছিল দলিলে, আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নামটা লুসিয়েন দেখে নিয়েছে। নিশ্চয়ই এ নাম তার একেবারে অজানা নয়।

সকালবেলাতেই আমি বলে রেখেছিলাম যে ডিনারের পরেই আমি রওনা হয়ে যাব। আমার একখানা নাটকের মহলা শুরু হচ্ছে প্যারিতে, কাজেই ফিরে যাওয়া একান্ত জরুরী আমার পক্ষে। লুসিয়েনের এবং তার মায়ের বিশেষ অনুরোধ অগ্রাহ্য করেও রওনা আমায় হতেই হল।

লুসিয়েন বলল, "যাবেনই যখন—লুইয়ের কাছে একখানা চিঠি নিয়ে যাওয়ার ভার নিজে থেকেই তো নিতে চেয়েছেন—সে চিঠিখানা তাহলে লিখে দিই।" মাদাম ফ্রাঞ্চির বাহ্যিক কাঠিন্য তো ছদ্মবেশ মাত্র, অন্তরটি মাতৃস্নেহে একান্ত কোমল। তিনি আমায় শপথ করিয়ে নিলেন যে চিঠিখানি আমি নিজের হাতে লুইকে দেব। সেটা খুব কষ্টের কাজ কিছু হবে না, কারণ রু দ্য হেল্ডার ৭নং-এ সে থাকে, আমার বাসস্থান থেকে নিকটেই।

বিদায় নেবার আগে লুসিয়েনের ঘরে আর একবার গেলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা বস্তু। লুসিয়েন উদার যুবক, দরাজ অনুমতি দিয়ে দিল, "এঘরের যে কোন জিনিস, যদি আপনার খুব পছন্দ হয়, অনায়াসে নিতে পারেন। নিলে আমি খুশী হব, তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না।"

কিছু একটা না নেওয়া অভদ্রতা হয় এক্ষেত্রে। এক কোণ থেকে একখানি ছোরা তুলে নিয়ে আমি সেখানা কোমরে গুঁজলাম। প্রতিদানে আমি কী দিই? আমার কোমরবন্ধটি শিকারীদের খুব কাজে লাগবার কথা, কারণ তাদেরই উপযোগী করে বিশেষভাবে সেটি তৈরী। আমি সেইটি উপহার দিলাম লুসিয়েনকে, সে দ্বিরুক্তি না করে গ্রহণ করল। তার এসব জিনিসের অভাব আছে বলে নয়, বন্ধুত্বের উপহার বলে।

গ্রিফো এসে খবর দিল যে আমার ঘোড়া সাজানো হয়েছে, এবং গাইডও তৈরী হয়ে এসেছে। গ্রিফোকেও আমি উপহার দিলাম কিছু। একখানা শিকারের ভোজালি, তার ফলার দুই দিকে সংলগ্ন দুটো পিস্তল। উপহার পেয়ে এমন আনন্দ প্রকাশ করতে আমি আর কাউকে দেখি নি।

নীচে নেমে দেখি মাদাম ফ্রাঞ্চি সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। বিদায়-

বেলার সম্ভাষণ জানাবার জন্য ঠিক সেইখানটিতে এসে অপেক্ষা করছেন, যেখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে স্বাগত জানিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর হস্তচুম্বন করে আমি বিদায় নিলাম। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ভিতর এতখানি সম্মানীয়া মহিলা আমি কমই দেখেছি, তাঁর প্রতি এখনও আমার সম্ভ্রম অটুট, অক্ষুণ্ণ।

লুসিয়েন আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল।

"অন্য দিন হলে আমি ঘোড়া সাজিয়ে পাহাড় পর্যন্ত যেতাম আপনার সঙ্গে, কিন্তু আজ আমি সে-সাহস পাচ্ছি না। অর্লাণ্ডি বা কলোনা যে-কেউ আবার একটা গোলমাল পাকিয়ে বসতে পারে, শান্তির জীবনে অভ্যস্ত হতে ওদের সময় লাগবে।"

"সে কথা ঠিক"—এই বলে আমি বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম স্বল্পপরিচিত এই বন্ধুকে আলিঙ্গন করে। জিজ্ঞাসা করলাম, "আবার দেখা হবে তো?"

"নিশ্চয়ই হবে, যদি দয়া করে কর্সিকায় আবার আসেন।"

"আপনিও তো পারেন প্যারিতে আসতে।"

"না। আমি সেখানে কখনও যাব না।"

"আপনার ভাইয়ের ঘরে তাকের উপরে আমার নামের কার্ড রেখে এসেছি। ঠিকানাটা অন্ততঃ ভুলবেন না।"

"না, তা ভুলব না। এবং যদি দৈবাৎ কখনও ইওরোপের কোথাও যেতেই হয়, গিয়েই সর্বপ্রথম দেখা করব আপনার সঙ্গে।"

"ঐ কথাই রইল।"—বলে আর একবার হাতে হাত মিলিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

গ্রাম ছেড়ে নদী, নদী ছেড়ে উপত্যকা, সেখান থেকে পাহাড়। পাহাড়ে দেখা হল অর্লাণ্ডির সঙ্গে। সে আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্য এইখানে এসে অপেক্ষা করছে। গির্জার অনুষ্ঠানের সময় সে যে সভ্য পোশাক পরেছিল, তা ছেড়ে ফেলে এরই মধ্যে সে পাহাড়ে চড়ার সেই পুরানো ছেঁড়া পোশাক পরেছে। বলল, "গ্রামে কি মানুষ বাস করতে পারে? কেবলই মনে হয় ঘরের ছাদ বুঝি ভেঙে মাথায় পড়ল বলে।"

আমি বললাম—"কলোনার সঙ্গে মিলনটা স্থায়ী হয় যেন।"

সে মুখ বাঁকাল—"আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কলোনা যে মুরগী দিয়েছিল, তার মাংসটা যেন ছিবড়ে!"

সাত

প্যারি পৌঁছোলাম আট দিন পরে।

পৌঁছেই মসিয়ঁ লুই ছ্য ফ্রাঞ্চির সঙ্গে দেখা করতে ছুটলাম। তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন।

আমার নামের কার্ড রেখে এলাম। ভৃত্যের সঙ্গে আলাপ করে জানিয়ে এলাম যে আমি সন্ত স্থল্লাকোরো থেকে এসেছি, এবং মাননীয় লুসিয়েন ছ্য ফ্রাঞ্চির কাছ থেকে নিয়ে এসেছি একখানা পত্র। লুই মহাশয়ের নিজের হাতে চিঠিখানা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত আমি, এ কথাও বলে এলাম।

ভৃত্যটি আমাকে বসতে দিয়েছিল তার মনিবের পড়ার ঘরে। খাওয়ার ঘর এবং বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে সেখানে পৌঁছোতে হয়। যেতে যেতে সাবধানে ঘর দুটির আসবাবপত্র আমি নিরীক্ষণ করলাম। সেই একই রুচি, যা স্থল্লাকোরোতে লুইয়ের কক্ষে আমি দেখে এসেছি, বরং এখানে একটু বেশী মার্জিত আরও। সেটা নিশ্চয়ই প্যারির আবহাওয়ার গুণে। অবিবাহিত একক যুবক—তার একার পক্ষে এই মহলটি খুবই আরামের বলে মনে হল।

পরের দিন বেলা এগারোটা নাগাদ আমি যখন পোশাক পরছি, ভৃত্য এসে খবর দিল—মসিয়ঁ লুই ছ্য ফ্রাঞ্চি এসেছেন। আমি বললাম—"ভদ্রলোককে বসবার ঘরে নিয়ে বসাও, কাগজগুলো পড়তে দাও তাঁকে, আর বল যে আমি এক্ষুণি আসছি।"

পাঁচ মিনিটের ভিতরই আমি গেলাম লুইয়ের কাছে।

গিয়ে দেখি "প্রেস" কাগজে আমার যে ধারাবাহিক লেখাটি ছাপা হচ্ছে, সেইটিই পড়ছেন ভদ্রলোক। কিন্তু সেদিকে আমার মনোযোগ বেশীক্ষণ দিতে পারলাম না, আমাকে চমৎকৃত করল—লুসিয়েনের সঙ্গে এই লুইয়ের আকৃতিগত পরিপূর্ণ সাদৃশ্য!

লুই বলল—"মহাশয়, ভৃত্যের হাত থেকে এই ক্ষুদ্র চিঠিটুকু যখন পেলাম, আমার সৌভাগ্যকে সহজে বিশ্বাস করতেই পারলাম না যেন। আমি বিশবার করে আপনার চেহারার বর্ণনা শুনে নিলাম ভৃত্যের মুখ থেকে, আমি কাগজে আপনার ছবি তো দেখেছি! বর্ণনা মিলিয়ে নিলাম ছবির সঙ্গে। ফলে

দেখছেন তো, বড় বেশী সকাল সকাল আপনার কাছে এসে গিয়েছি। আপনার হয়তো অসুবিধা হল। কিন্তু দুই কারণে আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছিলাম না। প্রথমতঃ আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ, বাড়ির খবর পাওয়ার জন্য আমি অতিমাত্র ব্যগ্র।"

আরও হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল লুই, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিলাম—"মহাশয়, আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ প্রশংসার ইঙ্গিত আপনার কথার ভিতর পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ পরে দিচ্ছি। আগে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন দেখি। আমি কথা কইছি কি মসিয়ঁ লুই দ্য ফ্রাঞ্চির সঙ্গে, না, মসিয়ঁ লুসিয়েনের সঙ্গে?"

একটু হাসি ফুটে উঠল লুইয়ের ঠোঁটের কোণে।

"হ্যাঁ, সাদৃশ্য খুবই বেশী। যখন আমি সুল্লাকোরাতে ছিলাম, তখন কে যে লুই আর কে যে লুসিয়েন সে সম্বন্ধে ভুল হোত না মাত্র দুটি লোকের। সে দুটি লোক হচ্ছে আমি আর আমার ভাই। তবে চেহারায় পার্থক্য না থাকুক, প্রচুর পার্থক্য ছিল পোশাকে। ইতিমধ্যে যদি লুসিয়েন তার কর্সিকা-দেশীয় পোশাক ত্যাগ না করে থাকে, আপনি যদি তা দেখে থাকেন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন—পোশাকের দৌলতেই সাধারণ লোকের পক্ষে আমাদের দুইজনকে চিনে বার করা সহজ ছিল।"

"খুব সত্য"—আমি জবাব দিলাম—"খুবই সত্য কথা। কিন্তু শেষ যখন আপনার ভাইকে দেখি, তখন তাঁরও পরিধানে নিখুঁত ফরাসী পোশাক ছিল। তাঁর সে চেহারা আপনার এ চেহারা এ দুইয়ের মধ্যে কিছুমাত্র তফাত দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যাক্ সে কথা, বাড়ির খবর পাওয়ার জন্য আপনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়েছেন।"

ব্যাগ থেকে চিঠিখানি বার করে লুইয়ের হাতে দিতে দিতে বললাম—"কালই এটি আপনার ভৃত্যের হাতে যে দিয়ে যাই নি, তার কারণ শুধু এই যে আমি আপনার মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি—এটি আপনার নিজের হাতেই দেব বলে।"

"বাড়িতে সকলকে ভাল দেখে এসেছেন তো?"

"তা দেখে এসেছি। ভাল সবাই, কিন্তু চিন্তিত।"

"আমার জন্য?"

"হ্যাঁ, আপনার জন্যই বটে। আগে চিঠিখানা পড়ুন।"

"আপনি কিছু মনে করবেন না তো ?"
"না, না, পড়ুন আপনি।"
ফ্রাঞ্চি চিঠি খুলে পড়তে লাগল, আমি ততক্ষণ চুরুট পাকাচ্ছি।
আমি লক্ষ্য রেখেছি ওর মুখের দিকে, মুখের কোন ভাবান্তর আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারছে না। সে তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে একটু হাসছে। বিড়বিড় করে বলছেও যেন কী। তার মধ্যে ছেঁড়া-ছেঁড়া দুই একটা কথা—"লক্ষ্মী ভাই, মাগো মা আমার, তা কেন, হাঁ-হাঁ, বুঝেছি"— এই রকম কানে আসছে থেকে থেকে। আকৃতির দিক দিয়ে ওদের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে যে চমক আমি খেয়েছি, তার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারি নি। তবে লক্ষ্য করেছি যে লুসিয়েনের কথা ঠিক, লুইয়ের গায়ের রং একটু বেশী সাদা, এবং তার ফরাসী ভাষার উচ্চারণ অনেক বেশী বিশুদ্ধ।
যখন তার পড়া শেষ হল, নিজের হাতে পাকানো সিগারেট একটি দিলাম তাকে। আমারই জ্বলন্ত চুরুট থেকে সে জ্বালিয়ে নিল সেটি। বললাম— "চিঠিতে দেখলেন তো? ওঁরা আপনার জন্য দুশ্চিন্তার ভিতর ছিলেন খানিকটা। তবে আমি আশ্বস্ত হচ্ছি এই দেখে যে তাঁদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না।"
দুঃখিত ভাবে লুই বলল, "একেবারে কারণ ছিল না, তা নয়। আমি অসুস্থ হয়েছিলাম। তার চেয়েও গুরুতর কথা হল এই যে একটা ব্যাপারে আমি দারুণ নৈরাশ্যে পীড়িত হয়েছি। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি এত অস্থির হতাম না। কিন্তু যখন ভাবছি যে নিজে অসুখী হওয়ার দরুন আমার ভাইকে অসুখী করেছি—"
বাধা দিয়ে বললাম—"ব্যাপারটার কিছু ইঙ্গিত আমি পেয়েছিলাম আপনার ভাইয়ের মুখ থেকে। এ-রকম আশ্চর্য মানসিক যোগাযোগ যে দুটি লোকের ভিতর থাকতে পারে, তা সহজ বুদ্ধিতে বিশ্বাস করা শক্ত। তবে আমার সমুখে এই যে প্রমাণ রয়েছে—আপনাদের চেহারার মিল, এটি চাক্ষুষ দেখার পরে মানসিক একাগ্রতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আর করা চলে না।"
লুই বিষণ্ণভাবে হাসল।
"তাহলে আপনিও বিশ্বাস করেন যে আপনার ভাই যে অশান্তি ভোগ করেছেন, তা আপনারই অশান্তির ফলে ?"
"তাতে কোনই সন্দেহ নেই।"
"আপনার এই নিশ্চয়তা দেখেই আমি একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।

কৌতূহলবশে নয়, আপনাদের উপরে আকর্ষণ বোধ করছি বলে। যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে আপনার সে-নৈরাশ্য কি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন ?”

একটু চুপ করে থেকে লুই বলল—“আপনি তো জানেন যে দুঃখ যত তীব্রই হোক না কেন কালক্রমে তা মন্দীভূত হয়ে আসে। আমার হৃদয়ের রক্তাক্ত ক্ষত যদি কোন কারণে বিষিয়ে না ওঠে, তাহলে কয়েকদিন তা থেকে রক্ত ঝরবে ; তারপর নিজে থেকেই ক্ষত শুকিয়ে উঠবে। কিন্তু আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। আপনি যে কষ্ট করে চিঠিখানি এনেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞ আমি। আপনি যদি বিরক্ত না হন, যদি অনুমতি দেন—তাহলে মাঝে মাঝে এখানে এসে আপনার সঙ্গে সুল্লাকোরোর গল্প করব।”

“করেন যদি, আমিও প্রচুর আনন্দ পাব তাতে। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার দরকার কী ? এখনই খানিকটা আলাপ করা যাক, আসুন। খাবার তৈরী। আসুন দু'জনে একসঙ্গেই খাই আর গল্প করি।”

“কিন্তু আজ তো তা সম্ভব নয়। বিচারমন্ত্রীর কাছ থেকে কাল একটা চিঠি পেয়েছিলাম। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটি বিষয় আলোচনা করার কথা। আমার মত নতুন উকিলের পক্ষে বিচারমন্ত্রীর আহ্বান অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না, তা তো বোঝেন।”

“বিচারমন্ত্রী ডেকেছেন কি সেই অর্লাণ্ডি-কলোনা ব্যাপার সম্পর্কে ?”

“বোধ হয় তাই। আমি মন্ত্রীকে সুখবর দিতে পারব। কারণ লুসিয়েন লিখছে যে ব্যাপারটা মিটে গিয়েছে।”

“হ্যাঁ, সরকারী উকিলের সামনে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমিও অর্লাণ্ডির পক্ষে জামিনদার ছিলাম কি না।”

“লিখেছে, লুসিয়েন লিখেছে।”—ঘড়ি বার করে এক পলক দেখে নিয়েই সে বলল—“বারোটা বাজতে পাঁচ। এক্ষুনি গিয়ে বলে আসছি যে আমার ভাই আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।”

“সর্বাঙ্গসুন্দর ভাবে। আমি তার সাক্ষী।”

“কী চমৎকার ছেলে লুসিয়েন ! আমি জানতাম। ওর নিজের রুচির বিরুদ্ধে গেলেও একাজ যে ও করবে, তা আমি নিশ্চিত জানতাম !”

“অরুচির কাজও যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়।”

"নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন আর নয়, পরে আবার কথা হবে। আপনার সঙ্গে কথা বলে কি যে আনন্দ পাচ্ছি! আমার মাকে, ভাইকে, আমার প্রিয় স্বদেশকে চোখের সামনে দেখছি যেন, আপনার কথার ভিতর দিয়ে। কখন এলে আপনাকে নিরিবিলি পাব, বলেন যদি—"

"বলা বড় শক্ত। অনেকদিন পরে প্যারিতে ফিরেছি কিনা, এখন কয়েকদিন খুবই ব্যস্ত থাকব আমি। তার চেয়ে আপনি যদি বলেন কোথায় আপনাকে পাব আমি—"

"সে বেশ কথা, কাল মাই-কারেমের উৎসব—"*

"কাল? তাই নাকি?"

"আপনি কি অপেরায় গিয়ে নাচে যোগ দেবেন?"

"আপনি যদি বলেন যে সেখানে গেলে আপনার দেখা পাব, তা হলে যোগ দিতেও পারি। তা নইলে, না। আমার নিজের কোন আগ্রহ নেই ওতে।"

"আমায় কিন্তু যেতেই হবে। যেতে বাধ্য আমি।"

আমি হেসে বললাম—"ঠিকই বলেছিলেন আপনি, সময়ে সব দুঃখই বিস্মৃত হওয়া যায়, হৃদয়ের ক্ষত আপনা থেকেই শুকিয়ে আসে।"

মাথা নেড়ে লুই বলল—"ভুল করছেন আপনি। আমি যে সেখানে যাচ্ছি সেটা আনন্দের আশায় নয়। যাওয়ার দরুন হয়ত আরও নতুন অশান্তির মধ্যে পড়ব আমি। তবু না গিয়ে উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই? অশান্তির আশঙ্কা যেখানে, সেখানে যাবেন না।"

"হায় হায়, মানুষে নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না কি? অনিচ্ছাতেও কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। ভাগ্য! ভাগ্য! না গেলে ভাল হয়, তা আমিও জানি। ভাল রকমই জানি। তবু যেতে হবে!"

"যাবেনই যখন, তখন আমিও যাব অপেরায়? কাল?"

"হ্যাঁ—"

"সময়?"

"সাড়ে বারোটায় যদি আপনার অসুবিধা না হয়—"

"কোথায়?"

"ঘড়ির নীচে। একটার সময় সেইখানেই একজনের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা।"

---

* ধর্মীয় উৎসব বিশেষ।

"কথা ঠিক রইল—"

করমর্দন করে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বারোটা বাজে প্রায়।

তারপর সেদিন সারা বিকাল বেলাটা এবং পরদিন গোটা দিনটাই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হল। আঠারো মাস পরে যে নিজের কর্মস্থানে ফিরেছে, এ-রকম ব্যস্ততার হাত থেকে তার রেহাই নেই।

রাত্রি সাড়ে বারোটায় লুইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম নির্দিষ্ট স্থানে। তখনও লুই পৌঁছায়নি। যখন সে এল, শুনলাম বারান্দায় বারান্দায় সে এক মুখোশধারিণীর পিছনে পিছনে ছুটছিল এতক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি, কোন্ ভিড়ের মধ্যে ঢুকে সে যে অদৃশ্য হয়ে গেল—

আমি চাইছিলাম কর্সিকার কথা আলোচনা করতে। কিন্তু সে রকম আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়ার মত মেজাজ এখন নয় লুইয়ের। তার চোখ থেকে থেকে, ঘড়ির দিকে চায়। হঠাৎ সে বলে উঠল—"ঐ যে আমার ভায়োলেট ফুলের তোড়া।"

বলেই সে উধাও হয়ে গেল।

নাচঘরে "তোড়া" বহু রকমের রয়েছে। ক্যামেলিয়ার একটি তোড়া এসে সম্ভাষণ জানালো আমায়, বলল—"আপনার প্যারিতে পুনরাগমনের উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে চাই।"

ক্যামিলিয়ার পরে এল গোলাপের তোড়া। গোলাপের পরে হেলিওট্রোপ। এবং তারও পরে—পঞ্চম তোড়ার সঙ্গে কথা কইতে যাব, এমন সময় দেখা বন্ধু ডি'র সঙ্গে।

ওর পুরো নামটা কেউ নেয় না। আবশ্যক হয় না নেওয়ার। নামের আদ্যক্ষর 'ডি' উচ্চারণ করলেই সকলে বুঝে নেয়।

"আরে, বন্ধু যে"—বলে উঠল ডি। "আরে এস, এস। ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। আমার বাড়িতে একটা নৈশভোজনের ব্যবস্থা আছে আজ।" —তিন চার জনের নাম করে ফেলল গড়গড় করে—"এরা আসছে সবাই। তোমাকে না পেলে আমাদের চলবে না।"

আমি ধন্যবাদ দিয়ে মাপ চাইলাম—"তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে আনন্দই হত। কিন্তু তা হবার নয়। অন্য একজন সঙ্গী আছে আমার।"

"তাতে অসুবিধা কী? আমরা প্রত্যেকেই 'তোড়া' নিয়ে আসছি এক

একটি। তুমিও আনো। টেবিলে ছয় কলসী জল রেখেছি "তোড়া'দের তাজা রাখবার জন্য।"

"ভুল করেছ বন্ধু, ভুল! ভুল! 'তোড়া' নয়, আমার সঙ্গে এক পুরুষবন্ধু।"

"তাতেই বা কী? প্রবাদই তো আছে বন্ধুর যে বন্ধু, সে আমার বন্ধু।"

"কিন্তু যুবকটিকে তোমরা চেন না তো!"

"চিনে নেব—"

"তোমার নিমন্ত্রণের কথা তা হলে বলি তাকে—"

"বল। যদি আসতে না চায়, জোর করে ধরে এনো।"

"যতদূর পারি, চেষ্টা করব। কয়টার সময় খেতে বসছ?"

"রাত তিনটে। খাওয়া চলবে ছয়টা পর্যন্ত। যথেষ্ট সময় পাবে।"

"আচ্ছা" বলে বিদায় নিলাম ডি'র কাছে।

মাইওসোটিস-এর একটি তোড়া আড়াল থেকে কথা শুনছিল আমাদের। এইবার সে এগিয়ে এসে ডি'র হাত ধরে নিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই লুইয়ের সঙ্গে দেখা। ভায়োলেট ফুলের তোড়া তার সঙ্গে নেই আর। আমার সঙ্গে তখন যে তোড়াটি রয়েছে, তাকে এক বন্ধুর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে আমি লুইয়ের সঙ্গ নিলাম।

"যা জানবার দরকার ছিল, জানতে পেরেছেন?"

"তা জেনেছি। মুখোশ-নাচের ব্যাপার জানেন তো? যে সব কথা বর্জন করাই উচিত, সেই সবই এখানকার একমাত্র কথা।"

"বেচারী বন্ধু!"—এই বলেই হঠাৎ মনে হল, লুইয়ের মত স্বল্পপরিচিতের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলা সংগত হল না হয়ত। অমনি মার্জনা চাইলাম তার কাছে—"কিছু মনে করবেন না। আপনার ভাইয়ের সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেইটাই আপনার উপর আরোপ করে বসছি বার বার। কিন্তু কথাটা কী? ভাগ্যের চাকা নীচের দিকে ঘুরছে বুঝি?"

কিন্তু লুই নীরব। বুঝলাম—তার দুশ্চিন্তার কারণটা সে গোপন রাখতে চায়। সুতরাং ও নিয়ে আর কৌতূহল প্রকাশ করা নয়।

নীরবে দুইজনে পায়চারি করছি বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা। আমার তো সত্যিই কারও সঙ্গে দেখা বা আলাপ করবার কথা নেই, সুতরাং আমি অচঞ্চল। কিন্তু লুই যেন প্রত্যেকটা তোড়ার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

আমি বললাম—"শুনুন, এক কাজ করুন—"

সে একেবারে চমকে উঠল—যেন আমার অস্তিত্বের কথাই তার মনে নেই। তারপর অপ্রতিভের মত বলল—"কী কাজ ?"

"যাতে একটু অন্যমনস্ক হওয়া যায়—এমন কিছু করুন—"

"যথা ?"

"আমার নিমন্ত্রণ আছে এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে চলুন।"

"না না। এরকম বিষণ্ণবদন অতিথিকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইবেন না।"

"বিষণ্ণদের তো ঐ রকম জায়গায় যাওয়া দরকার। সেখানে যে-সব মাথামুণ্ডহীন কথাবার্তা হবে, তাতে মনের মেঘ কেটে যাবে আপনার।"

ডি পাশ দিয়ে চলেছে। মাইওসোটিস-এর 'তোড়া' তার সঙ্গেই। কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তেই সে ছুটে এল।

"কথা ঠিক করেছ তো ? তিনটের সময়—"

"হল না বন্ধু ! আমার আসার উপায় নেই।"

"চুলোয় যাও"—এই বলে সে চলে গেল।

লুই বলল—"কে ভদ্রলোকটি ?"—কিছু বলতে হয় বলেই সে একথা বলল। নইলে ডি সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল থাকার কথা নয়।

"ওই ভদ্রলোক ? ও তো আমার বন্ধু ডি ! ভারী স্ফূর্তিবাজ লোক। একটা নামী খবরের কাগজের অধ্যক্ষ।"

"ডি ? ডি ? ওকে আপনি চেনেন না কি ?"

"চিনি না ? তুই তিন বছর ধরে ওর সঙ্গে কারবার করছি আমি !"

"নৈশভোজন কি ওঁরই বাড়িতে ?"

"তা বই কি। ঐখানেই তো তোমায় নিয়ে যেতে চাইছিলাম।"

"তাহলে আমি রাজী। আনন্দের সঙ্গে রাজী।"

"খুব ভাল কথা ! কিন্তু শুধু আমাকে খুশী করার জন্য কিছু করবার দরকার নেই। আমার নিজের এতে লাভ-লোকসান নেই।"

বিষণ্ণ হাসি হেসে লুই বলল—"আমার হয়ত যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু কাল যা বলেছিলাম, মনে আছে তো ? যেখানে যাওয়া উচিত, সেখানে আমরা যাই না, যাই সেইখানে, ভাগ্য যেখানে টেনে নিয়ে যায়। আসল কথা হল এই—আজ রাত্রে এই স্থানটিতে মোটে না এলেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ করতাম।"

ঠিক তখনই ডি'র সঙ্গে আবার দেখা।

তখনই তাকে ধরে ফেললাম—"ওহে বন্ধু, আমি মত বদল করেছি।"

"তা হলে তুমি আসছ?"

"আসছি।"

"চমৎকার। কিন্তু আগে থাকতে একটা কথা বলে রাখছি—আজ রাত্রে যে আমাদের সঙ্গে খাবে, পরশু আবার তাকে খেতে হবে আমাদের সাথে।"

"কারণ?"

"শ্যাটো রেনোর সঙ্গে একটা বাজি হয়েছে বলে।"

লুই আমার পাশেই ছিল। সে হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরল। তাকালাম তার দিকে—মুখ একটু বিবর্ণ হয়েছে তার, কিন্তু তাতে কোন চিহ্নই নেই ভাবাবেগের।

ডি'কে জিজ্ঞাসা করলাম—"বাজিটা কী?"

"এখানে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘ কাহিনী বলতে পারি কেমন করে? তাছাড়া এ ব্যাপারে একটি মহিলা জড়িত আছেন, তাঁর কানে বাজির কথা কোন ক্রমে ওঠে যদি, শ্যাটো রেনোকে তিনি নির্ঘাত হারিয়ে দেবেন।"

"ঠিক আছে, তিনটের সময় তাহলে—"

ডি চলে গেল আবারও। ঘড়ির সমুখ দিয়ে যাচ্ছি, তাকিয়ে দেখি দুটো পঁয়ত্রিশ।

নিজেকে সংযত রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে লুই জিজ্ঞাসা করল, "এই শ্যাটো রেনোকে আপনি চেনেন না কি?"

"মুখটা চিনি শুধু। বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে দুই একবার দেখেছি।"

"তা হলে বন্ধু নয় আপনার?"

"বন্ধু তো নয়ই, সাধারণ আলাপীও নয়।"

"বাঁচা গেল।"

"কেন? বাঁচা গেল কেন?"

"না, এমনই। বিশেষ কিছু কারণে যে ও কথা বলেছি, তা নয়।"

"আপনি তাকে চেনেন না কি?" পালটা প্রশ্ন করলাম।

"পাকে প্রকারে।"

এই এড়িয়ে যাওয়া জবাব সত্ত্বেও, আমার বুঝতে কষ্ট হল না যে মসিয়ঁ ফ্রাঙ্কি এবং মসিয়ঁ শ্যাটো রেনোর মধ্যে একটা রহস্যাবৃত সম্পর্ক কিছু আছে, আর সে সম্পর্কের যোগসূত্র হচ্ছেন একটি মহিলা। আমার কেমন স্বতঃই
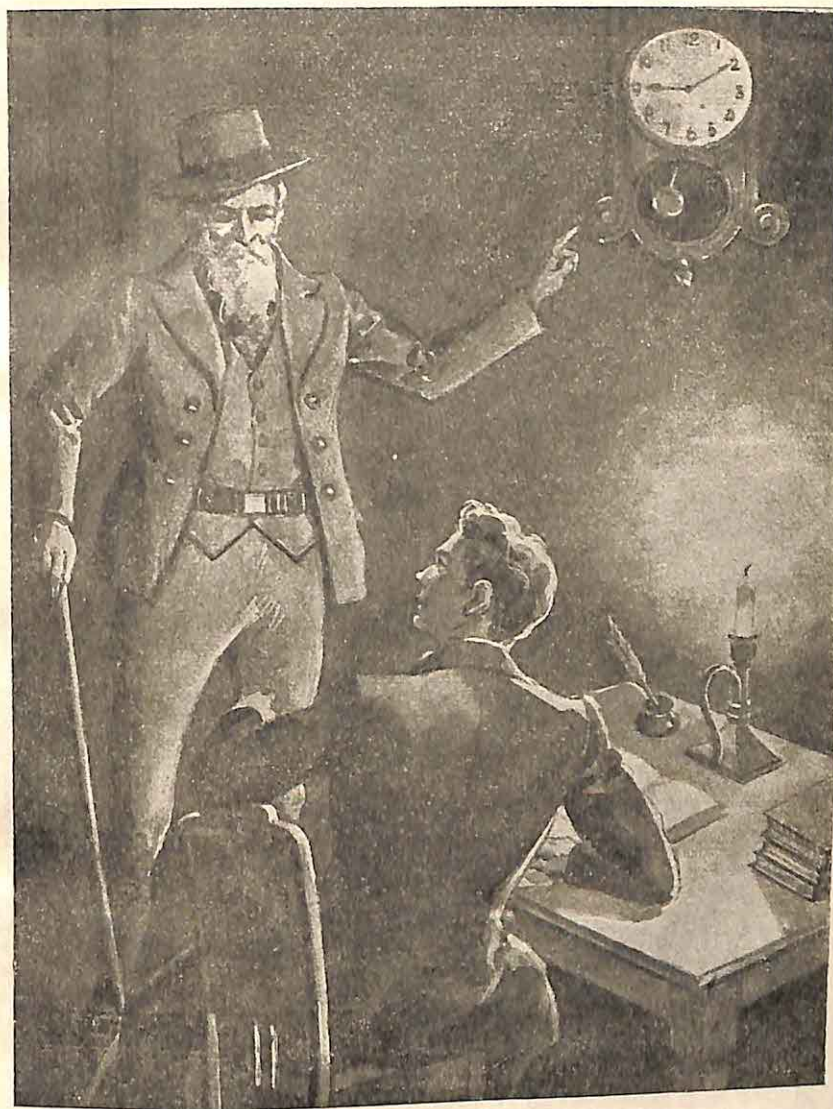
প্রেতাত্মা আঙুল দিয়ে ঘড়ির দিকে দেখালেন

মনে হতে লাগল ফ্রাঙ্কি এবং আমি—আমরা দুইজনে নিঃশব্দে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেলেই মঙ্গল হবে আমাদের।

বললাম ফ্রাঙ্কিকে "শুনুন, আমার একটা পরামর্শ নেবেন?"

"বলুন না!"

"ডি'র বাড়ির ভোজে যাবেন না।"

"কেন? যাব না কেন? তিনি তো আমাদের প্রত্যাশা করবেন! আপনি নিজেই তো বলেছেন যে একটি অতিথি সঙ্গে নিয়ে আপনি আসছেন তাঁর বাড়িতে।"

"সবই ঠিক, তবু না যাওয়ার জন্য এই যে পরামর্শ দিচ্ছি, এরও কারণ আছে। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আমরা না গেলেই ভাল হয়।"

"কিন্তু মতটা কেন পালটালেন, তার একটা কারণ তো আছে? একটু আগেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ করছিলেন আপনি। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।"

"শ্যাটো রেনোর সঙ্গে সেখানে দেখা হবেই।"

"ভালই তো! শুনেছি ভারী আমুদে লোক। তার সঙ্গে ভাল করে আলাপ যদি হয়, আমি খুশীই হব।"

"তা হলে চলুন। আপনার যখন এত ইচ্ছে।"

নীচে গিয়ে কোট পরলাম। ডি'র বাসস্থান অপেরার কাছেই। আবহাওয়া পরিষ্কার। আশা হল—ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লাগলে বন্ধুর মনটাও শান্ত হয়ে আসবে। তাই প্রস্তাব করলাম—"চলুন হেঁটে যাই।"

লুই রাজী হল।

আট

ড্রয়িং-রুমে আমারই বন্ধুবান্ধব অনেককে দেখতে পেলাম। যে সব বন্ধু অপেরার নাচঘরে নিত্য হানা দেয়, থিয়েটারের দরবারী আসনের যারা স্থায়ী বাসিন্দা—বি, এল, ভি, এ—সবাই। মুখোশখোলা নাচিয়ে-কয়েকজন এসে জুটেছেন, 'তোড়া'রা কাছে কাছেই আছে।

লুই ছ্য ফ্রাঙ্কিকে পরিচিত করে দিলাম কয়েকজনের সঙ্গে। বলা বাহুল্য সবাই তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল।

দশ মিনিট বাদে ডি এসে জুটল তার মাইওসোটিস তোড়াকে সঙ্গে করে। স্বচ্ছন্দে, বিনা দ্বিধায় মুখোশ খুলে ফেলল মাইওসোটিস। দ্বিধা হওয়ার কথাও নয় তার। একে সে সুন্দরী, তায় আবার এ রকম মজলিসে ঘোরাফেরা তার অভ্যাসও আছে।

ডি'র কাছেও ফ্রাঙ্কিকে পরিচিত করে দিলাম।

ডি বলল—"পরিচয়ের পালা যদি সাঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে আমি প্রস্তাব করি এইবার খানার টেবিলে বসা যাক।"

"কিন্তু শ্যাটো রেনো যে আসে নি!"

"তাই তো! ভাল কথা, তার সে বাজি—?"

"বাজি তো আছেই। যে হারবে, সে বারো জন বন্ধুকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করবে।"

"কিন্তু কী? করতে হবে কী?"

"শ্যাটো রেনো বলেছে—কোন একটি মহিলাকে সে নিয়ে আসবে এই ভোজের আসরে। আমরা বলেছি—সে পারবে না।"

মাইওসোটিস তোড়া অধর স্ফুরিত করে বলল—"কে তিনি মহিলা? যার নাম করে এমন সব বাজি ধরা চলে?"

আমি লুই ফ্রাঙ্কির দিকে তাকিয়ে আছি। সে বাইরে সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম—মুখ তার মৃতের মুখের মত বিবর্ণ।

ডি বলল—"নাম প্রকাশ করায় কোন বাধা আছে বলে আমি মনে করি. না। আপনারা কেউ তাঁকে চেনেন না বোধ হয়—"

লুই হাত ধরল ডি'র—"মহাশয়, সম্ভ পরিচিতের একটা অনুরোধ দয়া করে রাখবেন কি?"

"কী অনুরোধ?" প্রশ্ন করে ডি ব্যস্ত হয়ে।

"শ্যাটো রেনোর সঙ্গে যে মহিলার আসার কথা, তাঁর নামটি প্রকাশ করবেন না। জানেন তো, তিনি বিবাহিতা!"

"হলেনই বা বিবাহিতা, তাঁর স্বামী তো স্মার্ণা বা ভারতবর্ষ বা মেক্সিকো বা ঐ রকম অন্য কোন সুদূর দেশে প্রবাসী! অত দূরে স্বামী থাকা আর না থাকা সমান।"

"কিন্তু সেই স্বামী আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে আসছেন। আমি

তাঁকে জানি। সাহসী পুরুষ। ফিরে এসে যদি শোনেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী খানিকটা বোকামি করে ফেলেছেন, তিনি মনে আঘাত পাবেন। সম্ভব হলে সে-আঘাত থেকে আমি তাঁকে বাঁচাতে চাই।"

ডি বলল—"আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার সঙ্গে মহিলার পরিচয় আছে, এ আমি জানতাম না। ওঁর যে বিবাহ হয়েছে, তাও আমি নিশ্চিত জানতাম না। কিন্তু আপনি যখন ও বিষয়ে নিশ্চিত, এমন কি স্বামীকেও যখন চেনেন আপনি···"

"তা চিনি···"

"তখন অবশ্যই কথাবার্তায় সংযত হতে হবে আমাদের। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ, শ্যাটো রেনো আসুন বা না আসুন, বাজিতে তিনি জিতুন বা হারুন, আমার অনুরোধ এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনারা একটি বাক্যও কেউ উচ্চারণ করবেন না।"

একবাক্যে সবাই স্বীকার করল যে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করা হবে। সামাজিক শালীনতার খাতিরেই যে প্রতিজ্ঞা করল তারা, তা বোধ হয় নয়। প্রকৃত কারণ হয়ত এই যে সবাইয়েরই দারুণ ক্ষুধা পেয়েছিল, অবান্তর তর্কাতর্কি করতে কারও উৎসাহই ছিল না।

ডি'র করমর্দন করল ফ্রাঙ্কি—"ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন এতে আমার সন্দেহ নেই।"

এইবার সবাই ভোজনকক্ষে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। দু'টি মাত্র আসন রইল খালি। একটি শ্যাটো রেনোর, অন্যটি তার প্রতিশ্রুত সেই মহিলার জন্য।

অতিরিক্ত আসন দু'খানা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ভৃত্যেরা।

গৃহস্বামী নিষেধ করল। "এখনও সময় আছে। শ্যাটো রেনো সময় নিয়েছে চারটে পর্যন্ত। চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে আসন সরিয়ে নিতে পার। চারটে বাজলেই সে হেরে গেল।"

আমি চোখ রেখেছি ফ্রাঙ্কির উপরে। দেখলাম সে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। ঘড়িতে চারটে বাজতে কুড়ি মিনিট তখনও।

ফ্রাঙ্কি জিজ্ঞাসা করছে ডি'কে—"আপনার ঘড়ি ঠিক তো?

"ঠিক না হলেও আমার কিছু যায় আসে না। সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাক শ্যাটো রেনো। তারই ঘড়ির সঙ্গে আমি ঐ দেয়াল ঘড়ির সময় মিলিয়ে নিয়েছি, যাতে কোন গরমিলের আপত্তি সে তুলতে না পারে।"

মাইওসোটিস-তোড়া বলে উঠল—"মহাশয়গণ, শ্যাটো রেনো এবং তার অজ্ঞাত বান্ধবীর সম্বন্ধে কথা বলা যখন নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন ও প্রসঙ্গটাই বাদ রাখুন আপাততঃ। নাম ধরতে না পারলে, কাজেই প্রতীকের বা রূপকের আশ্রয় নিতে হয়। ঘরোয়া আলাপের ভিতর সে রকম সব জিনিস ঢুকলে তার চেয়ে অসহ্য আর কিছুই হতে পারে না।"

ডি বলল—"তুমি ঠিক বলেছ এঁষ্ট—! আর প্রতীকের আশ্রয় আমরা কোন্ দুঃখেই বা নিতে যাব? যাদের নাম ধরা যায়, এমন সব সুন্দরী মহিলার অভাব আছে না কি? তাঁদের কারও সম্বন্ধে কথা বললে তাঁরা বরং খুশীই হন।"

ডি বলল—"এস, তাঁদের সকলের স্বাস্থ্যই পান করি আমরা।"

প্রত্যেক অতিথির হাতের কাছেই একটি করে বোতল। তা থেকে বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন ঢালছে গেলাসে, আর গেলাস উজাড় করছে গলায়।

লক্ষ্য করে দেখলাম—লুই কদাচিৎ গেলাস ঠোঁটে তুলছে।

আমি বললাম—"আসুন, একটু খান। দেখছেন তো শ্যাটো রেনো আসছে না।"

"এখনও এক কোয়ার্টার বাকি চারটে বাজতে। ভালোয় ভালোয় চারটে বাজে যদি, তাহলে দেখবেন, এখন যত পিছিয়েই থাকি, পরে আমি সব চাইতে অগ্রবর্তীকেও ছাড়িয়ে যাব।"

"বেশ, ভাল।"

আমরা কথা কইছি নীচু গলায়, বাকী সবাইয়ের গলার পর্দা কিন্তু ক্রমশঃ চড়ছে। গোলমাল শুরু হয়েছে রীতিমত। দুটি মাত্র লোক সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে না, তারা ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে, সে দুটি লোক ডি এবং লুই।

চারটে বাজতে পাঁচ। আমি আবার তাকালাম লুইয়ের দিকে। "আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি"—বলে গেলাস মুখে তুললাম।

সে মৃদু হেসে তার গেলাস ঠোঁটে ছোঁয়াল।

গেলাস প্রায় অর্ধেক খালি হয়েছে, এমন সময় জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল।

তার মুখ গোড়া থেকেই বিবর্ণ দেখছিলাম। আরও বিবর্ণ যে হতে পারে কেউ, তা ধারণা ছিল না আমার। কিন্তু দেখলাম, চোখের উপরেই দেখলাম—তার মুখখানা যেন একেবারে ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

"এ সেই"—বলল ফ্রাঞ্চি!

আমি ভরসা দিতে চাইলাম—"বোধ হয় সেই। কিন্তু মহিলাটিকে সে হয়ত আনতে পারে নি।"

"এক্ষুণি দেখা যাবে।"

ঘণ্টা বেজে উঠতেই প্রত্যেকের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ আলাপন চলছিল একটা হট্টগোলের আকারে, মাঝে মাঝে চিৎকারের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছিল সেটা। হঠাৎ সে হট্টগোল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

সদর-ঘরে কী একটা তর্কাতর্কি হচ্ছে যেন।

ডি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

লুই আমার কবজি চেপে ধরল জোরে—"তার গলা পাচ্ছি।"

আমি বললাম—"তাতে কী! ওরকম ভেঙে পড়বেন না, মনে জোর আনুন। ভেবে দেখুন—সেই মহিলাটি যদি সামান্য পরিচিত একটি বন্ধুর সঙ্গে অপরিচিত কোন লোকের বাড়িতে রাত্রিবেলায় ভোজ খেতে আসেন, যে ভোজে অন্য অতিথিরাও সবাই তাঁর অপরিচিত, তাহলে বুঝতে হবে তিনি তরল প্রকৃতির মহিলা। চরিত্রহীনাই বলা যেতে পারে। এবং তাই যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কোন ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা বা সম্মানের উপর কি তার কোন দাবি আর থাকতে পারে?"

শুনতে পেলাম ও ঘরে ডি বলছে—"আসুন ভদ্রে, আসুন। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি—এ একটা একান্তই ঘরোয়া মজলিস, বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকটি বন্ধু—"

শ্যাটো রেনোর গলা শুনতে পেলাম—"এস না এমিলি! ইচ্ছে না হয়, তুমি স্বয়ং মুখোশ খুলো না।"

"তুর্বৃত্ত!"—লুই দ্য ফ্রাঞ্চির মুখ থেকে বেরুলো একটা হিসহিস্ শব্দ।

একটি মহিলা প্রবেশ করলেন। শ্যাটো রেনো আর ডি ত্ব'জনে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল তাঁকে। বেচারী ডি—তার মনে মনে ধারণা—অতিথি আপ্যায়নের জন্য যেটুকু করা দরকার সে সেইটুকু করছে।

"চারটে বাজতে এখনও তিন মিনিট বাকি"—মৃত্বস্বরে শ্যাটো রেনো বলল ডি'কে।

"ঠিক আছে বন্ধু, জিতেছ তুমি।"

অজানা মহিলা বলে উঠলেন—"না, এখনও জিতটা পুরোপুরি সাব্যস্ত হয়নি।" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি শ্যাটো রেনোকে সম্বোধন করলেন—"আপনার অত জেদের তাৎপর্য এখন বুঝতে পেরেছি। আপনি বাজি ধরেছিলেন যে এখানে নৈশভোজে আমাকে টেনে আনতে পারবেন, কেমন?"

শ্যাটো রেনো জবাব দেয় না। তখন মহিলা ফিরলেন ডি'র দিকে।

"মহাশয়, এই ভদ্রলোক জবাব দিচ্ছেন না। কাজেই আপনাকেই প্রশ্ন করি—শ্যাটো রেনো এই রকম বাজি ধরেছিলেন কি?"

"ম্যাডাম, শ্যাটো রেনো আমাকে সেই ধরনের আশা দিয়েছিলেন, তা আমি আপনার কাছে গোপন করতে পারি না।"

"তাহলে শুনুন, শ্যাটো রেনো বাজি হেরেছেন, কারণ কোথায় তিনি আমাকে নিয়ে আসছেন তা একেবারেই তিনি বলেন নি আমাকে। আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার একটি বিশেষ বন্ধুর বাড়িতে ভোজের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি আমরা। স্থতরাং আমি যখন নিজের ইচ্ছায় আসি নি, তখন আমার তো ধারণা, বাজি হেরেছেন শ্যাটো রেনো।"

"সে যাই হোক"—শ্যাটো রেনো তবু বলে—"সে যাই হোক, এসে যখন পড়েছ, তখন থেকেই যাও, কী বল? এত সব সম্মানী ভদ্রলোক রয়েছেন, এমন স্থন্দরী সব মহিলা—"

"এসে যখন পড়েছি তখন যে ভদ্রলোককে এ-গৃহের গৃহস্বামী বলে মনে হচ্ছে, তাঁকে তাঁর ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মসিয় লুই দ্য

ফ্রাঙ্কি, আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন? বাড়ি পৌঁছে দেবেন আমাকে?"

লুই দ্য ফ্রাঙ্কি দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে অজ্ঞাত মহিলাকে শ্যাটো রেনোর সম্মুখ থেকে আড়াল করে দাঁড়াল।

শ্যাটো রেনো দাঁতে দাঁত পিষছে রাগে—"মহাশয়া, আমি আপনাকে সঙ্গে করে এনেছি, তা ভুলে যাবেন না। আমি যখন এনেছি, তখন আমারই দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে নিয়ে যাওয়া।"

অজ্ঞাত মহিলা বললেন—"মহাশয়গণ, আপনারা পাঁচটি ভদ্রলোক রয়েছেন এখানে। আমি আপনাদের আশ্রয় নিচ্ছি। আশা করি আপনারা দেখবেন যেন শ্যাটো রেনো আমার অপমান করতে না পারেন।"

শ্যাটো রেনো যেন এক পা এগিয়ে যেতে চাইছিল, আমরা সবাই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

সে নিরস্ত হল, বলল—"বেশ, ম্যাডাম, আপনার যা খুশী করতে পারেন। কার সঙ্গে আমায় বোঝাপড়া করতে হবে, আমি জানি।"

লুই দ্য ফ্রাঙ্কি যে-মর্যাদার সঙ্গে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না—"মহাশয় যদি আমার প্রতি ইঙ্গিত করে থাকেন, তাহলে কাল সারাদিনই ৭নং রুা দ্য হেল্‌ডারে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।"

"খুব ভাল কথা। আমার নিজের যাওয়ার সৌভাগ্য বোধ হয় হবে না। তার পরিবর্তে আমার দুটি বন্ধু দেখা করতে যাবেন আপনার সঙ্গে।"

"এ সব আলোচনা কোন মহিলার সম্মুখে করা.." কাঁধ নেড়ে লুই বলল—"অবিবেচনার কাজ।" মহিলাটির দিকে ফিরে এবং তাঁর হাত ধরে সে বলল—"আসুন ম্যাডাম, আমার উপর এই আস্থা প্রকাশ করে যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি জানাচ্ছি আমার ধন্যবাদ।"

ওরা দু'জন চলে গেল। কক্ষ একেবারে নিস্তব্ধ।

"তাহলে আমি হেরেই গেলাম"—চেয়ারে বসতে বসতে শ্যাটো রেনো বলল—"বেশ, পরশু আমরা ফ্রেয়ার্স হোটেলে নৈশভোজ খাব আবার।" সে গেলাস বাড়িয়ে দিল। ডি তা কানায় কানায় ভরতি করে দিল শ্যাম্পেনে।

কিন্তু খাওয়াতে বড় কারো রুচি দেখা গেল না এর পরে।

নয়

পরের দিন।

পরের দিন না বলে বরং বলা উচিত সেইদিনই। সকালবেলায় দশটাতেই আমি লুই দ্য ফ্রাঞ্চির বাসস্থানে গিয়ে হাজির। সিঁড়িতেই দেখা দুটি লোকের সঙ্গে, আমি উঠছি, তাঁরা নামছেন। একজন শহরের শৌখীন অভিজাত, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যজন—যদিও তাঁর পরিধানে বেসামরিক পোশাক—অন্যজন যে পেশাদার সৈনিক, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমার কেমন মনে হল লোক দুটি লুই দ্য ফ্রাঞ্চির ঘর থেকেই আসছেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম ওঁরা নামছেন। তার পর ওঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন সিঁড়ির তলায়, আমি উপরে উঠে ফ্রাঞ্চির দরজার কড়া নাড়লাম।

ভৃত্য এসে দরজা খুলল, তার প্রভু পড়ার ঘরে।

ভৃত্য ভিতরে গিয়ে আমার আগমনের কথা জানাল। লুই একখানা চিঠি লিখছিল, লিখতে লিখতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গেই হাতের চিঠিখানা হাতের ভিতর মুড়ে সে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল—"ভালই হয়েছে আপনি এসেছেন। চিঠিখানা লিখছিলাম আপনার কাছেই। এক্ষুণি পাঠিয়ে দিতাম। শোনো জোসেফ, যে-কেউ দেখা করতে আসুক, বলবে আমি বাড়িতে নেই।"

জোসেফ বেরিয়ে গেল।

আমার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে লুই জিজ্ঞাসা করল—"সিঁড়িতে দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল না কি?"

"হ্যাঁ, একজনের জামার উপর সরকারী পদক।"

"তারাই বটে।"

"আপনার কাছ থেকেই যাচ্ছে—এটা আমি অনুমান করেছিলাম। শ্যাটো রেনোর দূত না কি?"

"ওরাই তার সহকারী।"

"কী জ্বালা! ব্যাপারটাকে তাহলে ও চাপা দিতে নারাজ।"

"চাপা দেওয়ার কোন উপায়ও নেই, এটা স্বীকার করবেন আপনি।"

"তা কী করতে এসেছিল ওরা ?"

"আমাকে বলতে এসেছিল—যাতে আমার দুজন বন্ধুকে ওদের কাছে পাঠাই। সেই কারণেই আপনাকে চিঠি লিখছিলাম।"

"এ আমার সম্মান। কিন্তু একা তো যেতে পারি না!"

"আমার একটি বন্ধু আছেন—ব্যারন গিওর্ডানি মার্তেলি, তাঁকে চিঠি লিখে আমি নিমন্ত্রণ করেছি লাঞ্চে। এগারোটায় তিনি আসছেন। সবাই আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খাব, তারপর দুপুরে যদি আপনারা এই দুই ভদ্র-লোকের কাছে যান—ওঁরা তিনটে পর্যন্ত বাড়িতে থাকবেন বলেছেন। এই যে ওঁদের নাম ঠিকানা।"

দু'খানা কার্ড লুই আমার হাতে দিল—একজনের নাম হল ভাইকাউণ্ট রিনি দ্য শ্যাটো গ্রাণ্ড, অন্য জনের মসিয় আদ্রিয়েন দ্য বয়জী। প্রথমের বাসস্থান ১২ নম্বর র‍্যু দ্য লা পেয়াস, অন্যজন তো সৈন্যবাহিনীর লোক—আফ্রিকান রেজিমেণ্টে লেফ্‌টেনাণ্ট—ইনি থাকেন ২৯ নম্বর র‍্যু দ্য লীলে।

কার্ড দু'খানা আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঘোরাচ্ছি।

লুই বলল—"অত কী ভাবছেন ?"

"আমি জানতে চাই ব্যাপারটাকে আপনি কি সত্যি সত্যি লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান ? সেটা জানতে পারলে তবে আমরা বুঝতে পারব যে কীভাবে অগ্রসর হতে হবে।"

"তার মানে ? এর ভিতর হেলাফেলার প্রশ্ন নেই। আপনি তো নিজের কানেই শুনেছেন শ্যাটো রেনোর মর্জিতে বাধা দেব না বলে আমি কথাই দিয়েছি। তার পরে তিনি তাঁর দুটি সহকারীকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমার হাতে তো আর কিছু নেই!"

"তা বটে। তবু আমাদের তো জানা দরকার যে লড়াইটা হচ্ছে কিসের কারণে! দুটো লোক পরস্পরের গলা কাটছে, আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি—ভিতরের ব্যাপার কিছুমাত্র না জেনে—এটা তো হতে পারে না! প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে সহকারীদের দায়িত্ব আইনতঃ বেশী, তা জানেন তো!"

লুই বলল—"তাহলে এ-কলহের গোড়ার কথাটি বলতে হয় আপনাকে। বেশ শুনুন—যথাসম্ভব সংক্ষেপে সব বলছি।—

"প্যারিতে যখন আমি প্রথম এলাম, এক ছোট জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল। তিনি আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর পত্নীর সঙ্গে।

মহিলাটি যুবতী এবং আশ্চর্য রকম সুন্দরী। আমি তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হলাম। পাছে এই আকর্ষণ আরও গভীর হয়ে উঠে, এই ভয়ে আমি ওঁদের বাড়িতে যাওয়া আসা একেবারেই কমিয়ে দিলাম, যদিও আমার বন্ধু স্থায়ী নিমন্ত্রণই জানিয়ে রেখেছিলেন যে আমার যখন ইচ্ছা তখনই তাঁদের কাছে যেতে পারি।

কিন্তু বন্ধুটি রাগ করতে লাগলেন আমাকে ঘন ঘন না পেয়ে। বাধ্য হয়ে সত্য কথা তাঁকে বলতে হল, বলতে হল যে এত সুন্দরী যে গৃহের গৃহিণী সে গৃহে যাতায়াত করা আমারই পক্ষে অশান্তির কারণ হয়ে উঠবার আশঙ্কা আছে। ভদ্রলোক হেসে ফেললেন এবং প্রথমে আমার হাত ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে, তারপর ধরে নিয়ে গেলেন সেই দিনই তাঁর বাড়িতে ডিনার খাওয়ার জন্য।

আহারের শেষভাগে ফলাহার করতে করতে তিনি বললেন—'বন্ধু লুই, তিন হপ্তার ভিতর আমাকে মেক্সিকো রওনা হতে হচ্ছে। তিন মাসও সেখানে দেরি হতে পারে, হতে পারে আরও বেশী। আমরা নাবিকেরা যাত্রার সময়টিই নির্দিষ্ট করে চলতে পারি, প্রত্যাবর্তনের তারিখটি ভবিতব্যের হাতে। আমার এই অনুপস্থিতির সময় এমিলিকে আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যেতে চাই। এমিলি, লুই দ্য ফ্রাঞ্চিকে তুমি ভাইয়ের মত দেখবে, এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

বন্ধুপত্নী আমার করমর্দন করে স্বামীর কথায় সম্মতি জানালেন।

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে কী যে বলব, তা বুঝতে পারলাম না। হবু-ভগ্নীর চোখে আমাকে খুব বোকা বোকা দেখাচ্ছিল সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ বন্ধুবর তিন হপ্তা পরেই বিদেশযাত্রা করলেন।

তাঁরই জেদবশতঃ এই তিন হপ্তার প্রত্যেক হপ্তাতেই অন্ততঃ একদিন তাঁর বাড়িতে আমাকে খেতে হয়েছে।

এমিলি বাস করে তার মায়ের সঙ্গে। যাওয়ার সময়ে আমার বন্ধু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন এমিলি যেন বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ

করা বা তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা বন্ধ না করে। কারণ আর কিছু নয়, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল উদার স্বামী বলে প্রতিপন্ন হওয়া। লোকে পাছে তাঁকে হিংসুক বা সন্দিগ্ধ বলে অপবাদ দেয়, এই ছিল তাঁর আতঙ্ক। তা ছাড়া এমিলির উপর ভদ্রলোকের আস্থা ছিল অসীম।

এমিলি কাজেই বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতে থাকল নিজের বাড়িতে। অল্প কয়েকটি লোককে নিয়েই মজলিশ, তার মা উপস্থিত থাকেন, কাজেই লোকনিন্দার কোন অবকাশ নেই, এমিলির চরিত্রে ছিদ্র খুঁজে পায় না কেউ।

তিন মাস এই ভাবে কাটল, তারপর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল শ্যাটো রেনোর।

কোন কোন লোককে প্রথম দর্শনমাত্রেই মনে একটা অশুভ আশঙ্কা জাগে– এটা আপনি স্বীকার করেন ? এই শ্যাটো রেনোকে যেদিন প্রথম দেখলাম, আমার মনটা অস্থির হল। উনি আমার সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি। সভ্য শহুরে ভদ্রলোকের যে রকম আচরণ করা উচিত নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে, তার থেকে একচুল বিচ্যুতি ঘটেনি তাঁর, তবু লোকটি বিদায় নেওয়া মাত্র আমি উপলব্ধি করলাম, ওকে আমি ইতিমধ্যেই ঘৃণা করতে শুরু করেছি।

এ ঘৃণা কেন, তা আমি বলতে পারি না।

হয়ত আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এমিলি একেও সেই ভাবে আকর্ষণ করছে, যেভাবে করেছিল আমাকে কিছুদিন আগে।

আরও কারণ আছে। এমিলির কথাবার্তা আচার-ব্যবহার স্বভাবতঃ সংযত। কিন্তু শ্যাটো রেনোর সান্নিধ্যে এলেই সে বেশ বাচালতার পরিচয় দিতে শুরু করল। অন্ততঃ আমার মনে হল তাই। এতে আমার হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। আমি যে তাকে সত্যসত্যই ভালোবেসেছিলাম এবং বাইরে প্রকাশ না করলেও, সে ভালোবাসার কোনদিন হ্রাস হয় নি এক ঘণ্টার জন্যও।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় শ্যাটো রেনোর উপরে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। সেও সেটা লক্ষ্য করল, করে এমিলিকে চুপি চুপি কী যেন বলে খুব হাসতে লাগল। আমার সন্দেহ রইল না যে এ হাসি আমাকে উপহাস করার জন্যই।

আমার মনে জাগল প্রবল বাসনা—এক্ষুণি ঐ লোকটার সঙ্গে একটা কহল বাধিয়ে ফেলি। তাতে যদি ডুয়েলই লড়তে হয় একটা, সেও ভাল। হয় এদিক, নয় ওদিক—একটা শেষ মীমাংসা হয়ে যাক এই গ্লানিকর পরিস্থিতির।

কিন্তু সে বাসনা দমন করলাম কোন রকমে। অতি হাস্যকর হবে যে ও রকম ব্যবহার, সেটুকু বুঝবার মত জ্ঞান তখনও অবশিষ্ট ছিল আমার।

দমন করলাম বটে, কিন্তু তার পর থেকে প্রতি শুক্রবার আমার পক্ষে হয়ে দাঁড়াল একটা অগ্নিপরীক্ষার মত।

শ্যাটো রেনো হচ্ছে পুরোদস্তুর শহুরে স্ফূর্তিবাজ লোক, সমাজে সুপরিচিত বিলাসী যুবক। আমার চাইতে অনেক বিষয়ে যে শ্রেষ্ঠ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমিলি তাকে যে রকম উঁচু দরের লোক বলে মনে করছে, তাও সে নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

ক্রমশঃই বুঝতে পারছি—শ্যাটো রেনোর প্রতি এমিলির এই পক্ষপাত, শুধু আমার নয়, আরও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ও-গৃহে আমার মত নিত্য-নৈমিত্তিক আরও কয়েকজন অতিথি ছিল, একজন হল গিওর্ডানো। সে তা একদিন স্পষ্টই অভিযোগ করল আমার কাছে।

অতঃপর আর চুপ করে থাকা উচিত মনে হল না আমার। স্থির করলাম এমিলিকে সোজাসুজি প্রশ্ন করব একথা নিয়ে। আমার ধারণা ছিল, অবিবেচনাই এক্ষেত্রে এমিলির একমাত্র ত্রুটি। তার আচরণের যে দারুণ একটা কদর্থ হতে পারে, এটা তার মাথাতেই ঢোকে নি। ঐ বিষয়টা তাকে বুঝিয়ে দিলেই সে তার ত্রুটি সংশোধন করে নেবে, এতে আমার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু এ নিয়ে আলাপ করতে গিয়েই আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। এমিলি এমন ভাব দেখাল যেন আমার প্রতিবাদকে সে নিছক ঠাট্টা বলে ভাবছে। জবাব দিল, 'তোমার এসব কথা একান্তই আজগুবি। অন্য যারা তোমার মত সন্দিগ্ধ, তাদেরও মতামতকে আজগুবি ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।'

আমি তবুও জেদ করতে থাকি।

এমিলি একেবারে অব্যর্থ অস্ত্রপ্রয়োগে ঘায়েল করে ফেলল আমাকে—

'তুমি তো নিজে দুর্বলতা পোষণ কর আমার সম্বন্ধে, হতাশপ্রণয়ী কখনও ন্যায় বিচার করতে পারে না।'

আমি একেবারে স্তম্ভিত। ওর স্বামী আমার গোপন কথা বলে গিয়েছে ওকে।

এর পর থেকে আমার মনে হতে লাগল—ও বাড়িতে আমার আর মর্যাদা নেই এতটুকু। হতাশপ্রণয়ী? সুতরাং উপহাসের পাত্র?

আমি এমিলির বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করলাম।

যাওয়া বন্ধ বটে, কিন্তু খবর সবই কানে আসে। আর সে সব খবরে মনস্তাপ বেড়ে যায় ক্রমশঃ। শ্যাটো রেনোর সঙ্গে এমিলির সম্পর্ক নিয়ে সারা শহরে জল্পনা শুরু হয়ে গেল।

একটা চিঠি লিখব ভাবলাম।

খুব গুছিয়ে এমিলি নিজেকে অপমানিতা মনে করতে না পারে —এইভাবের চিঠি লিখলাম। অনুরোধ করলাম তার স্বামীর কথা চিন্তা করতে। ভদ্রলোক বিদেশে গিয়েছেন এমিলির উপর পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে। সে আস্থা যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে পারে, এমন কোন কাজ এমিলির করা উচিত নয়। এটা নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম চিঠিতে।

চিঠির জবাব দিল না এমিলি।

কী আর জবাব দেবে? সে প্রেমে পড়েছে শ্যাটো রেনোর। প্রেম অন্ধ। নিজের আচরণের মধ্যে কোথাও যে অসংগত কিছু আছে, তা সে বুঝবে কেমন করে?

ক্রমশঃ শহর সরগরম হয়ে উঠল এমিলির কলঙ্ক রটনায়। শ্যাটো রেনোর নামের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসিত অপবাদ।

আমার অন্তরে যে কী জ্বালা তখন, তা কাকে বোঝাব?

এই সময়টাতেই সুদূর কর্সিকায় বসে বেচারী লুসিয়েন মানসিক অশান্তি ভোগ করছিল, আমার মনোবেদনার প্রতিক্রিয়া।

এইভাবেই কেটে গেল দুটো সপ্তাহ তারপর আপনি ফিরলেন কর্সিকা থেকে।

যেদিন আপনি প্রথম এলেন আমার বাসস্থানে, সেইদিনই আমি পেয়েছি এক বেনামী চিঠি। এক অপরিচিতা মহিলা পত্র লিখেছেন আমাকে—অপেরার নাচে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

এই মহিলা বললেন—"আমার জনৈকা বান্ধবীর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কিছু খবর তিনি আমাকে দেবেন। বান্ধবীর নাম—পুরো নাম তিনি বললেন না; তবে ডাক নাম যে তার এমিলি, সেটা আর গোপন করে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

"সেই মহিলাই বুঝি ভায়োলেট ফুলের তোড়া পরে এনেছিলেন?" প্রশ্ন করলাম এতক্ষণে।

"হ্যাঁ, তাই বটে। আমি তখন বলেছিলাম, মনে আছে বোধ হয় যে অপেরার নাচে না গেলেই আমি ভাল করতাম। কিন্তু কথাটা ভুল বলেছিলাম। না গিয়ে আমি পারব কেমন করে? ভাগ্য যে টানছিল।

হ্যাঁ, আমি গেলাম। ভায়োলেট তোড়ার মুখ থেকে সবই খবর পেলাম। নতুন খবর কিছুই নয়, সবই আমি আগে শুনেছি। শ্যাটো রেনো যে এমিলির প্রেমাস্পদ, একথার পুরোপুরি সমর্থন করলেন এই তোড়াধারিণী।

আপত্তি একটা না করলেই নয়, তাই আপত্তি করলাম—'না, না, বাড়িয়ে বলছে লোকে। আসলে ব্যাপারটি বেশীদূর গড়ায় নি।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখন ভায়োলেট-মহিলা বললেন—'আপনার আপত্তির মূলে যে কোন ভিত্তি নেই, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমি বলছি, শুনুন—শ্যাটো রেনো আজ রাত্রে বাজি ধরেছে যে এমিলিকে সে ডি মহাশয়ের বাড়িতে নৈশভোজনে যোগ দেবার জন্য নিয়ে আসবে।'

দৈব! আপনি যে ডি'কে চেনেন, ডি যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে, সঙ্গে একজন বন্ধুকে নিয়ে আসবার অধিকারও যে দিয়েছে আপনাকে—এসব দৈবের যোগাযোগ ছাড়া আর কি!

তারপর যা ঘটল তার তো আপনিই প্রত্যক্ষ সাক্ষী।"

গল্প শেষ করে উপসংহারে লুই আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"এই যখন পরিস্থিতি, তখন শ্যাটো রেনোর আহ্বান, ডুয়েল লড়বার নিমন্ত্রণ, এ আমি গ্রহণ না করে পারি কেমন করে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাধ্য নেই আমার, মাথা নীচু করে রইলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ানক কথা মনে পড়ে যেতেই আতঙ্কে শিউরে উঠলাম আমি। জিজ্ঞাসা না করেই পারলাম না—

"একটা কথা স্মরণে আসছে যেন—কথাটা বেঠিক হলেই বাঁচি—কিন্তু আপনার ভাই যেন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে আপনি জীবনে কখনও বন্দুক বা তলোয়ার হাতে করেন নি।"

"কথা একদম ঠিক..."

"তাহলে আপনার জীবনমরণ প্রতিদ্বন্দ্বীর দয়ার উপরে নির্ভর করছে, বলুন!"

"ভুল বললেন। আমার জীবনমরণ, শুধু আমারই বা বলি কেন, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনমরণ কি একমাত্র ভগবানের উপরই নির্ভর করে নেই?"

দশ

ভৃত্য জোসেফ এসে খবর দিল—ব্যারন গিওর্ডানো মার্তেলি এসেছেন।

লুই দ্য ফ্রাঞ্চির মত, এই ব্যারন গিওর্ডানোও কর্সিকাবাসী, সার্টেন অঞ্চলে এঁরও বাড়ি। সৈন্যদলে আছেন, যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখিয়ে যথেষ্ট পদোন্নতি লাভ করেছেন। মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে তিনি কাপ্তেন পদের অধিকারী। এখন অবশ্য তাঁর পরিধানে বেসরকারী পোশাক। এসেই সর্বপ্রথমে আমাকে নমস্কার করলেন ব্যারন, তারপরে লুইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই ঘটবে? কখন ঘটছে তাহলে? তোমার চিঠি পড়ে যা বুঝলাম, তাতে শ্যাটো রেনোর সহকারী তো আজই দেখা করবে বলে আমার মনে হল।"

"তারা এসে গিয়েছে হে।"

"ওঃ! নাম ঠিকানা রেখে গিয়েছে?"

"এই তাদের কার্ড।"

"ঠিক আছে। তোমার ভৃত্য বলছিল মাধ্যাহ্নিক ভোজ তৈরী। তাহলে খেয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি?"

আমরা খাওয়ার ঘরে গিয়ে বসলাম—লড়াইয়ের কথা চেষ্টা করেই ভুলে গেলাম।

আর তখনই লুই আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার কর্সিকা ভ্রমণের কথা, এর আগে এ প্রশ্ন সে তোলে নি। আমিও যথাযথ সব বিবরণ দিলাম তাকে।

কথাবার্তার ভিতর দিয়ে একটা জিনিস ধরা পড়ল আমার কাছে। এতদিন যে অশান্তির তুষানলে দগ্ধ হচ্ছিল এই যুবক, তা আজ নিভেছে। কারণ, অবসান হয়েছে অনিশ্চয়তার। লাঞ্ছনাকারী শত্রুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে। কালই হবে। সুতরাং আর দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। এ পরিস্থিতিতে একমাত্র করণীয় যা ছিল, তা করা স্থির হয়ে গিয়েছে, কখন করা হবে, স্থির হয়েছে সেটাও। সুতরাং মন এখন শান্ত। শান্ত বলেই লুইয়ের চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও মাধুর্য, তার দেশপ্রেম, আত্মীয়জনের প্রতি তার অপরিসীম অনুরাগ—অবাধে ফুটে বেরুতে লাগল প্রতি কথার, প্রতি ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে।

মা? ভাই? কী তাঁরা বলেছেন? লুইয়ের সম্বন্ধে বা অন্য বিষয়ের সম্বন্ধে? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি কথা সে দশবার করে জেনে নিল আমার কাছে।

লুসিয়েনের আচরণ অর্লাণ্ডির আর কলোনার ব্যাপারে, তাকে একেবারে মুগ্ধ করল। লুই জানে খাঁটি কর্সিকান তার ঐ ভাইটি। ভেনডেটার সংস্কার দিয়ে তার অস্থিমজ্জা গড়া। সেই লোক অর্লাণ্ডি কলোনার ভেনডেটা মেটাবার জন্য এত কষ্ট করবে এ তো কল্পনাও করতে পারে নি। করে থাকে যদি, করেছে শুধু লুইয়ের খাতিরে। কতখানি ভালবাসলে ভাইয়ের খেয়ালের কাছে নিজের বদ্ধমূল সংস্কার বলি দেওয়া যায়?

নিজের মনে মনেই বললাম—'অনেকখানি।'

ঘড়িতে বারোটা বাজল।

এইবার লুই বলল—"আর দেরি করা বোধ হয় উচিত হবে না। ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করে আসুন। তা নইলে তাঁরা অভদ্র ভাবতে পারেন আমাদের।"

আমি বললাম—"তা কেমন করে ভাববেন? মাত্র দুই ঘণ্টা হল তাঁরা এখান থেকে গিয়েছেন। আপনি তো কিছু সময় পেতে চান, আপনার বন্ধুদের খবর দেওয়ার জন্যে।"
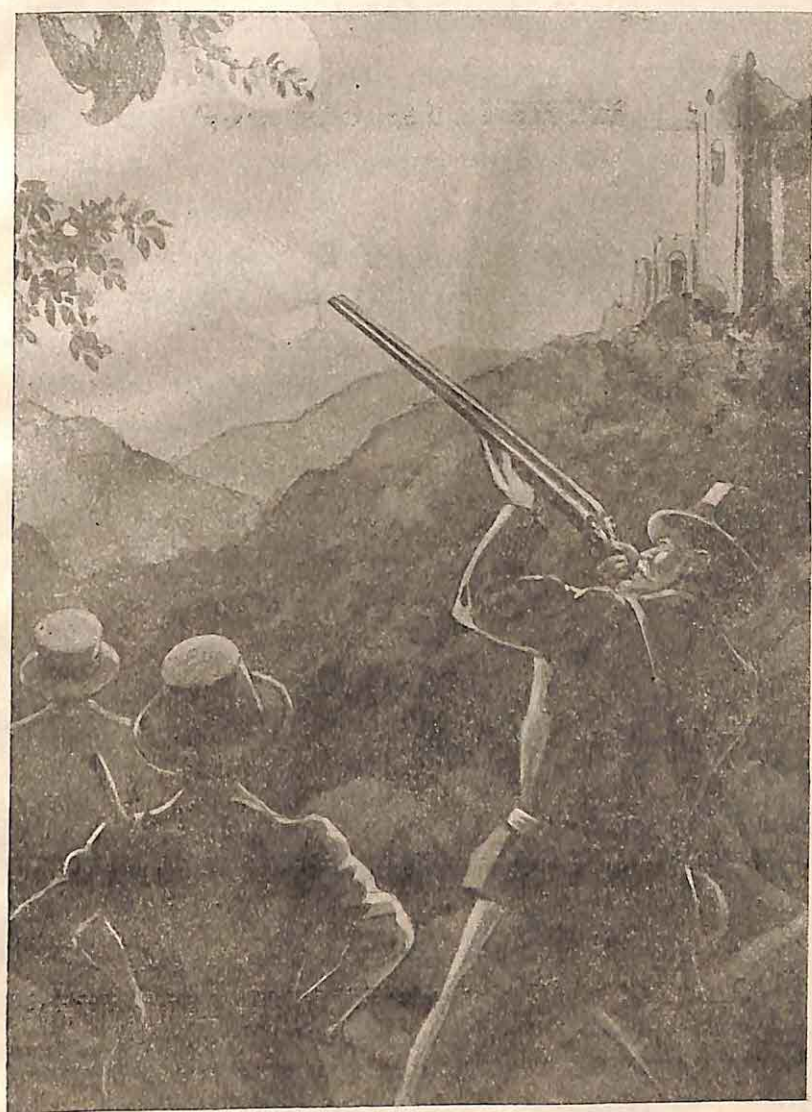
গ্‌ড়্‌ম! পাখিটা পড়ে গেল ঝোপের ভিতর

"সে যাই হোক, আমাদের বেরিয়ে পড়াই ভাল।"—বলল ব্যারন গিওর্ডানো।

"কী হাতিয়ার ব্যবহার করতে চান, সেটা বলে দিন"—বললাম আমি—"তরোয়াল, না পিস্তল ?"

"আঃ, যেটা হয়, হলেই হল! আমার কাছে তো তুটোই সমান কারণ কোনটার ব্যবহার সম্বন্ধেই আমি কিছু জানি না! তাছাড়া হাতিয়ার বেছে নেবার অধিকার শ্যাটো রেনোই দাবি করবেন। তাঁর তো বিশ্বাস তিনিই অপমানিত পক্ষ।"

"অপমানিত যে কে, সে বিষয়ে তো মতদ্বৈধ থাকতে পারে! আপনি কী এমন করেছেন? মহিলাটির নিজেরই অনুরোধে তাঁকে সাহায্য করেছেন।"

লুই বলল—"আলোচনার ভিতর ঢুকতে চাই না। আলোচনা করতে গেলেই ও পক্ষ ভাববে আমরা জিনিসটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনারা জানেন আমি শান্তিপ্রিয় লোক। দ্বন্দ্বযুদ্ধ আমি এর আগে কখনও করি নি, সেইজন্যেই আমি চাই—আনাড়ি বলে কেউ আমার কোন ত্রুটি ধরতে না পারে।"

"আপনার পক্ষে ওভাবে কথা বলা সহজ, বন্ধু! কিন্তু সত্য কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব—আপনি অকারণে জীবনটাকে সাংঘাতিক বিপদের মুখে নিক্ষেপ করছেন। ভগবান না করুন, কোন তুর্ঘটনাই যদি ঘটে, আপনার পরিবারের লোক আমাদেরই দায়ী করবে না কি?"

লুই হেসে বলল—"মোটেই না। আমার মাকেও আমি জানি, ভাইকেও জানি। তাঁরা শুধু জিজ্ঞাসা করবেন—'লুই ঠিক ভদ্রলোকের মত আচরণ করেছিল তো?' আপনি যদি বলতে পারেন যে—'হ্যাঁ, তা করেছিল, তা হলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন!"

"সে কথা ছেড়েই দেওয়া যাক তাহলে। কিন্তু কোন্ অস্ত্র আপনার পছন্দ, এটা তো জানতেই হবে তবু?"

"বেশ তো! ওরা যদি পিস্তল চায়, রাজী হয়ে যাবেন।"

ব্যারন বলল—"আমারও সেই মত।"

"পিস্তলই হোক তাহলে, কিন্তু ও অস্ত্রটা বড় বিপজ্জনক।"

লুই বলল—"আজকের ভিতর কেউ আমাকে তরোয়ালের কসরত শিখিয়ে দিতে পারে?"

"কসরত? না। তবে চেষ্টা করলে আত্মরক্ষার কৌশলটা খানিকটা আয়ত্ত হতে পারে হয়ত।"

লুই হাসল—"দেখুন! অকারণ হাঙ্গামা করতে চাই না। কাল যা হবে, তা আগে থেকেই ললাটে লেখা হয়ে আছে। আপনারা কোন চেষ্টাতেই তার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না।"

করমর্দন করে বিদায় নিলাম আমরা। শ্যাটো রেনোর সহকারীদের বাসস্থান নিকটেই। ভাইকাউন্ট শ্যাটো গ্রাণ্ডের কাছে আগে গেলাম। ফ্রাঞ্চির নাম করতেই তাঁর দেখা মিলল।

দেখলাম ভাইকাউন্টটি দক্ষ লোক। অন্য সহকারী মসিয়ঁ বয়জির কাছে আমাদের আর যেতে দিলেন না তিনি। ঐখানেই ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

বয়জি যতক্ষণ না এলেন, আসল কথার প্রসঙ্গও তুললাম না আমরা। স্রেফ ঘোড়দৌড়, শিকার আর অপেরার গল্প। মিনিট দশেক এইভাবে কাটবার পরে এলেন বয়জি মশাই।

অস্ত্রনির্বাচন নিয়ে কোন দাবি বা আপত্তি এঁরা করলেন না। কারণ তাঁদের মক্কেল শ্যাটো রেনো পিস্তলে তরোয়ালে সমান সিদ্ধহস্ত। তখন আমরা একটা মুদ্রা উপরে ছুড়ে দিলাম। রাজার মাথা উপরে পড়লে পিস্তল, নীচে পড়লে তরোয়াল।

পিস্তলই উঠল।

সাব্যস্ত হল যে পরদিন সকালে নয়টার সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে ভিন্‌সেন্স-এর বনে। প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর থেকে কুড়ি পা ঘুরে দাঁড়াবেন। তিনবার হাত তালি দেওয়া হবে। তৃতীয় তালিতে গুলি ছুড়বেন ওরা।

ফিরে গিয়ে সব সিদ্ধান্তের কথা ফ্রাঞ্চিকে বললাম।

* * *

সন্ধ্যা আটটা। আবার আমি ফ্রাঞ্চির ফ্লাটে এসেছি। আমাকে কোন উপদেশ বা নির্দেশ,—দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ভেবে নিয়েই কাজ করতে হয়,—সে দিয়ে রাখতে চায় কিনা, এবারে আমার সেইটাই জিজ্ঞাসা।

ফ্রাঞ্চি কেমন একরকম অদ্ভুত স্বরে বলল—"কাল সকাল পর্যন্ত দেরি করুন। রাত্রির মতো পরামর্শদাতা আর নেই।"

কাজেই ফিরে আসতে হল তখন।

সকাল বেলায় আবার গেলাম। আসল ব্যাপারটির জন্য আটটার সময় ওর সঙ্গে দেখা করলেই চলত। কিন্তু ঐ নির্দেশের প্রয়োজনে আমি গেলাম সাড়ে সাতটায়।

সে বসে বসে চিঠি লিখছে।

তাকে দেখলাম খুবই বিবর্ণ। বলল—"মাকে চিঠি লিখছি, আপনি বসুন। খবরের কাগজগুলো—ঐ যে "লা প্রেস" কাগজ-খানা ওতে মসিয় মেরির একটা চমৎকার গল্প চলছে, ভাল লাগবে আপনার।"

বসে বসে খবরের কাগজের দিকে চেয়ে আছি। কিন্তু পড়ছি না একবর্ণও। কেমন করে পড়ব? মনে অন্য চিন্তা। এই যুবক—মুখ যার ছাইয়ের মত সাদা, কথাবার্তা তাঁর অত সংযত এবং অত মধুর হয় কেমন করে?

পাঁচ মিনিট পরে।

সে বলল—"হয়ে গিয়েছে আমার।"

ঘণ্টা বাজিয়ে দিল ভৃত্যের জন্য। সে এল—"জোসেফ, এখন আমি কারও সঙ্গে দেখা করতে পারব না, এমন কি, গিওর্ডিনোর সঙ্গেও না। এলে তাকে বসাবে বাইরের ঘরে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দশ মিনিট আমি নিরিবিলি কথা কইব, কেউ যেন ব্যাঘাত না করে।"

ভৃত্য দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

তারপর লুই বলতে শুরু করল—"বন্ধু আলেকজাণ্ডার, গিওর্ডিনো নিজে কর্সিকার লোক, কর্সিকার নিজস্ব সব সংস্কার তার অস্থি-মজ্জায় গাঁথা। শুধু সেই কারণেই তাকে কোন গোপন কথা বলতে পারি না, অথচ পারলেই ভাল হত, এবং স্বাভাবিকও হত। তাকে শুধু বলব, এ ব্যাপার সম্বন্ধে সে যেন নীরব থাকে। কিন্তু তোমার কাছে আমি একটি প্রতিশ্রুতি চাই বন্ধু! এই প্রতিশ্রুতি যে আমি যা অনুরোধ করব, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে তুমি।"

"আহা, তা তো করবই। সহকারীর তো কর্তব্যই সেটা।"

"কর্তব্য ছাড়াও আরও কিছু। যদি তুমি তা কর, আমাদের

পরিবার দ্বিতীয় একটা বিপর্যয়ের হাত থেকে সম্ভবতঃ বেঁচে যেতে পারে।”

আমি অবাক্ হয়ে বললাম—“কী বলছ হে? দ্বিতীয় বিপর্যয় আবার কী?”

“এই চিঠিটা পড়, মায়ের কাছে লিখেছি।”

আমি পড়তে শুরু করলাম। যত পড়ি ততই আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে ওঠে।

“মা গো,

আমি ভালরকমই জানি যে তুমি স্পার্টার মহিলাদের মতই সাহসী, খ্রীষ্টান মহিলাদের যেমন হওয়া উচিত—তেমনই বিধাতার করুণার উপর নির্ভরশীল। তা না জানলে, যা বলতে যাচ্ছি তা বলবার আগে অনেক কিছু ভূমিকা করে তোমার মনকে তৈরি করে নিতে হত আমায়।

তোমায় জানি বলেই এ ভূমিকার আর প্রয়োজন নেই। যা বলবার, সরাসরিই বলি। এ পত্র তুমি যখন পাবে, তখন তোমার পুত্র বলতে একটি মাত্র জীবিত থাকবে।

(ভাই লুসিয়েন এখন থেকে তুমি মাকে দ্বিগুণ ভালবাসবে আগের চেয়ে। দুই পুত্রের ভালবাসা একাই যোগাতে হবে তোমায়।)

গত পরশু রাত্রে আমার জ্বর হয়, মস্তিষ্ক বিকল করে দেয় সেই জ্বরের আক্রমণ। প্রথম উপসর্গগুলি আগে থাকতেই দেখা দিয়েছিল, আমি তা গ্রাহ্য করি নি, ফলে চিকিৎসক যখন এলেন তখন বড় বেশী দেরি হয়ে গিয়েছে। মা গো, জীবনের আর আশা নেই। যদি না ভগবানের দয়ায় পরমাশ্চর্য কিছু ঘটে, ইন্দ্রজালের কাছাকাছি। তেমন দৈবী করুণা প্রত্যাশা করবার মত কী সুকৃতি আছে আমার?

মাথাটা এখন একটু পরিষ্কার আছে, তাই লিখতে পারছি এ পত্র। যদি মরে যাই, মৃত্যুর এক কোয়ার্টারের ভিতরেই এই পত্র ডাকে দেওয়া হবে। তুমি জেনো—মৃত্যুতে আমার একমাত্র পরিতাপ এই যে তোমার স্নেহ এবং আমার ভাইয়ের ভালবাসা আর আমি ভোগ করতে পারব না।

মা বিদায়!

কেঁদো না মা! তুমি তো আমার এই নশ্বর দেহকে ভালবাস নি,

ভালবেসেছ আমার আত্মাকে। আর সে আত্মা সেই অবিনশ্বর সত্তা। সে যেখানেই থাকুক, তোমাকে সে ভালবাসতেই থাকবে।

(লুসিয়েন! বিদায় ভাই। মাকে কখনও ছেড়ে যেও না, মনে রেখো এখন মায়ের তুমি ছাড়া আর কেউ রইল না।)

তোমার সন্তান,
তোমার ভাই,
লুই দ্য ফ্রাঞ্চি।"

চিঠি শেষ করে লেখকের পানে তাকালাম—"এ সবের মানে কী?"

"বুঝতে পারছ না?"

"না।"

"নয়টা দশ মিনিটে আমি নিহত হব।"

"নিহত হবে?"

"নিশ্চয়—"

"এ রকম ধারণা তোমার হল কেন?"

"আমাকে বলে গিয়েছেন।"

"বলে গিয়েছেন? কে?"

হেসে জবাব দিল লুই—"আমার ভাইয়ের কাছে কি তুমি শোনো নি যে আমাদের বংশের পুরুষেরা একটা বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী?"

আমি শিউরে উঠলাম। বলেছিল বই কি লুসিয়েন! উত্তর দিলাম থেমে থেমে—"হ্যাঁ, বলেছিল যে প্রেতাত্মারা—"

"ঠিক? আমার পিতা কাল রাত্রে আমাকে দেখা দিয়েছিলেন। সেই জন্যই আমাকে এত বিবর্ণ দেখছ। মৃতের দর্শন পেলে কোন্ জীবিত ব্যক্তি ভয় না পায়?"

অবাক্ হয়ে তাকালাম—ভয়ে ভয়ে। "কাল রাত্রে তোমার বাবা তোমায় দেখা দিয়েছিলেন? কিছু বলেছেন?"

"বলেছেন যে আমার মৃত্যু হবে।"

"ভয়ানক স্বপ্ন তো!"

"স্বপ্ন নয়, একান্তই বাস্তব। পিতা এসে পুত্রকে দেখা দেবেন, এর ভিতর আশ্চর্য হবার কী আছে?"

না, কিছু নেই। অন্তরে অন্তরে আমিও বিশ্বাস করি যে এতে আশ্চর্য

হবার কিছু নেই। উত্তর দিতে না পেরে আমি মাথা নীচু করলাম। শেষকালে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম—"হয়েছিল কী ?"

"অস্বাভাবিক বা জটিল কিছু নয়। আমি তাঁকে প্রত্যাশা করেছিলাম—বললেও চলে। কারণ আমার জানা ছিল যে আমার আয়ু যদি শেষ হয়ে এসে থাকে, বাবা আসবেনই। তাঁর আশাতেই রাত দুপুর পর্যন্ত আমি জেগে বসে ছিলাম। পড়ছিলাম একটা বই। ঠিক দ্বিপ্রহর রজনীতে আলোটা স্তিমিত হয়ে এল, দরজা খুলে আমার পিতা এসে প্রবেশ করলেন কক্ষে।"

"কী রকম আকারে ?"

"ঠিক যে রকম আকার ছিল জীবিত অবস্থায়। সাধারণ কাপড় চোপড়ে তিনি এলেন—তবে অবশ্য মুখ একেবারে সাদা, আর চোখ ভাবলেশহীন। তিনি আমার বিছানার কাছে এলেন, আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলাম, বললাম—"স্বাগত, পিতা।"

"আমার কাছে এসে একদৃষ্টে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যে চোখ ক্ষণপূর্বে দেখেছি ভাবলেশহীন, তাতে ফুটে উঠল পিতৃস্নেহের কোমলতা।"

"বল, কিন্তু শুনতে ভয় করছে।"

"তারপর তার ঠোঁট নড়তে লাগল, এবং আশ্চর্য! যদিও তাঁর মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না, আমি অনুভব করলাম—অব্যক্তবাণী তাঁর অন্তর থেকে আমার অন্তরে সঞ্চারিত, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি বললেন—'ভগবানকে স্মরণ কর পুত্র।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি আমার মৃত্যু হবে ?'

প্রেতাত্মার চক্ষু থেকে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তাঁর সেই বিবর্ণ মুখের উপরে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—'কয়টার সময়।'

প্রেতাত্মা আঙ্গুল দিয়ে ঘড়ির দিকে দেখালেন। দেখলাম – সেই রাত বারোটার সময় স্পষ্ট দেখলাম—আমার ঘড়িতে নয়টা বেজে দশ মিনিট হয়েছে। বললাম – 'তাই হোক পিতা! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। দুঃখ এই, মাকে ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু সে দুঃখে সান্ত্বনাও আছে – মাকে ছেড়ে গিয়ে আপনাকে পাব।'

প্রেতাত্মার মুখে ফুটে উঠল একটা ক্ষীণ হাসির রেখা। তিনি হাত

নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে অন্তর্ধান করলেন। দরজা আপনা থেকে খুলে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিল, আবার তিনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই বন্ধ হল।"

লুইয়ের মুখ থেকে এই লোমহর্ষণ গল্পটা এমন সহজ, স্বাভাবিক সুরে বেরুলো যে আমার সন্দেহমাত্র রইল না যে সে চাক্ষুষ দেখেছে ঘটনাটা। সে দেখা হয়ত তার দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে, কিন্তু নিজে সে অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত জানে যে তার এ অভিজ্ঞতা একান্তভাবেই বাস্তব, এর মধ্যে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ ছিল না।

আমার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, মুছে ফেললাম।

লুই বলল—"এখন শোনো যা বলছি। তুমি তো চেনো আমার ভাইকে!"

"তা আর চিনি না?"

"বেশ, সে যদি আজ শোনে যে আমি একটা ডুয়েল লড়তে গিয়ে নিহত হয়েছি, তাহলে সে কি করবে বলে তোমার বিশ্বাস?"

"সে সঙ্গে সঙ্গেই সুল্লাকারো থেকে এখানে চলে আসবে। তোমার হত্যাকারীকে আহ্বান করবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে।"

"ঠিক ধরেছ। তারপর এমনটা যদি ঘটে যে সেও মারা পড়ল ডুয়েলে, তা হলে আমাদের মায়ের দশাটা কি হবে, ভেবে দেখ তো একবার! স্বামীহারা হয়েও মা বেঁচে আছেন, কিন্তু একসঙ্গে দু দুটো পুত্রশোক যদি তাঁকে সইতে হয়—"

"বুঝেছি, সাংঘাতিক অবস্থা হবে সেটা।"

"কাজেই সে-সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। সেইজন্যই এইভাবে চিঠি লিখেছি আমি। মস্তিষ্কের প্রদাহ থেকে আমার মৃত্যু ঘটেছে জানলে, আমার ভাইয়ের মাথায় প্রতিহিংসার চিন্তা ঢুকবে না। মায়েরও সান্ত্বনালাভের সম্ভাবনা প্রবল হবে এই ভেবে যে ভগবানের ইচ্ছায় আমার মৃত্যু হয়েছে, আততায়ীর আঘাতে নয়। তবে যদি এমন হয়—"

"কী হয়?"

"না আশা করি তেমনটা হবে না।"

ও যখন মনের কথা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয়, তখন জানবার কৌতূহল দমন করাই কি আমার কর্তব্য নয়?

এইবারে দরজা খুলে ব্যারন গিওর্ডিনো ঘরে ঢুকলেন—"ভাই ফ্রাঞ্চি, যতক্ষণ সম্ভব, তোমায় নিরিবিলি আলাপের সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু আটটা বেজে গিয়েছে, ওদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট আছে নয়টায়, সাড়ে চার মাইল যেতে হবে আমাদের, এখন যাত্রা না করলেই নয়।"

"আরে ভাই, আমি তো প্রস্তুত"—বলল লুই—"এসো বসো, আমার যা বলবার ছিল, এঁকে বলে নিয়েছি।"

এই বলে ঠোঁটের উপর হাত রেখে সে আমায় নীরব থাকবার ইঙ্গিত করল।

গিওর্ডিনোর হাতেও ফ্রাঞ্চি একখানা আঁটা খাম দিল—"তোমার ওপর ভার রইল এইটির। আমার যদি কিছু হয়, তুমি এই চিঠি পড়ে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করবে আমার এই অনুরোধ।"

"অক্ষরে অক্ষরে করব ব্যবস্থা"— উত্তর দিল গিওর্ডিনো।

"হ্যাঁ, অস্ত্র যোগাড় করে নিতে হবে তো ?"

"যেতে যেতে ডেভাইজিনের দোকান থেকে পিস্তল কিনে নেব"—বললাম আমি—"আমার পিস্তলটা একটু খারাপ হয়েছে দেখলাম।"

লুই আমার হাতে একটু চাপ দিল— সে বুঝল যে কেন আমি নিজের পিস্তল এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। আমাদের পিস্তল ব্যবহার করবে শত্রুপক্ষ, শত্রুপক্ষের পিস্তল ব্যবহার করব আমরা—এই হল নিয়ম। আমার পিস্তলের গুলিতে ফ্রাঞ্চির মৃত্যু হোক, ওটা আমার অভিপ্রেত হতে পারে না।

লুই বলল, "গাড়ি আছে ?"

"আছে, তিনজন উঠলে একটু গাদাগাদি হবে যদিও। কিন্তু ভাড়া গাড়ির উপর ভরসা করা উচিত হবে না এখন, কারণ আমাদের রয়েছে তাড়াতাড়ি।"

তিনজনে নেমে চললাম, জোসেফ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল—"আমি কি মালিকের সঙ্গে আসব ?"

"না জোসেফ, দরকার নেই"—এই বলে এগিয়ে যেতে যেতে আবার একটু পিছনে ফিরে গেল লুই। কতকগুলো মোহর ভরতি একটা থলে জোসেফের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"কখনও যদি মন্দ ব্যবহার করে থাকি ক্ষমা করো।"

জোসেফের চোখ জলে ভরে এল — "এ সবের মানে কি মালিক ?"
লুই বলল — "চুপ !"
জোসেফের দিকে পিছু ফিরে তাকাতে তাকাতেই লুই আমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলল—"ছেলেটা ভাল। তোমরা যদি ওর কোন উপকার করতে পার—খুব খুশী হব আমি।"
গিওর্ডিনো জিজ্ঞাসা করল — "ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছ নাকি ?"
"না, ছাড়াই নি, তবে ছেড়ে যাচ্ছি।"—বলল লুই।

* * *

ভিন্‌সেন্স পৌঁছোলাম নয়টা বাজতে পাঁচ মিনিটে। আর একখানা গাড়িও তক্ষুণি পৌঁছেছে। এরা শত্রুপক্ষ। বিভিন্ন পথে আমরা বনের ভিতর প্রবেশ করলাম। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল, ওরা গ্রাণ্ড অ্যাভিন্যু রাজপথে অপেক্ষা করবে। আমরা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।
ভাইকাউন্ট শ্যাটো গ্রাণ্ড বললেন—"নিকটেই আমার জানা একটি ছোট মাঠ আছে এই বনেরই ভিতরে। এখানে হঠাৎ কোন লোক এসে পড়তে পারে তো !"
"চলুন সেই দিকেই"—জবাব দিল ব্যারন গিওর্ডিনো।
দুই দল আলাদা হয়ে সেই মাঠের দিকে চললাম আমরা। একটা নীচু জায়গা—আগে পুকুর ছিল বোধ হয়। কালক্রমে ভরাট হয়েছে। ঠিক এই রকম গোপনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করবার জন্যই কেউ যেন এই নিভৃত স্থানটি রচনা করে রেখেছে।
গিওর্ডিনো আর ভাইকাউন্টে মিলে দূরত্বটা মেপে নিল কুড়ি পা।
আমি ততক্ষণ ফ্রাঞ্চির কাছে দাঁড়িয়ে আছি। সে বলল, "আমার লেখার টেবিলে আমার উইল পাবে।"
"দেখব।"
শ্যাটো গ্রাণ্ড ডাক দিল—"আপনারা যদি প্রস্তুত হয়ে থাকেন—"
"আমি প্রস্তুত"—উত্তর দিল লুই।
তারপর আমাকে বলল—"অনেক কষ্ট দিয়েছি, আরও কষ্ট পেতে হবে আমার জন্য—ধন্যবাদ।"
আমি তার হাত ধরলাম। হাত ঠাণ্ডা, কিন্তু কাঁপছে না।
গিওর্ডিনো এসে পিস্তল দিল তার হাতে। সে একবার তাকিয়েও

দেখল না পিস্তলের দিকে, হাতে করে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

শ্যাটো রেনো আগেই নিজের স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা অলক্ষুণে নিস্তব্ধতার ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রথমে নিজের নিজের সহকারীদের, তারপরে প্রতিপক্ষের সহকারীদের অভিবাদন করল।

শ্যাটো রেনোর নির্বিকার ভাব দেখে সহজেই বোঝা যায় এ-জাতীয় ব্যাপারে সে রীতিমত অভ্যস্ত। তার মুখে মৃদু হাসি—যেন সেও বুঝতে পেরেছে যে ফ্রাঙ্কি তার জীবনে আজই প্রথম পিস্তল ধরছে।

লুই আমার দিকে একবার তাকাল, তারও মুখে মৃদু হাসি। তারপর সে আকাশের দিকে তাকাল।

শ্যাটো গ্রাণ্ড বলল—"তাহলে প্রস্তুত হোন।"

তারপর সে হাতে তালি দিতে লাগল।

এক! দুই! তিন!

দুটো গুলির শব্দ একসঙ্গে মিশে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম লুই দুইবার ঘুরপাক খেলো। তারপর এক হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। শ্যাটো রেনো ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, শুধু তার কোটের হাতাটা ফুটো, গুলি চলে গিয়েছে সেইটি ভেদ করে।

আমি দৌড়ে গেলাম লুইয়ের কাছে—"আহত হয়েছ?"

সে উত্তর দিতে চেষ্টা করল, পারল না। কেবল তার ঠোঁটের উপর রক্তমাখা ফেনা ফুটে উঠল! তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল, সে হাত দিয়ে বুকের ডান দিকটা চেপে ধরেছে!

কোটের উপর কতটুকু সে ছিদ্র! একটা আঙ্গুলও তার ভিতর ঢুকবে না। আমি গিওর্ডিনোকে বললাম—

"ব্যারন! নিকটেই সৈন্যদের ব্যারাক, সেখান থেকে একজন মিলিটারি অস্ত্র-চিকিৎসক এক্ষুণি নিয়ে আসুন।"

ফ্রাঙ্কি মাথা নেড়ে নিষেধ করল—অর্থাৎ তাতে ফল হবে না কিছু। সঙ্গে সঙ্গেই অন্য হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে।

শ্যাটো রেনো ততক্ষণে চলে গিয়েছে। কিন্তু তার সহকারীরা এসে আহত ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়াল। আমরা ওদিকে তার কোট খুলে, শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছি। গুলিটা ডানদিকে পাঁজরার ষষ্ঠ হাড়ের ঠিক নীচে দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকের নিতম্বের উপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক বার

নিঃশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তীরের মত। দেখেই বোঝা যায় এ-আঘাত একান্তই মারাত্মক হবে।

শ্যাটো গ্রাণ্ড বললেন—"মসিয়ঁ ফ্রাঞ্চি, এ ব্যাপারের পরিণতি যে এমন শোকাবহ হয়ে দাঁড়াল—এতে আমরা অতিমাত্র দুঃখিত। মসিয়ঁ শ্যাটো রেনোর উপর আপনার কোন রাগ নেই, আশা করি।"

মুমূর্ষু ফ্রাঞ্চি—অর্ধস্ফুটস্বরে বলল—"না, না, রাগ নেই। তবে তাকে চলে যেতে বলুন—চলে না গেলে—"

তারপর অতি কষ্টে পাশ ফিরে সে আমার দিকে তাকাল—"প্রতিজ্ঞা মনে রেখো—"

আমি বললাম—"শপথ করছি, তুমি যা বলেছিলে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।"

একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে একটু হেসে সে বলল—"আমার ঘড়িটা দেখ।"

আমি ওর ঘড়ি দেখলাম—নয়টা বেজে দশ মিনিট। তার পিতার প্রেতাত্মার নির্দিষ্ট মুহূর্ত।

ফ্রাঞ্চি তখন ঢলে পড়েছে। শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে।

এগার

দ্বন্দ্বযুদ্ধে অভিজাত বংশের কোন সন্তান মারা গেলে তুমুল একটা হইচই করে কাগজওয়ালারা। কিন্তু আশ্চর্য! ফ্রাঞ্চির মৃত্যুতে কোথাও কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হল না।

আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে লুই ফ্রাঞ্চির দেহ নিয়ে গেলাম পেরেলেশাই-এর সমাধিক্ষেত্রে। লুইয়ের শেষ পরামর্শ অনুযায়ী শ্যাটো রেনোকে অনুরোধ করা হয়েছিল প্যারি ছেড়ে অন্যত্র যেতে। কিন্তু সে ভদ্রলোক কর্ণপাত করল না সে অনুরোধে।

পাঁচ দিন কেটে গেল।

রাত প্রায় এগারোটার সময় আমি নিজের লেখার ঘরের নিভৃত কোণে বসে কাজ করে যাচ্ছি, মেজাজ স্বভাবতঃই ভাল নয়—এমন সময় আমার ভৃত্যটি প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল, ব্যস্তভাবে দরজটা বন্ধ করে দিল এবং ভয়কম্পিত কণ্ঠে আমাকে জানাল—"মসিয়ঁ দ্য ফ্রাঞ্চি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আমি বোঁ করে ঘুরে বসলাম। অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটা ভয়ে মরার মত সাদা হয়ে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কী বলছিলে, ভিক্টর ?"

সে বলল—"মালিক! কী যে বললাম—তা নিজেই ভাল জানি না।"

"ঠাণ্ডা হও! কোন্ মসিয়ঁ ফ্রাঞ্চির কথা বলছিলে ?"

"আপনার বন্ধু। যিনি কয়েকবার এখানে এসেছেন।"

"বেচারা! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাঁচ দিন আগে তাঁকে আমরা হারিয়েছি, তা কি জানো না তুমি ?"

"তা তো জানি মালিক! আর জানি বলেই আমাকে এত বিচলিত হতে দেখছেন। তিনি এসে বাইরে ঘণ্টা বাজালেন, আমি দরজা খুলে দিলাম, তিনি ভিতরে এলেন। তাঁকে দেখে আমি ভয় পেয়ে পিছু হঠলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন—"আপনি বাড়ি আছেন কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলতেই তিনি বললেন—'গিয়ে বল মসিয়ঁ ফ্রাঞ্চি দেখা করতে চান।' সুতরাং ছুটে এলাম।"

"তুমি পাগল হয়েছ বাপু! হল-ঘরে ভাল আলো নেই, তুমি দেখতে পাওনি ভাল। কিংবা হয়ত ঘুমিয়েছিল, পরিষ্কার শুনতে পাওনি। ফিরে গিয়ে আবার নাম জিজ্ঞাসা ক'রে এস।"

"অকারণ হবে মালিক! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি—আমার ভুল হয়নি। আমি স্পষ্ট দেখেছি, স্পষ্ট শুনেছি।"

"তা যদি হয়, তাঁকে আসতে বল।"

ভিক্টর দরজা খুলতে গেল, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে। দরজা খুলেও সে বাইরে যেতে সাহস পেল না, দাঁড়িয়ে রইল ঘরের ভিতরেই। কাঁপা গলায় অদৃশ্য আগন্তুককে আহ্বান জানাল—"আসুন ভিতরে।"

পায়ের শব্দ পাচ্ছি। প্রেতাত্মার পায়ে শব্দ হয় না। তবু শব্দ পাচ্ছি।

হলঘরে কার্পেট পাতা রয়েছে, যেমন তেমন শব্দ অন্য ঘর থেকে শুনতে পাওয়ার কথা নয়, তবুও শুনতে পাচ্ছি।

সে শব্দ হল পেরিয়ে আমার কক্ষের দিকে এল। তারপর অকস্মাৎ দেখতে পেলাম—আমার দরজায় দাঁড়িয়ে ফ্রাঞ্চিই বটে।

প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে যায়নি– একথা বললে সত্য কথা বলা হবে না। উঠে এক পা পিছিয়ে গেলাম।

"এসময়ে বিরক্ত করছি–ক্ষমা করবেন।"—বলছেন মসিয়ঁ ফ্রাঞ্চি। —"মাত্র দশ মিনিট আগে পৌঁছেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করে সব শোনার জন্য এমন ব্যস্ত হয়েছি, রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আর সম্ভব হল না।"

"ওঃ! লুসিয়েন!"

বুঝতে পেরেই ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখে জল এসে গিয়েছিল। আর কথা যোগাল না মুখে।

"হ্যাঁ, আমিই বটে"—

মনে মনে তাড়াতাড়ি সময়ের হিসাব করছি। মাদাম ফ্রাঞ্চির কাছে যে সময় লুইয়ের চিঠি পাঠিয়েছি, তা, সুল্লাকারো দূরে থাকুক, এখনো তো আজাইচোতেই পৌঁছোয় নি। বলে উঠলাম—"তাহলে তুমি কোন কথাই জানো না?"

"আমি সমস্ত কথাই জানি"—বলল সে।

"বল কি! সমস্ত?"

"নিশ্চয়—"

ভিক্টরের দিকে তাকালাম। সে তখনও কাঁপছে। তাকে বললাম, "তুমি এখন যেতে পার, ভিক্টর। পনেরো মিনিট পরে আমাদের দুজনের মত খাবার নিয়ে আসবে।"—লুসিয়েনকে বললাম—"তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে খাবে, এবং আমার কাছেই থাকবে?"

"তা খাব এবং থাকব! আনন্দের সঙ্গেই। অক্সেয়ার পার হয়ে পেটে কিছু যায়নি। এসেই ভাইয়ের ফ্লাটে গিয়েছিলাম। সেখানে কেউই আমাকে চিনল না।" তারপর সে করুণ হাসি হাসল একটু— "কিংবা হয়ত, সবাই চিনল বলেই কেউ আমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে সাহস পেল না। মহা হট্টগোল বেধে গেল, আমি চলে আসতে বাধ্য হলাম।"

"ভাই লুসিয়েন, লুইয়ের সঙ্গে তোমার চেহারা এত অভিন্ন যে এই মাত্র আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

ভিক্টর তখনও যায়নি। হয়ত ভূতের বাড়িতে একা বেরুতে সাহস পাচ্ছিল না। সে হাঁফ ছেড়ে বলল—"তাই না কি? ইনি তাঁর ভাই?"

"হ্যাঁ, তুমি এখন খাবারটা তৈরী কর গিয়ে।"

ভিক্টর বেরুলে আমি লুসিয়েনকে হাত ধরে এনে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসলাম।

"তাহলে এখানে আসবার পথেই তুমি দুঃসংবাদটা পেলে?"

"না, পেয়েছি সুল্লাকারোতে।"

"বল কী? অসম্ভব! তোমার ভাইয়ের চিঠি এখনও পৌঁছায়নি সুল্লাকারোতে।"

"ভাই আলেকজাণ্ডার, সেই যে একটা ছড়া আছে এদেশে—'মৃতের গতি আকাশপথে, পায় না বাধা কোনই মতে'—মনে নেই?"

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—

"কি বলছ? বুঝিয়ে বল, আমি বুঝতে পারছি না।"

"তোমায় কী বলেছিলাম সুল্লাকারোতে? আমাদের বংশের পুরুষেরা আসন্ন সংকটের পূর্বে মৃত আত্মীয়দের প্রেতাত্মাকে দেখতে পায়—বলি নি?"

আমার অজান্তেই বুঝি মুখ দিয়ে প্রশ্ন বেরুলো—"তুমি তা হলে তোমার ভাইকে দেখেছ না কি?"

"দেখেছি।"

"কবে?"

"১৬ই আর ১৭ই-এর মাঝের রাত্রিতে।"

"সে তোমায় সব বলেছে?"

"স—ব।"

"বলেছে যে সে মরে গিয়েছে?"

"বলেছে যে সে নিহত হয়েছে। মৃতেরা মিথ্যা বলে না।"

"কী ভাবে নিহত হয়েছে তাও বলেছে?"

"বলেছে, ডুয়েলে।"

"কার হাতে মৃত্যু হয়েছে তার?"

"মসিয় শ্যাটো রেনোর।"

"না, এ হতেই পারে না। তুমি অন্য কোন ভাবে শুনেছ।"

"এ-অবস্থায়ও আমি বাজে কথা বলতে পারি—এই কি তোমার বিশ্বাস?"

"না তা নয়। কিন্তু তোমার সব কথা এত আজগুবী, তোমাদের দুই ভাইয়েরই জীবনের যাবতীয় ঘটনা সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের এত বহির্ভূত—"

"যে তা বিশ্বাস করাই যায় না—এই তো? কিন্তু এই দেখ"—এই বলে সে তার গায়ের শার্ট খুলে ফেলল। আর আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম যে তার ডান পাঁজরার ষষ্ঠ হাড়খানির ঠিক নীচে একটা নীল দাগ।

সে জিজ্ঞাসা করল—"এটা বিশ্বাস কর?"

আমি বলতে বাধ্য হলাম—"ঠিক ঐ রকম জায়গাতেই তোমার ভাই আহত হয়েছিল।"

জবাব না দিয়ে লুসিয়েন বাম নিতম্বে হাত দিয়ে বলল—"গুলিটা এইখান দিয়ে বেরিয়েছিল, না?"

"এ জাদু ছাড়া কিছু নয়।"

"কখন তার মৃত্যু হয়েছিল, তাও বলব?"

"বল।"

"নয়টা দশ মিনিট।"

আমি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলাম—"থামো লুসিয়েন, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। কীভাবে তুমি এসব জানলে, তোমার পঞ্জরের নীচে ও দাগ কোথা থেকে এল—সব যদি খুলে বল তো ভাল হয়।"

লুসিয়েন কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে বসল—আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—"ব্যাপারটাতে জটিলতা কিছু নেই। যেদিন সে মারা গেল—সকাল বেলাতেই আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। যাচ্ছিলাম কার্বোনিতে, আমাদের মেষপালকদের কাজ তদারক করতে।

"নয়টা দশ—ঘড়িতে সময় দেখে সেটাকে জামার ভিতর যথাস্থানে রেখে দিচ্ছি, এমন সময়ে পাঁজরার নীচে এমন একটা আঘাত পেলাম, তার তীব্রতায় আমাকে জ্ঞান হারাতে হল। যখন ফিরে এল জ্ঞান, দেখলাম যে

আমি মাটিতে শুয়ে আছি, আর অর্লাণ্ডি আমার পাশে বসে মুখে চোখে জল ছিটোচ্ছে। ঘোড়াটা চার গজ দূরে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়াচ্ছে আমার দিকে।

অর্লাণ্ডি জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছিল তোমার?

ভগবান জানেন, কিন্তু গুলির শব্দটা শুনেছিলে?

না তো।

আমার মনে হল—এইখানে একটা গুলির আঘাত লেগেছে। ব্যথার স্থানটা তাকে দেখালাম।

অর্লাণ্ডি বলল—প্রথম কথা—বন্দুক বা পিস্তল ছোঁড়েনি কেউ। দ্বিতীয় কথা—তোমার গায়ে গুলিও বেঁধেনি। বিঁধলে কোট ফুটো হত না?

তাহলে বোধ হয় আমার ভাই-ই পেয়েছে আঘাতটা।

অর্লাণ্ডি দ্বিধার সুরে বলল—তা, সেটা আলাদা কথা।

আমি জামা খুলে দেখলাম—এই স্থানটিতে এই চিহ্নটি। তবে প্রথম প্রথম চিহ্নটা ছিল লাল, যেন রক্ত ঝরছে ও-থেকে।

শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম যে তক্ষুনি সুল্লাকারোতে ফিরে যাব—ভাবলাম। কিন্তু তখনই ভাবনা হল···ফিরে গিয়ে মা-কে বলব কী? আমার ফিরবার কথা তো সেই রাত্রে। এখন ফিরে গেলে জবাবদিহি করতে হবে যে।

কাজেই তখন আর ফিরলাম না। কার্বোনি গিয়ে, কাজ সেরে, বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যা ছয়টায়।

মায়ের কোন ভাবান্তর দেখলাম না। তার কাছে কোন ইঙ্গিত আসেনি প্রেতলোক থেকে।

দুজনে বসে সান্ধ্য আহার সেরে ফেললাম। তারপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে চললাম বারান্দা অতিক্রম করে। তুমি তো দেখেছ আমার বাড়ি।

উপরে উঠতেই হাওয়ায় মোমটা নিবে গেল।

নীচে ফিরে গিয়ে মোমটা আবার জ্বালিয়ে আনব ভাবছি, এমন সময় দেখলাম—ভাইয়ের ঘরের দরজার তলা দিয়ে আলোর আভা বেরুচ্ছে একটা। ভাবলাম—গ্রিফো বুঝি ও ঘরে কোন কাজ করছিল, বেরিয়ে যাওয়ার সময় আলোটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। একটা আলো জ্বলছে বিছানার কাছে,

আর বিছানাতে আমার ভাই শুয়ে আছে—দেহ তার অনাবৃত এবং রক্তাক্ত।

আমি ভয় পেয়েছিলাম, স্বীকার করছি। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলাম।

আমি ভাইয়ের দেহ স্পর্শ করলাম। ঠাণ্ডা!

ভাইয়ের দেহে ঠিক সেই জায়গায় গুলির আঘাতের ক্ষত, যে জায়গায় আমি নিজে অনুভব করেছিলাম আঘাতের বেদনা।

আর কি বুঝতে বাকি থাকে যে ভাইকে কেউ হত্যা করেছে?

আমি বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনায় রত হলাম। যখন চোখ মেলে তাকালাম আবার—ঘর অন্ধকার। বিছানায় হাত বুলিয়ে দেখলাম—খালি।

কোনরকমে টলতে টলতে নীচে নেমে গেলাম। কপালে ঘাম ঝরছে তখন, পা টলছে।

আর একটা মোম জ্বালিয়ে উপরে উঠে দেখলাম—লুইয়ের ঘরের বিছানায় কেউ যে একটু আগেই শুয়েছিল, এমন কোন চিহ্নই নেই।

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম—দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্যটা আগাগোড়া ঘটতে দেখলাম চোখের সামনে। আততায়ীর নামও শুনলাম—"মসিয়ঁ" শ্যাটো রেনো।"

লুসিয়েনের কথা শেষ। আমার হতবুদ্ধি ভাব কাটতে কিছু সময় লাগল, তারপর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি এখন প্যারিতে এলে কেন?"

"এলাম ওকে বধ করতে! ঐ আততায়ী শ্যাটো রেনোকে।"

"বধ করবে?"

"নিশ্চয়! তবে কর্সিকার ভেনডেটা নয়! আড়াল থেকে মারব না। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বধ করব।"

"মাদাম ফ্রাঞ্চিকে বলেছ? তিনি আসতে দিলেন তোমাকে?"

"আমার মা কর্সিকার মা। তিনি আশীর্বাদ করে বিদায় দিয়েছেন আমাকে।"

ভিক্টর খাবার নিয়ে এল, লুসিয়েন খেলো নিশ্চিন্তভাবে।

পরদিন সকালে আমাকে সঙ্গে নিয়ে লুসিয়েন গেল ভিনসেন্স বনে।

যেখানে ডুয়েল হয়েছিল, যেখানে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীরা দাঁড়িয়েছিল—সব সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখল।

সন্ধ্যাবেলায় কাফে ছ্য প্যারিতে যেতে হল তাকে নিয়ে। সেইখানেই সে গিওর্ডিনোকে আসতে বলেছে।

গিওর্ডিনোর উপর ভার দিয়েছিল লুসিয়েন, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা করবার জন্য। গিওর্ডিনো সংবাদ দিল, শ্যাটো রেনো রাজী হয়েছে ডুয়েলে—কিন্তু এক শর্তে। এই লড়াইটা হয়ে গেলে লুসিয়েন—যদি লুসিয়েন মারা না যায়—শান্তিতে থাকতে দেবে শ্যাটো রেনোকে।

একরকম অদ্ভুত হাসি হেসে লুসিয়েন বলল—"দেব, নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকতে দেব। অখণ্ড, চিরন্তন শান্তি—"

সে হাসি দেখে যে কোন লোক শিউরে উঠবে।

রাত্রিটা লুইয়ের ঘরেই কাটাল লুসিয়েন। পরের দিন সকাল আটটায় আমি গেলাম তার কাছে। নয়টায় ডুয়েল।

লুসিয়েন মায়ের কাছে চিঠি লিখছে।

"কি লিখছ?"—জিজ্ঞাসা করলাম ভয়ে ভয়ে।

"লিখছি যে লুইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছি। মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"কী করে এত নিশ্চিত হতে পার তুমি? শ্যাটো রেনো রীতিমত ওস্তাদ লড়াইবাজ।"

"আমি রাত্রে লুইয়ের দেখা পেয়েছি। সে বলে গিয়েছে এ ডুয়েলে শ্যাটো রেনো মরবেই। এই দেখ—" নিজের কপালে একটা বিশেষ স্থানে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিতে দিতে সে বলল—"শত্রুর এইখানে গুলি ঢুকবে।"

"আর তুমি?"

"আমাকে সে স্পর্শও করতে পারবে না।"

আশ্চর্য! অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তার ভবিষ্যদ্বাণী।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে এসে শ্যাটো রেনো প্রথম দেখল লুসিয়েনকে এই কয়েকদিন আগে লুই যেখানে পড়ে গিয়েছিল আহত হয়ে, ঠিক সেই-খানেই দাঁড়িয়ে আছে লুসিয়েন। যেন মৃত লুই-ই এসে দাঁড়িয়েছে আবার। সুসভ্য শ্যাটো রেনোরও অন্তরে কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে

উঠল। তার মনে হতে লাগল—লুইয়েরই প্রেতাত্মা বুঝি প্রতিহিংসা নিতে এসেছে।

এ অবস্থায় কি আর লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা যায়? তার গুলি—লুই যা বলেছিল—স্পর্শও করল না লুসিয়েনকে।

আর লুসিয়েনের গুলি—লুই যা বলেছিল—ঠিক কপালের পাশে গিয়ে বিঁধল শ্যাটো রেনোর। সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আমি লুসিয়েনের কাছে গেলাম। সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই হাতের পিস্তল মাটিতে ফেলে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—"ভাই! আমার ভাই!"

পরে শুনেছিলাম—এই অশ্রুই লুসিয়েনের জীবনের প্রথম অশ্রু।

শেষ

বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। [illegible]ত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) [illegible] কলিঃ-৯